উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৯,৮০৯.৬৫ (-২৭০.৯২)

নিফটি : ২৪,৪২৬.৮৫ (-৭৪.০৫)

এগারোর পাতায়

শোভন-রত্নার বিবাহবিচ্ছেদ মামলা খারিজ

৮ বছর ধরে মামলা চলার পর শুক্রবার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা খারিজ হয়ে গেল শোভন ও রত্নার। শোভন অবশ্য এই মামলা নিয়ে উচ্চ আদালতে যেতে চান বলে জল্পনা চলছে। » ৭

বাণিজ্য-মহাকাশে জোটবদ্ধ দিল্লি-টোকিও

ভারতীয় পণ্যের বিকল্প বাজার তৈরির লক্ষ্যে যে ৪০টি দেশকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার অন্যতম হল জাপান। টোকিওয় দ্বিপাক্ষিক শিখর বৈঠকের পর দু'দেশের মধ্যে ৫টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

সম্পর্কে বরফ গলল জিনপিংয়ের চিঠিতে

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ঠেকাতে ভারতকে পাশে পেতে আগ্রহী চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ব্লুমবার্গের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে সেই ইঙ্গিত মিলেছে। » ৯

১৩ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 30 August 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 103

সাদা চোখে সাদা কথায়

নাকে খত আমলাদের, মেধা পচে 'মধুভাণ্ডে'

গৌতম সরকার

বিজেপি ক্ষমতায় এলে নাকি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিওকে দলের কোন মণ্ডল সভাপতির পায়ের তলায় বসে থাকতে হবে। হুমকিটা দিয়ে রাখলেন বাপি গোস্বামী। জলপাইগুড়ির বিজেপি নেতা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমলাকুলকে দলদাসে পরিণত করে রাখার অভিযোগটা তোলে বিজেপিই। শাসনদণ্ড হাতে পেলে বাংলায় তাঁরা যে একই পথে হাঁটবেন, তারই আভাস দিলেন বাপি।

রাজনৈতিক নেতাদের মুখঝামটা, এমনকি লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার উদাহরণ কম নেই অফিসারদের। বেচারা আইএএস, আইপিএস আধিকারিকরা। যাঁরা একেকজন পড়াশোনায় উজ্জ্বল নক্ষত্র। সর্বভারতীয় কঠিন পরীক্ষায় উতরে প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই তাঁরাই কি না ক্ষমতাসীন দলের তল্পিবাহক। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সত্ত্বেও চার অফিসারকে সাসপেন্ড না করাটা তৃণমূলের অ্যাজেন্ডা। সেই অ্যাজেন্ডা পূরণে কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে যেতে বাধ্য করা হল রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ আছে। কিছু কিছু অভিযোগ অমূলক নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু কমিশন তো সাংবিধানিক সংস্থা। তার নির্দেশ অমান্য করলে সাংবিধানিক পরিকাঠামোটিই যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। রাজনৈতিক দল যা

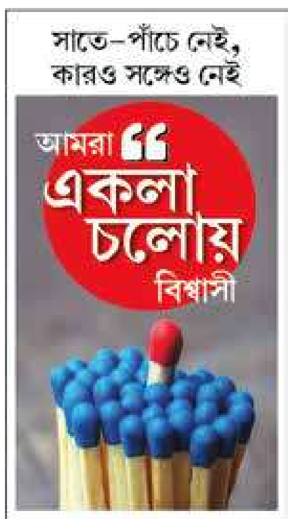

খুশি বলতে পারে। কিন্তু আমলারা সংবিধানের বিধি ব্যবস্থায় চলতে আইনত বাধ্য যে। মনোজ পন্থ সুভদ্র, অমায়িক। যাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশংসা করে থাকেন বিরোধী দলের নেতা অধীর চৌধুরীও।

পন্থের মতো মেধাবী অফিসারকুলের সরকারি দলের এই দাসত্ব আখেরে তাঁদের শিক্ষার প্রতিই অবিচার! সাংবাদিকতায় জীবনের ৩৬টি শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম কাটিয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, এরপর দশের পাতায়

খুন তৃণমূল কর্মী

পরিকল্পনা না বচসা, কারণ ঘিরে রহস্য

মনেজ বর্মন

জোরপাটকি, ২৯ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরেশচন্দ্র বর্মনের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় বর্মনের (৪০) রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল। সঞ্জয়ের বাড়ি নেন্দারপাড় গ্রামে। তাঁর মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই গণেশপুজো হচ্ছে। পুজো কমিটির সদস্যরাই খবর দেন পুলিশে। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খবর ছড়িয়ে পড়ায় ঘটনাস্থলে ভিড় করেন বাসিন্দারা। প্রথমে বাসিন্দারা ভেবেছিলেন পথ দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন সঞ্জয়। কিন্তু ঘটনাস্থলের কাছে একটি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনেই মন্টু বর্মন ও অজয় বর্মন নামে দুজনের মধ্যে কোনও কারণে ঝামেলা চলছিল। সঞ্জয় ওই জায়গা দিয়ে ফেরার সময় দুজনের ঝামেলা মেটাতে যান। হঠাৎই সঞ্জয়ের সঙ্গে দুজনের বচসা শুরু হয়। একসময় দুজনে শাবল দিয়ে সঞ্জয়ের মাথায় আঘাত করে। এরপরই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি ওঠে। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি ও মাথাভাঙ্গার টাউনবাবু মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ প্রথমে এই ঘটনায় মন্টুকে গ্রেপ্তার করে। পরে সারারাত ধাওয়া করে ভোরবেলা অজয়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোচবিহার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রথমে পুলিশের কাছে খবর আসে পথ দুর্ঘটনার জখম হয়ে এক ব্যক্তি জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে পড়ে রয়েছেন। পুলিশের গাড়িতেই দেহটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ তদন্ত করে দেখে, সঞ্জয় বাড়ি ফেরার পথে ঘটনাস্থলে ছিল অজয় বর্মন ও মন্টু বর্মন। তিনজনের মধ্যে বচসা হয়। অজয়ের হাতে শাবল ছিল। তা দিয়ে মেরে খুন করা হয় সঞ্জয়কে। অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনের বাড়ি খারিজা কাউয়ারডারা গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

নেহাত বচসা থামাতে গিয়ে খুন হতে হবে সঞ্জয়কে, তা মানতে চাইছেন না গ্রামের বাসিন্দারা। এই ঘটনায় অন্য কোনও রহস্য আছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন তাঁরা। প্রশ্ন উঠছে, বচসা থামাতে গিয়েছিলেন সঞ্জয়। তাহলে তাঁকেই কেন মারধর করলেন অভিযুক্তরা? নাকি পরিকল্পনা করেই সঞ্জয়ের সামনে ঝামেলা করা হয়, যাতে সঞ্জয় থামাতে এলে তাঁকে মারধর করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, খুনে অভিযুক্ত দুজন মাঝেমধ্যেই মদ্যপ অবস্থায় এলাকায় হাঙ্গামা করতেন। ওই রাতেও তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করছিলেন। সঞ্জয়ের মা গীতা বর্মন বলেন, 'প্লাইউড কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালাত ছেলে। অভিযুক্তদের

খুনের ঘটনার পর শুক্রবার সকালে জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে জটলা।

সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তাদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল না। সঞ্জয় এলাকার তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গেই হাটবাজারে আড্ডা দিত। বাড়িতে ওর দুই মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে।'

বাড়ির একমাত্র রোজগার করা লোকটা খুন হওয়ায় কী করে সংসার চলবে বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। সঞ্জয়ের স্ত্রী অঞ্জলি দুই মেয়েকে নিয়ে কেঁদেই চলেছেন। তিনি জানান, ওই রাতে গ্রামেরই এক প্রতিবেশীর বাড়িতে পুজোর প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সঞ্জয়। সেই সময়ই ওই ঘটনা ঘটে। এরপর দশের পাতায়

সন্ধ্যা হলেই নেশার আসর, ক্ষুব্ধ জোরপাটকি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৯ অগাস্ট : আতঙ্কে কাঁপছে মাথাভাঙ্গার জোরপাটকি। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে লোহার শাবলের আঘাতে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় বর্মনকে। সিসিটিভি ক্যামেরায় বারবার আঘাত করার ছবি দেখে এলাকাবাসী নিশ্চিত, হামলাকারীরা নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন সঞ্জয়। মাথায় আঘাতের পর সঞ্জয় লুটিয়ে পড়ার পরেও একাধিকবার তাঁর মুখে ও মাথায় লোহার শাবলের আঘাত করে হামলাকারীরা।

জোরপাটকি পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে রাতভর নেশার আসর বসা নতুন কিছু নয়। বহুদিন ধরেই স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঝরাত পর্যন্ত মদের আসর চলে, সঙ্গে গালিগালাজ আর বচসা। এই নিয়ে বহুবার ক্ষোভ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান পরেশচন্দ্র বর্মনের বাড়ি সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে হলেও পরিস্থিতি বদলাতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে তৃণমূলের অন্দরেও। আইএনটিটিইউসি নেতা আলিজার রহমানের সোজাসাপটা বক্তব্য, 'প্রধান চাইলে আগেই আড্ডা বন্ধ হত, আর সঞ্জয় আজ বেঁচে থাকত।'

ব্যবসায়ীরাও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। স্থানীয় দোকানদার মনোরঞ্জন বর্মনের অভিযোগ, রাত ন'টার পর দোকান খোলা রাখা যায় না। এরপর দশের পাতায়

মৃন্ময়ীকে আদল দিতে ব্যস্ত শিল্পী। শুক্রবার শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

রাজ্য রাজনীতিতে বেনজির

কংগ্রেস দপ্তরে বিজেপির হামলা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : খাস কলকাতায় কোনও দলের রাজ্য দপ্তরে বেনজির হামলা। প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দপ্তর বিধান ভবনে বিজেপির পতাকা হাতে হামলা করে একদল লোক। কংগ্রেসের পতাকায় আগুন দেয়। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ দলের সর্বভারতীয় নেতাদের ছবিতে কালি লেপে দেওয়া হয়। দপ্তরে উপস্থিত কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা আক্রান্ত হন। সমাজমাধ্যমে লাইভ করতে করতে ওই হামলা চলে। অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-ঘনিষ্ঠ যুবনেতা রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে হামলাটি হয়েছে।

জেলা স্তরে কিংবা গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন দলের দপ্তরে ভাঙচুর, হামলার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু কলকাতায় রাজ্য দপ্তরে এমন হামলার নজির নেই। রাজনৈতিক সৌজন্য হারিয়ে এই হামলা নিয়ে তাই বিভিন্ন স্তরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ঘটনাটি কংগ্রেসকেও ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। প্রদেশ নেতৃত্ব থেকে দূরত্ব থাকলেও হামলাকারীদের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী।

তাঁর ভাষায়, 'কোনও মস্তানি বরদাস্ত করব না। প্রয়োজনে পালটা ঘেরাও হবে। প্রদেশ কমিটির সদর দপ্তর কংগ্রেসের দলীয় পরিচয় বহন করে। সেখানে আক্রমণ হলে কংগ্রেস কর্মীরা একজোট হয়ে মোকাবিলা করবেন। দরকার হলে পাহারা দেওয়া হবে। সতর্ক থাকো বিজেপি। বাংলায় একতরফা কিছু হবে না।'

বিহারে কংগ্রেসের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'র মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে কুমন্তব্য করার অভিযোগ ওঠায় প্রতিবাদ জানাতে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে এই ভাঙচুর রাজ্য রাজনীতিতে বিরল ঘটনা। এর আগে কবে কোনও রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তরে হামলা হয়েছে, তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না। ঘটনার পর প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে পৌঁছে দেখা যায়, বাইরে রাহুল গান্ধির কাটআউটে কালি লাগানো।

পুলিশ জায়গাটি ব্যারিকেড করে দিয়েছে। পাশেই দগ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল কংগ্রেসের পতাকা, টায়ার। সেই জায়গায়তেও পুলিশের 'ডু নট ক্রস দ্য লাইন' মার্ক করা ফিতে লাগানো। প্রদেশ অফিসে ঢুকে বাঁদিকেই পরপর সাজানো থাকে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ছাড়াও রাহুল গান্ধি, কেসি বেণুগোপাল, গোলাম আহমেদ মির, দীপা দাশমুন্সি, অধীররঞ্জন চৌধুরী, প্রদীপ ভট্টাচার্যের কাটআউট। সেগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

হামলায় কালিমালিপ্ত রাহুল গান্ধির ছবি। -সংবাদচিত্র

ওই সময় কংগ্রেস দপ্তরে কোনও সিনিয়ার নেতা ছিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এসে গাড়ি থেকে নেমে পুলিশের সঙ্গে এরপর দশের পাতায়

ম্যানেজার সাসপেন্ড

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : চাপে পড়ে ৪৭ লক্ষের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কাঞ্চন নিয়োগীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিল কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ধারাবাহিকভাবে ওই কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ্যে এনেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তারপরই শুক্রবার তড়িঘড়ি বোর্ড অফ ডিরেক্টরের বিশেষ বৈঠক ডাকেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। ওই বৈঠকেই কাঞ্চনকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এখনই ওই ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ। আর্থিক তছরুপ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কেন এফআইআর করা হবে না সেই প্রশ্নে নতুন করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

ব্যাংকে বসেই প্রতারণার ফাঁদ পেতে গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন কাঞ্চন। কখনও ভুয়ো স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে সেই গোষ্ঠীর নামে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, কখনও ভুয়ো ক্যাশ সার্টিফিকেট দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া, কখনও গ্রাহকের টাকা ব্যাংকের তহবিলে জমা না দিয়ে নিজের পকেটে ঢোকানো, এভাবেই নানা কায়দায় দীর্ঘদিন ধরে দু'হাতে টাকা লুটেছেন কাঞ্চন। প্রাথমিক তদন্তে শুধু হলদিবাড়ি ও জামালদহ শাখাতেই দুর্নীতির অঙ্ক ৪৭ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসায় চাপে পড়েছে তৃণমূল পরিচালিত ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টর। তাই কাঞ্চনকে সাসপেন্ড করা ছাড়া উপায় ছিল না তাদের।

সমবায় ব্যাংকে হাপিস ৪৭ লক্ষ

প্রতারণার ফাঁদ ম্যানেজারের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সিদ্ধার্থর বক্তব্য, 'আমরা গোটা বিষয়টি রাজ্য সমবায় দপ্তরে পাঠিয়ে বিভাগীয় তদন্ত করতে বলব। বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট পেলেই আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। ততদিন সাসপেন্ড থাকবে কাঞ্চন।' ইতিমধ্যেই কাঞ্চন তছরুপের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে এবং গ্রাহকদের ফেরত দিয়েছেন বলেই জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ। এরপর দশের পাতায়

আজই দাগিদের তালিকা প্রকাশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : যে কাজটি আটকে ছিল মাসের পর মাস, সুপ্রিম কোর্টের ধাক্কায় একদিনের মধ্যে তার সুরাহা হল। 'অযোগ্য' চিহ্নিত করে ২০১৬ সালে নিযুক্ত শিক্ষকদের তালিকা শনিবার প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। ওই তালিকা প্রকাশের জন্য বৃহস্পতিবার ৭ দিন সময় দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবারই আদালতে দাঁড়িয়ে এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই তালিকা জানিয়ে দেওয়া হবে।

এসএসসি'র ওয়েবসাইটে তালিকাটি দেখা যাবে। আগামী ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত দিনেই এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষা হবে বলে জানিয়ে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার ফের নির্দেশ দেয়, 'দাগি' অযোগ্যরা যাতে কোনওভাবেই পরীক্ষায় না বসতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে এসএসসিকেই।

পরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই আমরা এসএসসিকে কাজ করতে বলব। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গাইডলাইন দেবেন, সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।' মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা আগেই প্রকাশ করা উচিত ছিল। এখন প্রকাশ করলে আরও কত তথ্য বেরিয়ে আসবে দেখা যাক।'

স্কুল সার্ভিস কমিশনের হিসাবে বরখাস্ত শিক্ষকদের মধ্যে অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিতের সংখ্যা প্রায় ১,৯০০। যোগ্য শিক্ষকদের তরফে শুক্রবার শুনানিতে আন্দোলনকারী নেতা চিন্ময় মণ্ডল বক্তব্য রাখতে চাইলে তাঁকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতিরা বলেন, আদালত সমাবেশের মঞ্চ নয়। চিন্ময়ের উদ্দেশে বিচারপতি শর্মাকে বলতে শোনা যায়, 'আপনি কি মামলা করেছেন? পিছনে গিয়ে বসুন। এটা কোনও গণমঞ্চ নয়।'

তবে ফের তিনি স্পষ্ট করে

এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত দিনেই

বলে দেন, 'অযোগ্য বলে চিহ্নিত একজনও পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য বলেন, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই। রাজ্য প্রমাণ করে দিল এটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'সরকারের টালবাহানার কারণে যোগ্য প্রার্থীদের ভুগতে হচ্ছে। বর্তমান ছাত্রসমাজ এটা জানল যে, শিক্ষকরা ঘুষ দিয়ে চাকরি পান।'

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'প্রশাসনিক ও আইনি বিষয় বলে এনিয়ে মন্তব্য করব না।' এরপর দশের পাতায়

অস্থিরতার জেরে চিলাহাটি বন্ধে আঁধারে মিতালি

বছরখানেক আগে ভারত-বাংলাদেশের স্থলবন্দর দিয়ে যাত্রা বন্ধ হওয়ায় মিতালি এক্সপ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের চিলাহাটি স্থলবন্দর বন্ধের ঘোষণায়।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : ট্রেনের কু-ঝিকঝিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাঙাচোরা কামরার জানলাগুলোর শব্দ ফাঁকা মাঠের অন্যপ্রান্ত থেকেও শোনা যাচ্ছিল। ঢাকা থেকে অনবরত ঝাঁকুনিতেও কামরায় জমা পুরু আস্তরণের ধুলো তখনও উড়ে যায়নি। ২০২৪-এর ১০ ডিসেম্বর ভগ্নহৃদয়ে বন্ধুত্বের ট্রেন যখন হলদিবাড়ির খালপাড়া সীমান্তের ফটক পার হচ্ছিল তখনই মিতালির ভাগ্যরেখায় অনিশ্চয়তার দাগ পড়েছিল। বছরখানেক আগে বন্ধ হওয়া দরজা শুধু মিতালির ভবিষ্যৎ লেখেনি, লিখেছিল ভারত-বাংলাদেশের বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লেখা হল বৃহস্পতিবার, বাংলাদেশের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের চিলাহাটি স্থলবন্দর বন্ধ করে দেবার ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কোচবিহারের হলদিবাড়ি সীমান্তের ওপারে থাকা নীলফামারির ডোমার উপজেলার ওই বন্দর বন্ধের ঘোষণা দুই দেশের বহু মানুষের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

আশায় জল ঢেলে দিল।

চিলাহাটি বন্ধের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নর্থবেঙ্গল এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ব্রিজকিশোর প্রসাদ। তাঁর কথায়, 'ওই বন্দর বন্ধে এখনই কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে আমাদের যাবতীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভেস্তে গেল বলা যায়। একটি বন্দরকে কার্যকর করতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়। দিল্লি, ঢাকায় দফায় দফায় দাবির পর মিতালি চালু করা গিয়েছিল। সেই ট্রেনটিও হয়তো আর চলবে না।

উদ্বোধনী যাত্রায় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার মুহূর্তে। মিতালি এক্সপ্রেসের ফাইল চিত্র।

বাংলাদেশ অনেক বড় ভুল করল।' হতাশ হলদিবাড়ি পাসপোর্ট হোল্ডার সমিতির কর্মকর্তারাও। সমিতির সদস্য লুৎফর রহমানের বক্তব্য, 'মিতালি চালুর পর আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হলে হলদিবাড়ির আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত ছিল। সেসব বোধহয় আর হবে না।'

তবে শুধু চিলাহাটি নয়, চুয়াডাঙ্গার দৌলতগঞ্জ ও রাঙামাটির তেগামুখ স্থলবন্দরও বন্ধ করে দিচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া হবিগঞ্জের বাল্লা স্থলবন্দরের কার্জকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার কথাও ঘোষণা করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের উপদেষ্টামণ্ডলী। ওই চার বন্দর দিয়েই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য, যাতায়াত চালু ছিল। এরপর দশের পাতায়

Corrigendum for
eNIT No.- 03(e)/EO/K-I PS of 2025-2026, Date- 11.08.25 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 02.09.2025 upto 18:00 hours.
E.O, Kaliachak-I PS, Malda.

চেক হস্তান্তর এলআইসির

নিউজ ব্যুরো

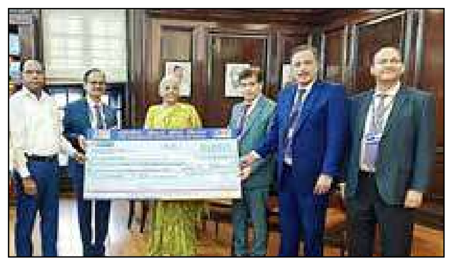

২৯ অগাস্ট : শুক্রবার এলআইসির সিইও ও এমডি আর দুরাইস্বামী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের হাতে ৭,৩২৪.৩৪ কোটি টাকার লভ্যাংশের চেক তুলে দেন। এই অর্থটি শেয়ার অনুযায়ী ভারত সরকারের লভ্যাংশের অংশ। গত ২৬ অগাস্ট অনুষ্ঠিত এলআইসির বার্ষিক সাধারণ সভায় লভ্যাংশটি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। ৬৯তম বর্ষে পড়া এলআইসির ৩১/০৩/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সম্পদভিত্তি দাঁড়িয়েছে ৫৬.২৩ লক্ষ কোটি টাকা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের আর্থিক পরিষেবা দপ্তরের সচিব নাগারাজু এম, যৌথ সচিব ডঃ প্রশান্তকুমার গোয়েল। এলআইসির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সত পাল ভানু (এমডি), দিনেশ পান্ত (এমডি), রত্নাকর পট্টনায়েক (এমডি), জেপিএস বাজাজ (জেডএম-উত্তরাঞ্চল) প্রমুখ।

Corrigendum Notice
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-40/2025-26 Memo No.:- 1896/JM Dated: 11/08/2025
Tender ID : 2025_MAD_889546_1
The above mentioned tenders date and time extension due to insufficient bidder participant, so time extension may be allow further 7(seven) days.
Bid submission closing date: 05/09/2025 at 6.55 P.M.
Bid opening date : 08/09/2025 at 11.30 A.M.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

অ্যাফিডেভিট

I, Pradip Ghosh S/O- Late Dulal Ghosh resident of Rupsingh Jote, P.O. & P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling by physical affidavit before the LD. Judicial Magistrate 1st Class 4th Court at Siliguri Sl. No. 4382 on 28th August 2025 that Pradip Kr. Ghosh & Pradip Ghosh is the same one identical person i.e. myself. (C/117941)

কর্মখালি

হোমিওপ্যাথি হোলসেল ঔষুধের দোকানে কাজের জন্য শিলিগুড়ি লোকাল ছেলে চাই। সুভাষপল্লি। (M) 7602342529. (C/117939)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Biltu Kundu, আমার কিছু নথিপত্রে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 22/12/22 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Biplob Kundu থেকে Biplab Kundu নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118035)

•

আমি Smt. Soma Sen, Amit Sen এর স্ত্রী, বয়স প্রায় ৩৯ বছর, সূর্য শিখা মোড়, হায়দারপাড়া, SMC, ভক্তি নগর, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করি, আমার আসল/সঠিক নাম Soma Sen, যা আমার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডে সঠিকভাবে লেখা/লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমার বিবাহের শংসাপত্রের ক্রমিক নং 75/08 যেখানে আমার নাম Soma Sen এর পরিবর্তে Soma Sen Chowdhury হিসাবে লেখা/লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমার জন্ম শংসাপত্র নং 1819, যেখানে আমার নাম Soma Sen পরিবর্তে Soma Chowdhury হিসেবে লেখা হয়েছে। সেই Soma Sen, Soma Sen Chowdhury এবং Soma Chowdhury 18/08/2025 তারিখে জলপাইগুড়ির Ld.এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটে অ্যাফিডেভিট (নং- 11AC 84254) করে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/117934)

কর্মখালি

Wanted a A/T Graduate in work education (UR) in maternity leave Vacany upto 27.12.2025. Apply to the secretary. Patkidaha Islamia High Madrasah (H.S.), P.O.- Patkidaha Dt- Jalpaiguri within 10.9.2025. Secretary. (A/B)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 3718 4080 5644 এবং আমার ছেলে Ominur Rahaman-এর জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 308 তাং 23-09-2003 আমার নাম ভুল থাকায় গত 27-8-25, J.M. Ist Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Fajlu Rahman, Fazlu Rahaman এবং Fazirul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চড়কের কুঠী, টাপুরহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117179)

•

জন্ম শংসা পত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ২৬.৮.২০২৫ তাং J.M. 2nd Class কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Bappa Debnath এবং Bappya Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/117461)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 12.08.2025 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Rafikul Haque করা হইল। Rafikul Haque এবং Md. Ashibul Hoque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C117459)

•

I, declare by affidavit on 29.8.25 before E.M. Court, Jalpaiguri that I, Pamela Bhowmick and Pamela Bhowmick(Chanda) is the same and one identical person. (C/117465)

•

By affidavit on 29.08.25 before E.M. court, Jalpaiguri I declare that Madhumita Majumder and Madhumita Bose Majumder is the same and identical person. (C/117466)

•

আমি Smt. Rina Barman, আমার মেয়ের আধার কার্ডে তার নাম ভুল থাকায় গত 25/08/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (মেয়ে) Shanaha Barman থেকে Sneha Barman নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118036)

বার্ষিক প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৯২ অফ ২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** এডিইএন/II/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে এক (১) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে হিল কুইন, আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্রাম গৃহ, এমডিডিটিআই ছাত্রাবাস, অধীনস্থ আধিকারিকদের বিশ্রাম গৃহের বার্ষিক প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান এবং হিল কুইন, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্রাম গৃহ এবং উদ্যান কৃষির মেরামত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, ডিআরএম/লামডিংয়ের কার্যালয় পরিসর, মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয়, বিবেকানন্দ রেলওয়ে স্টেডিয়াম, রক্ষিত নার্সারি, রোড রোটেরিজ, আধিকারিকদের বাংলো, সেবা ভবন আদির সৌন্দর্যবর্ধন সেবা এবং উন্নয়নমূলক কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৯৯,৫৮,১৮৫.২০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪৯,৮০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভারত মশলার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

কটক, ২৯ অগাস্ট : সম্প্রতি বারাং রামদাসপুরের ভারত মশলা কোম্পানি প্রাঙ্গণে জয় ভারত ফাউন্ডেশন ভারত মশলার প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজন করেছিল। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস খুঁটিয়া। বন্দরগুলোতে পরিকাঠামোর অভাবে ভারত মশলা বিদেশে পৌঁছাতে পারে না। এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন সাংসদ। সুরেন্দ্রনাথ পান্ডা এবং সুশান্তকুমার পান্ডার ভারত মশলা আজ একটি ব্র্যান্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনা অতিমারি কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ওড়িশার মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এই কোম্পানি।

২০২৬-এ আইপিও ছাড়ার পরিকল্পনা জিও'র

নিউজ ব্যুরো

২৯ অগাস্ট : দেশের বৃহত্তম টেলিকম অপারেটর সংস্থা, রিলায়েন্স জিও, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে বাজারে তাদের ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। শুক্রবার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি কোম্পানির বার্ষিক শেয়ারহোল্ডার মিটিংয়ে একথা জানিয়েছেন।

মুকেশ আম্বানি বলেন, 'আইপিও ফাইল করার জন্যে আমাদের যা যা করা প্রয়োজন, তা আমরা করছি। আশা রাখছি, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়ে যাব।'

জিও বর্তমানে তাদের দশম বছরে প্রবেশ করেছে এবং ৫০ কোটি ব্যবহারকারীর সংখ্যা অতিক্রম করেছে। জিওর আসন্ন আইপিও তার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের মতোই বাজারে সমান প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদী আম্বানি। 'আমি নিশ্চিত যে, এটি সব বিনিয়োগকারীর জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুযোগ হয়ে উঠবে', বলেন আম্বানি। পাশাপাশি তিনি এও আশ্বাস দেন যে, ভবিষ্যতের জন্য জিও'র পরিকল্পনা হবে 'আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী'।

অনুষ্ঠানে আম্বানি জানান, অতীতে জিও কাজের মাধ্যমে অকল্পনীয় সমস্ত সাফল্য অর্জন করেছে। গোটা দেশে জিও'র ফাইভ জি'র প্রসার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে।

এবিষয়ে তিনি বলেন, 'এই সাফল্যগুলি প্রমাণ করছে, জিও'র আর্থিক কার্যক্ষমতা প্রতি বছর নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে জিও'র আয় হয়েছে ১,২৮,২১৮ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এই সাফল্য প্রমাণ করে, বর্তমান বিশ্বে জিও'র মূল্য কতটা বিপুল।'

ইনোকুলাম এবং ট্রলি পরিবহন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-৪২, তারিখ : ২৭-০৮-২০২৫। টেন্ডার নং.ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-৪২। **কাজের নামঃ** কামাখ্যা থেকে ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়ায় এক বছর সময়ের জন্য লোডিং এবং আনলোডিং-এর সাথে ইনোকুলাম পরিবহন এবং নিউ তিনসুকিয়া থেকে ডিবিডব্লিউএস-এ কনডেমেন্ড কোচের ট্রলিগুলির একবারের পরিবহন এবং নিউ তিনসুকিয়ায় লোডিং। **কাজের স্থানঃ** ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, কামাখ্যা। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৪,৫৪,৮৭১.৫২ টাকা। বায়নার মূল্যঃ ১,৬৯,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ** ১৭-০৯-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৭-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-০৮-২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি -০৮-২৫-২৬। কাজের নামঃ** মার্ড উন্নতকরণ কাজের বিপরিতে বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ডের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ- নিউ বানেশ্বর, নিউ আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা, শ্রীরামপুর অসম এবং গোসাইগাঁও হাট য়ার্ড। **টেন্ডার রাশিঃ** ১১,৯৪,৮৪৫.৪০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২৩,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৮-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, এপি এন্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এবং নারেঙ্গীর মধ্যে উৎসব স্পেশাল ট্রেন
দশেরা, দীপাবলী এবং ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী **এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এবং নারেঙ্গীর (টিওডি)** মধ্যে স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬৫৫৯/০৬৫৬০ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ট্রেন নং. 06559 এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০২-০৯-২০২৫ থেকে ২৫-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক মঙ্গলবার)
ট্রেন নং. 06560 নারেঙ্গী থেকে ০৬-০৯-২০২৫ থেকে ২৯-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
মঙ্গল	—	২৩.৪০	↓ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	০৯.৪৫	—	সোম
বুধ	০৩.৩০	০৩.৩৫	কাটপাডি জং.	০৪.৪৫	০৪.৫০	সোম
বুধ	১৯.৫৫	২০.০০	বিজয়নগরম জং.	১৩.৫৫	১৪.০০	রবি
বৃহস্পতি	১৬.৩৫	১৬.৪৫	মালদা টাউন	১৯.০০	১৯.১০	শনি
বৃহস্পতি	১৮.৫৩	১৮.৫৫	কিষানগঞ্জ	১৫.৪০	১৫.৪২	শনি
বৃহস্পতি	২০.২৫	২০.৩৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৪.২৫	১৪.৩৫	শনি
বৃহস্পতি	২২.৩০	২২.৪০	নিউ কোচবিহার	১১.৩০	১১.৪০	শনি
শুক্র	০১.২০	০১.৩০	নিউ বঙাইগাঁও	০৯.৪৫	০৯.৫৫	শনি
শুক্র	০৩.০৮	০৩.১০	রঙিয়া জং.	০৭.১৬	০৭.২১	শনি
শুক্র	০৪.১০	০৪.১২	কামাখ্যা জং.	০৬.৩০	০৬.৩২	শনি
শুক্র	০৪.২৫	০৪.৪০	গুয়াহাটি	০৬.০০	০৬.১৫	শনি
শুক্র	০৫.০০	—	নারেঙ্গী ↑	—	০৫.৩০	শনি

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ কৃষ্ণরাজপুরম, বাঙ্গারপেট জং., জোলারপেট্টাই জং., রেনিগুন্টা জং., গুডুর জং., ওঙ্গোল, বিজয়ওয়াড়া জং., রাজামুন্দ্রী, দুভাদা, সিমহাচলম নর্থ, কোত্তভালসা, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, ব্রহ্মপুর, খুর্দা রোড জং., ভুবনেশ্বর, কটক, ভদ্রক, বালাসোর, খড়্গপুর জং., অন্দুল, দানকুনি, বর্ধমান জং., বোলপুর শান্তিনিকেতন, রামপুরহাট, নিউ ফারাক্কা জং., বারসুই, আলুয়াবাড়ী রোড, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ আলিপুরদুয়ার ও বরপেটা রোড।
গঠনঃ এসি-২ টিয়ার (এক), এসি-৩ টিয়ার (চার), শয়ন শ্রেণি (আট), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (ছয়) ও এসএলডি/ডি (দুই) = ২১টি কামরা।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৫৩ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৫-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনের নিউ জলপাইগুড়িতে অফিসার রেস্ট হাউস কাঞ্চনজঙ্ঘার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯২,৬৯,৩৩০.১৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৪৬,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনের ঘ্লুড জয়েন্টের আইএনএসআইটিইউ ফেব্রিকেশনের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্টের ম্যানুয়াল পুনর্নবীকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৬,৯৩,০৩০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৪৮,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মালবাজার স্টেশনে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মালবাজার স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা, সি-এপি-পার্ক-এমএলবিজেড		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএম-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মালবাজার স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চারচাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৯-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১১-০৯-২০২৫ তারিখে ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল
মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হাওড়া ও লামডিং-এর মধ্যে পূজা স্পেশাল ট্রেন
আসন্ন পূজা, দীপাবলী ও ছট-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৩০০৫/০৩০০৬ হাওড়া-লামডিং-হাওড়া স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক)** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলবেঃ

হাওড়া-লামডিং স্পেশাল			(০৩০০৫) (০৩০০৬)	লামডিং-হাওড়া স্পেশাল		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শুক্র	—	০৭.১৫	↓ হাওড়া	১২.৩০	—	রবি
শুক্র	১১.০০	১১.০৫	আজিমগঞ্জ	০৭.১৫	০৭.২০	রবি
শুক্র	১৪.৪০	১৪.৫০	মালদা টাউন	০৪.৫০	০৫.০০	রবি
শুক্র	১৯.১০	১৯.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	০০.৩০	০০.৪০	রবি
শনি	০৩.৫০	০৪.০০	গুয়াহাটি	১৫.৩০	১৫.৪০	শনি
শনি	০৮.০০	—	লামডিং ↑	—	১১.০০	শনি

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফরাক্কা জং., কুমেদপুর, বারসোই, কিষাণগঞ্জ, আলুয়াবাড়ী রোড, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, কোকরাঝাড়, নিউ বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়া টাউন, কামাখ্যা, জাগী রোড, চাপরমুখ, হোজাই এবং লংকা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ হাওড়া থেকে ০৩০০৫ঃ** ২৬/০৯/২০২৫, ০৩/১০, ১০/১০, ১৭/১০, ২৪/১০, ৩১/১০/২০২৫, ০৭/১১, ১৪/১১, ২১/১১ ও ২৮/১১/২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) = ১০ ট্রিপ এবং **লামডিং থেকে ০৩০০৬ঃ** ২৭/০৯/২০২৫, ০৪/১০, ১১/১০, ১৮/১০, ২৫/১০/২০২৫, ০১/১১, ০৮/১১, ১৫/১১, ২২/১১ ও ২৯/১১/২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ১০ ট্রিপ। **গঠনঃ** এসি ৩-টিয়ার-৪, স্লিপার শ্রেণী-১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) ৬ এবং এসএলআরডি-২=২২ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
নং. সিসিও-ই-অকশন (ওপেনড অন ১৫.০৯.২০২৫) তারিখ : ২৭.০৮.২০২৫
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা - ৭০০০১৪কর্তৃক চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য আইআরইপিএস পোর্টালের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিশদ নিম্নরূপঃ **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৬; বিডের ধরন ঃ** সাধারণ নিলাম (একক পর্যায়); **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লটের জন্য) ঃ** ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা; **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ১০ মিনিটে; **প্রশাসনিক ইউনিট জোন ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল/পূর্বরেলওয়ে; **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ ঃ** ৩০ মিনিট; **পরবর্তী লটগুলির বন্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময় ঃ** ১০ মিনিট; **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণঃ** ১০ গুণ। **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ মেয়াদ ঃ** ১২০ সেকেন্ড; **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ২৭.০৮.২০২৫ দুপুর ২ টো ৫৯ মিনিটে; **বিবরণ ঃ** এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); **দরহার ঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্সিং ফি; **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** ০.২; **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১০ %; **এসইকিউ. নং.; লট নং; বিভাগ; ট্রিপ/দিন এবং বন্ধের তারিখ ও সময়** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** ১২৫১৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে। **এএ/২;** ১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৩;** ১৩১৬৭- এসএলআর- আর১-কেওএএ-এজিসি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৪;** ১৩১৪৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-আরডিপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা। **এএ/৫;** ১২৩১৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-১ (পার্সেল- এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। **এএ/৬;** ১৩১৩৭- এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ২০ মিনিটে। **এএ/৭;** ১৫০৪৭-এসএলআর-এফ১- কেওএএ- জিকেপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৪১৭; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে। **এএ/৮;** ১৩১৬৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এজিসি-২৫-২ (পার্সেল- এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৯;** ১২৩৭৭- এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ৫০ মিনিটে। **এএ/১০;** ১২৩৪৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল- এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **এএ/১১;** ১২৩৭৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-জেএটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ১০ মিনিটে। **এএ/১২;** ২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ ২ টো ২০ মিনিটে। **এএ/১৩;** ... (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ৩০ মিনিটে। **এএ/১৪;** ... তারিখ দুপুর ২ টো ৪০ মিনিটে। **এএ/১৫;** ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ৫০ মিনিটে। **এএ/১৬;** ১৩১৬৩- এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৫২২; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **এএ/১৭;** ১৩১০৫-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ-বিইউআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে ১০মিনিটে।
(SDAH-187/2025-26)
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০০৭/২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম. নং.ঃ১; টেন্ডার নং ঃ এনজে২৫৫১৬৯;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ১৭-০৯-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ০১ বছর ধরে ডিজেল লোকো শেড শিলিগুড়ির এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভে আইপি ভিত্তিক ভিডিও নজরদারি ব্যবস্থা। **পরিমাণ ঃ** ২১৯টি।
প্রেরক ঃ- এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর।
দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের দর জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই খুঁজতে, পাত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৩১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৮৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৮৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিবিসি নাকলের ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং (এমপিটি)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১২-এমপিটি-এনজেপি-২৫, তারিখ: ২৭-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; কাজের নাম : নিউ জলপাইগুড়িতে- ২ বছরের জন্য আরওএইচ ডিপোতে সিবিসি নাকলের ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং (এমপিটি)। টেন্ডার মূল্য: ২৯,৯৭,১৮০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৬০,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৮-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

আজ টিভিতে

হঠাৎ কী কারণে কমলিনীর বিরুদ্ধে চলে গেল মিঠি?
চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৩০ সবুজ সাথী, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, সন্ধে ৭.৩০ প্রেমী, রাত ১০.০৫ গয়নার বাক্স
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ আলো, দুপুর ১.০০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.১৫ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.৩০ বাংলার বধূ, রাত ১০.৪৫ আমার মায়ের শপথ
জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, দুপুর ২.৩০ মঙ্গলদীপ, রাত ১১.০০ বস-বর্ন টু রুল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জ্যোতি
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ মঞ্জুলিকা রিটার্নস-টু, বিকেল ৩.০০ যশোদা, ৫.০০ মধাগজা, রাত ৮.০০ ভোলাশংকর, ১০.৩০ রবার্ট
জি বলিউড : বেলা ১১.৪৩ মাওয়ালি, দুপুর ২.২৬ রোটি কপড়া অওর মকান, বিকেল ৫.৩৪ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি, রাত ৮.০০ মিস্টার ইন্ডিয়া, ১১.১৬ আশিক
জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.৪৬ ইন্দ্রজিৎ, বিকেল ৩.৪৬ শেষনাগ, সন্ধে ৭.০০ রাজপুত, রাত ১০.৩৪ বারুদ
এমএনএক্স : বিকেল ৩.০৫ মিররস, ৪.৫৫ লেট মি ইন, সন্ধে ৬.৪৪ আ কিয়োর ফর ওয়েলনেস, রাত ৯.০০ ননস্টপ, ১০.৪৮ দ্য ট্রান্সপোর্টার রিফুয়েলড
স্টার মুভিজ এইচডি : বিকেল ৩.৪৫ ফাদার অফ দ্য ব্রাইড, ৫.৩০ ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অফ ম্যাডনেস, সন্ধে ৭.৩০ টেকেন-টু, রাত ৯.০০ টাইটানিক

চিংড়ির কোফতাকারি রান্না শেখাবেন কেয়া সামন্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

টাইটানিক রাত ৯.০০
স্টার মুভিজ এইচডি

আমি শুধু চেয়েছি তোমায় বিকেল ৪.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন আনন্দে কাটবে। বহুদিনের কোনও বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বাড়ির সমস্যা মিটবে। **বৃষ :** নিকট কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। ব্যবসায় আর্থিক বাধা কাটবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। **মিথুন :** জমি কিনে লাভবান হবেন। বাড়ির কোনও পুরোনো সম্পদ নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **সিংহ :** খুব সামান্য কথা নিয়ে পরিবারে অশান্তি লাগতে পারে। প্রেম নিয়ে সমস্যা কেটে যাবে। বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। **কন্যা :** বিভিন্ন সূত্রে আয়ের পথ সুগম হবে। পায়ের হাড়ে চোট লাগার সম্ভাবনা। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ। **তুলা :** যাচাই না করে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সর্দিকাশিতে ভোগান্তি চলবে। **বৃশ্চিক :** সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে আশানুরূপ ফল লাভে বাধা। চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবে। **ধনু :** ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চাপ কমবে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা ভিনরাজ্যে রপ্তানির বরাত পেতে পারেন। **মকর :** দাম্পত্য ক্ষেত্রে সামান্য অশান্তি হলেও আপনার বুদ্ধিবলে তা মিটে যাবে। সন্ধের পর সুখবর পাওয়ার আশা। **কুম্ভ :** শারীরিক কোনও সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। **মীন :** বাড়ির কোনও কাজ নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৮ ভাদ্র, ৩০ অগাস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ, সংবৎ ৭ ভাদ্রপদ সুদি, ৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৬। শনিবার, সপ্তমী রাত্রি ৮।৯। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১।৩২। ইন্দ্রযোগ দিবা ৩।১৮। গরকরণ দিবা ৭।৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৬।৫৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১।৩২ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১।৩২ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৮।৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি- ৬।৫৫ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৭ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৫।৫৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।২১ মধ্যে ও ৩।৫৫ গতে ৫।২১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুজো এসেছে আবার আমিই শোস্টপার
শোস্টপার কালেকশন
₹149 থেকে শুরু
STYLE BAAZAR
ALL ABOUT FASHION
পুজোর সেরা সাজ
PRIORITY
₹299-এ
ডাফেল ব্যাগ
₹2499 শপিং করলেই
MRP 1499
cello
₹399-এ
ডিনার সেট
₹4999 শপিং করলেই
MRP 1899
TRAWORLD
₹1499-এ
হার্ড ট্রলি
₹9999 শপিং করলেই
MRP 6999
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।
CELEBRATING 250 STORES
Brands Available
FOR MEN
square up
WALSEY
KIRTLE
FOR LADIES
Amaya
Miss 19
FOR KIDS
Miss 12
dozo
FOR HOME
HOME FOCUS
5% EXTRA CASHBACK
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 15 Aug - 02 Oct 2025. T&C Apply.
আজ শুভ উদ্বোধন হাওড়া ময়দান-এ (দ্বিতীয় স্টোর, জি. টি. রোডে)। আমরা এখন রায়গঞ্জ-এ মোহনবাটিতে (দ্বিতীয় স্টোর) ও বর্ধমান-এ পুলিশ লাইন বাজারে (দ্বিতীয় স্টোর)
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা। রায়গঞ্জ। রতুয়া। শিলিগুড়ী
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল • গড়িয়াহাট • বাগুইআটি • বেহালা • মেটিয়াবুরুজ • মেট্রো সিনেমা হল • লিন্ডসে স্ট্রিট • ঠাকুরপুকুর • হাতিবাগান)। খড়গপুর। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর
বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ
রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

দোকানের ছাদ ভেঙে জখম দম্পতি

বক্সিরহাট, ২৯ অগাস্ট : শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তল্লিগুড়ি গ্রামের বাজার এলাকায় একটি দোকানের ছাদ শুক্রবার ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় এক দম্পতি গুরুতরভাবে আহত হন। এই ঘটনায় রাসমোহন সাহার কানে এবং মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। রাসমোহনের স্ত্রী গীতার গোড়ালিতে আঘাত লাগে। স্থানীয়রা আহত দম্পতিকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরবর্তীতে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ওই দম্পতিকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা।

ছাদ ভেঙে পড়ায় একটি অদ্ভুত ঘটনা সামনে আসে। এই দোকানের ছাদ ঢালাই করতে লোহার রডের বদলে বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্যবসায়ী সুশান্ত শীল শর্মা বলেন, 'রাসমোহন নিজেই অবৈজ্ঞানিকভাবে ছাদ পিটিয়ে দোকানঘর তৈরি করেছিলেন। রাজমিস্ত্রি অথবা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়নি।' কয়েকদিন আগেও ছাদের একাংশ ভেঙে পড়েছিল বলেও তিনি জানিয়েছেন। বাজার কমিটির সম্পাদক অতুল মণ্ডল বলেন, 'বৃষ্টির জল জমে দোকানের ছাদ ভেঙে পড়েছে। অবৈজ্ঞানিকভাবে দোকানঘরটি তৈরি করা হয়েছিল। কীভাবে ওই ব্যবসায়ী দোকানঘরটি নির্মাণ করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। বিষয়টি আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনব।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা বাজার এলাকায় কীভাবে এক ব্যক্তি এইরকম অবৈজ্ঞানিকভাবে দোকানঘর তৈরি করেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাফাই দিতে গিয়ে শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনোরঞ্জন বাড়িয়া জানান, ব্যবসায়ীদের কাছে অভিযোগ পেয়ে আমি দোকানটি পরিদর্শন করেছি। বিষয়টি বিডিওকে জানিয়েছি।' এই প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জ-২'এর বিডিও দালাকি লামা বলেন, 'ঘটনাস্থলে ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠানো হবে।' বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক

দিনহাটা, ২৯ অগাস্ট : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দিনহাটা-১ ব্লকের খলিসা গোসানিমারি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সে সময় একটি টোটো থেকে একটি দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় নজর রাখা হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানোর সময় টোটো থেকে দেশি বন্দুক ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত হয়। গ্রেপ্তার করা হয় টোটোচালকের নাম দিলীপ বর্মন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করেন। এরপর ধাওয়া করে আটক করা হয় টোটোটিকে। অভিযান চালাতেই দেশি পিস্তল ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত হয়।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অস্ত্রটি। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। আর কেউ এই ঘটনায় জড়িত কি না, সেই বিষয়টিও জানার চেষ্টা করেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আহত চালক

দিনহাটা, ২৯ অগাস্ট : গোসানিমারির কাকিনা রোডে মালবোঝাই টোটো গর্তে পড়ে উলটে যায়। রাস্তাটি দীর্ঘদিন খানাখন্দে ভরা। প্রতিদিন দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। শুক্রবার সকালে মালবোঝাই টোটোটি গর্তে পড়ে যায়। জানা গিয়েছে, টোটোচালক আহত হয়েছেন। রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় মহলে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপরূপ।। ইসলামপুরের একটি গ্রাম আনসাদ চৌধুরীর ক্যামেরায়।

পরকীয়ায় পথের কাঁটা স্ত্রীকে 'খুন'

মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : পরকীয়ায় বাধা দেওয়ায় বধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ। খুনের পর দেহ ঘরে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা প্রমাণের চেষ্টা। মৃতের নাম পায়েল খাতুন (২৩)। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতের বাপের বাড়ির তরফে তাঁর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই অভিযুক্তরা ফেরার। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে তুফানগঞ্জ থানার দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

বছর তিনেক আগে চিলাখানার বাসিন্দা পায়েলের সঙ্গে সামাজিক নিয়মে বিয়ে হয় দেওচড়াই কালীগঞ্জের বাসিন্দা মিনারুল হকের। তাঁদের এগারো মাস বয়সি একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। বিয়ের সময় পায়েলের বাপের বাড়ি থেকে পণ হিসাবে ২০ হাজার টাকা ও সোনার গয়না দেয়। অভিযোগ, বিয়ের চার মাস পর পায়েল জানতে পারেন তাঁর স্বামীর অন্য এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টি শ্বশুরবাড়ির বাকি সদস্যদের জানালেও কেউ আমল দেননি।

মিনারুলের পরকীয়া নিয়ে সংসারে অশান্তি শুরু হয়। উলটে পায়েলের কাছে মোটা অঙ্কের টাকার দাবি করেন তাঁর স্বামী। টাকা দিতে অস্বীকার করায় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হত বলে অভিযোগ। কারণে-অকারণে মারধর করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। মিনারুল ও পায়েলের দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে গ্রামে বেশ কয়েকবার সালিশি সভাও হয়। পায়েলের বাপের বাড়ির সদস্যরা জানিয়েছেন, সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি মুখ বুজে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করতেন।

মৃতের দাদা ফজিদুল শেখ বলেন, 'বিয়ের কয়েক মাস পর বোনের বর পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। বোন বাধা দিয়েছিল। নানা অছিলায় মারধর করে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। ব্যবসার জন্যও বোনের কাছে টাকার দাবি করত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বোনকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মিনারুলের পরিবারের সদস্যরাই পায়েলকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই পায়েলের বাপের বাড়ি থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করলে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

> মেয়েকে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিবেশীদের কাছে খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে ছুটে এসে দেখি মেয়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। অথচ মেয়ের শ্বশুরবাড়ির কাউকে দেখতে পাইনি। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চাই।
>
> **একাদুল শেখ**
> *মৃতের বাবা*

মৃতের বাবা একাদুল শেখের কথায়, 'মেয়েকে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিবেশীদের কাছে খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে ছুটে এসে দেখি মেয়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। অথচ মেয়ের শ্বশুরবাড়ির কাউকে দেখতে পাইনি। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চাই।'

হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যরা।

চৈতির বাড়িতে

বক্সিরহাট, ২৯ অগাস্ট : শুক্রবার বিকেলে টাকোয়ামারিতে আক্রান্ত তৃণমূল নেত্রী চৈতি বর্মন বড়ুয়ার বাড়িতে আসেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলের পরে জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ চৈতির বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে দলের নবনির্বাচিত সভাপতি নিরঞ্জন সরকারের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এদিন রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'চৈতি আমাদের দলের প্রবীণ নেত্রী। গত পঞ্চায়েত নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচনে দল ভালো ফল করেছিল। রদবদলের পরেই দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাব।'

কর্মশালা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ অগাস্ট : কুষ্ঠরোগীদের চিহ্নিত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের আশাকর্মী ডালিয়া ঘোষ বলেন, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করে এই রোগীদের প্রথমেই হাসাপাতালে পাঠাতে পারলে সহজে কুষ্ঠ চিহ্নিত করে চিকিৎসা করা যাবে। আগামী ২ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর আমাদের এই কর্মসূচি চলবে।'

কর্মীসভা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ অগাস্ট : ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে কংগ্রেস। সেই উদ্দেশ্যে দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে শুক্রবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা বাজারের জুনিয়ার বেসিক স্কুল প্রাঙ্গণে একটি কর্মীসভার আয়োজন করে মেখলিগঞ্জ ব্লকের কংগ্রেস নেতৃত্ব। নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাকির হোসেন বলেন, 'আমাদের দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিধানসভা নির্বাচনের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।'

নেতার প্রয়াণ

মাথাভাঙ্গা, ২৯ অগাস্ট : প্রয়াত পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গণেশ অধিকারী। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। দুইবার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রধান ছিলেন তিনি। গণেশ অধিকারীর প্রয়াণে শোকাহত পরিবার ও দলের সদস্যরা।

ডেপুটেশন

মেখলিগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতে একাধিক দাবি নিয়ে স্মারকলিপি দিল এসইউসিআই(সি)। তাদের দাবি, ১০০ দিনের কাজ চালু, পানীয় জলের ব্যবস্থা। সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

গোরু পাচার রুখতে ব্যর্থতার মাশুল

ক্লোজ দুই এএসআই

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : তিস্তা নদীর পথ ধরে গোরু পাচারের ঘটনা ফের প্রকাশ্যে এল মেখলিগঞ্জে। বুধবার তিস্তার পানিয়ারচরে ২২টি গোরু বাজেয়াপ্ত করে বিএসএফ। এরপরই কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে শাস্তির মুখে পড়লেন দুই পুলিশ আধিকারিক। গোরু পাচার রুখতে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মেখলিগঞ্জ থানার দুই এএসআই প্রবীরকুমার রায় এবং বকুল মিয়াঁকে। বুধবারের ঘটনার পরে জেলা পুলিশ নড়েচড়ে বসেছে। কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রবীরকুমার রায় এবং বকুল মিয়াঁকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই এ প্রসঙ্গে এদিন বললেন, 'কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে বিভাগীয় তদন্ত চলছে। এর বাইরে কিছু বলার নেই।' অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তদন্ত চলছে

- বুধবার তিস্তার পানিয়ারচরে মেলে ২২টি গোরু
- বিএসএফের অনুমান, সেগুলোকে পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো করা হয়েছিল
- এরপরই মেখলিগঞ্জ থানার দুই এএসআই-কে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়

এভাবে তিস্তা চরে গোরু পাচার হয়। -ফাইল ছবি

প্রবীরকুমার রায়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'সাহেব ডেকেছেন, তাই কোচবিহার পুলিশ লাইনে এসেছি। অন্য কিছু বলার নেই।'

সীমান্তে অধিকাংশ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া থাকায় গোরু পাচার অনেকটা কমলেও সম্প্রতি তিস্তা নদীপথে ভেলায় বেঁধে ফের গোরু পাচারের ঘটনা সামনে আসে। সেই ঘটনার পুনর্নির্মাণও হয়েছিল মেখলিগঞ্জ, কুচলিবাড়ি ও হলদিবাড়ি থানার পুলিশের উপস্থিতিতে। তদন্তে নেমেছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারও। তার পরেই পাচার রুখতে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওই দুই আধিকারিককে। পাচারের উদ্দেশ্যে গোরু মজুত করে রাখা হচ্ছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার তিস্তার পানিয়ারচরে অভিযান চালান বিএসএফ জওয়ানরা। উদ্ধার হয় ২২টি গোরু। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি বাছুরও ছিল। গোরুগুলিকে আটক করে মেখলিগঞ্জ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে সেগুলিকে পাঠানো হয় স্থানীয় একটি খোঁয়াড়ে।

সেই রাতেই স্থানীয় কয়েকজন এসে দাবি করেন, গোরুগুলি তাঁদের নিজস্ব, তাঁরা পালন করেন। চরে গোরু চরাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কোনও পাচারের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে স্থানীয়দের কথা শুনে সেগুলোকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, সবটাই তদন্তাধীন।

২২ বছরেও হয়নি রাস্তা সংস্কার

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অগাস্ট : কালজানি সেতু থেকে খোল্টা চেকপোস্ট পর্যন্ত দুই কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে বর্ষাকালে যাতায়াত করা যায় না। একবার বৃষ্টি হলেই কাদা জমে যায়। আর সেই কাদা শুকোতে লাগে সাত-আটদিন। শুক্রবার ক্ষুব্ধ হয়ে তাই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তাতেই নামলেন স্থানীয়রা। এদিন তাঁরা খোল্টাঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

ক্ষোভ সামলাতে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য উজ্জ্বল দাস। তিনি সমস্যার কথা মেনে নিয়ে বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটা বোর্ড মিটিংয়ে আমরা এই রাস্তার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। জেলা পরিষদের কাছেও বহুবার সংস্কারের আবেদন জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের আওতায়ও প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।' তবে শেষে উজ্জ্বলের আশ্বাসেই সমস্যা মেটে।

প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কালজানি নদীর সেতু পেরিয়ে খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রচুর দিনমজুর, শিক্ষার্থী, অফিস কর্মী কিংবা রোগী আলিপুরদুয়ারে আসেন। তাঁদের এই রাস্তা দিয়েই চলাচল করতে হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০০৩ সালে শেষবার এই রাস্তায় পিচ দিয়ে ঢালাই করা হয়েছিল। তারপর ২২ বছর কেটে গেলেও আর সংস্কার হয়নি। রাস্তাটির পাশে রয়েছে খোল্টাঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়। বৃষ্টি হলেই স্কুল চত্বরে জল জমে যায়।

কংগ্রেসের প্রতিবাদ

কোচবিহার ও দিনহাটা, ২৯ অগাস্ট : কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে হামলার প্রতিবাদে কোচবিহার শহরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল পোড়াল জেলা কংগ্রেস। শুক্রবার সন্ধ্যায় কংগ্রেস কার্যালয় সংলগ্ন পুলিশলাইন মোড়ে এই কর্মসূচি হয়। দিনহাটায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা।

এদিন দিনহাটা মেইন রোডের একটি লেন আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য কমল দাশগুপ্তর কথায়, 'রাহুল গান্ধি দেশজুড়ে হওয়া ভোট চুরিকে সামনে এনে দিয়েছেন। সেই ক্ষোভে এদিন সকালে কলকাতায় অফিসে এই বর্বরোচিত হামলা হয়। আমরা তারই প্রতিবাদ জানালাম।'

লেপ্টোস্পাইরোসিসে আক্রান্ত গবাদিপশুও

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৯ আগস্ট : চেকরমারি গ্রামে লেপ্টোস্পাইরোসিস ছড়িয়েছে গবাদিপশুর মধ্যেও। একদিনে ওই গ্রামে সাতটি গবাদিপশুর রক্তের নমুনায় লেপ্টোস্পাইরা পজিটিভ এসেছে। এই ঘটনায় চিন্তা বেড়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের। প্রায় এক মাস ধরে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছিলেন ওই এলাকার মানুষজন। এবার এই রোগ পশুদের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে নতুন করে সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, লেপ্টোস্পাইরোসিসে আক্রান্ত গোরুর দুধ খেলে এই রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা নেই। সিরাম টেস্টের রিপোর্টে সেরকম কিছু আসেনি।

এদিকে, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের তরফে এলাকায় শুক্রবার থেকে প্রাণী চিকিৎসা শিবির শুরু করা হয়েছে। নতুন করে এলাকার গবাদিপশুদের রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেগুলি এখান থেকে কলকাতায় এবং তারপর বেঙ্গালুরুতে পাঠানো হবে।

ডেপুটি সিএমওএইচ ১ ডাঃ ত্রিদিব দাস বলেন, 'এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট আমরা হাতে পাইনি। তবে কলকাতা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে জানতে পেরেছি চেকরমারি এলাকায় বেশ কিছু গবাদিপশুর লেপ্টোস্পাইরোসিস টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। রিপোর্টটি হাতে পেলে জানতে পারব কতগুলি গবাদিপশুর লেপ্টোস্পাইরোসিস রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে এই বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই লেপ্টোস্পাইরোসিস আক্রান্ত গবাদিপশুগুলিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাদের চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে এই ব্যাপারে যৌথভাবে কাজ করা হচ্ছে।'

পাতা হচ্ছে ইঁদুর ধরার খাঁচা

স্বাস্থ্যকর্তা বলেন, 'এই মুহূর্তে ধরে নেওয়া হচ্ছে রোগের জীবাণু ইঁদুরের মূত্র থেকে এই এলাকায় এসেছিল। সেখান থেকে মানুষ যেমন আক্রান্ত হয়েছেন, ঠিক তেমনই গবাদিপশুরাও আক্রান্ত হয়েছে। মানুষ যেহেতু গবাদিপশু দেখাশোনা করে, কাজেই সেখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য প্রোটেকশন নিতে হবে। কারও শরীরে কাটা-ছেঁড়া থাকলে সেটা ঢেকে গবাদিপশুর সংস্পর্শে আসতে হবে।' ডাঃ দাস জানিয়েছেন, আক্রান্ত গোরুর দুধ থেকে এই রোগ ছড়ানোর মতো সিরাম টেস্টে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে গবাদিপশুর মূত্র থেকে এই রোগ ছড়াতে পারে।

গবাদিপশু থেকেই কি লেপ্টোস্পাইরোসিস রোগটি ছড়িয়েছে, এই প্রশ্নে রাজগঞ্জ ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএলডিও) বাণেশ্বর সিং বলেন, 'এটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। উলটোটাও হতে পারে। মানুষের থেকেও গবাদিপশুতে রোগ সংক্রামিত হতে পারে। তিনি বলেন, 'শুক্রবার চেকরমারি গ্রামে গিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। এদিন পার্শ্ববর্তী নবগ্রামে গিয়ে গবাদিপশুদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে।' শুক্রবার চেকরমারি গ্রামে এবং বিতর্কিত হ্যাচারিতে ইঁদুর ধরার খাঁচা পাতা হয়েছে। ইঁদুরগুলিকে ধরে তাদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। জেলার এন্টোমোলজিস্ট রাহুল সরকারের নেতৃত্বে কাজ করা হয়েছে।

রংদার

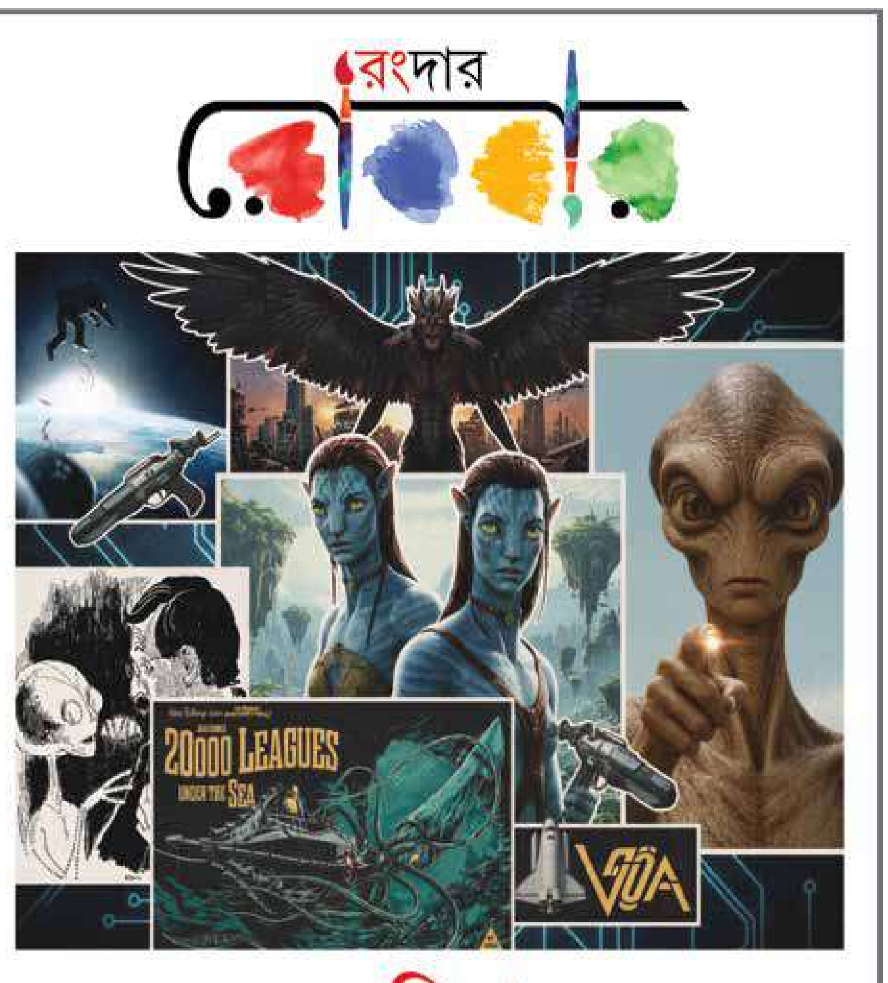

কল্পবিজ্ঞান

কম্পিউটার এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে, নিজেই মানুষের সমস্ত কাজ করা শুরু করে দেবে। বিজ্ঞানকে জড়িয়ে একটা সময় এভাবেই গল্প লেখা হত। সেই সমস্ত গল্প কিন্তু এখন অনেকটাই বাস্তব। এআই-এর উত্থান তার সাক্ষী। তবে বিজ্ঞান এখন এতটাই এগিয়ে যে, একে কেন্দ্র করে সিনেমা তৈরি হলেও গল্প লেখা সেভাবে আর মোটেও হচ্ছে না। যাঁরা এসমস্ত গল্প পড়তে ভালোবাসতেন তাঁদের খুব মন খারাপ।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, শুভ্র মৈত্র ও শুভদীপ ব্যানার্জি
ছোটগল্প সম্পা পাল
ট্রাভেল ব্লগ ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
কবিতা অসীম শর্মা, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, অমিতাভ সরকার, মহুয়া রুদ্র, নবনীতা সরকার, পিনাকী রঞ্জন পাল ও মনোয়ারা নৌরিন

তুফানগঞ্জে ইন্দোনেশিয়ার সৌর মন্দির

এল এল পুজো এল

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর বাকি আর মাত্র এক মাস। বিভিন্ন ক্লাবগুলিতে জোরকদমে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। অধিকাংশ পুজো কমিটিগুলি এখন নিজেদের মণ্ডপগুলি বিভিন্ন থিমে সাজিয়ে তুলতে চায়। এই থিমের লড়াই থেকে বাদ পড়েনি তুফানগঞ্জের বীণাপাণি ক্লাব ও লাইব্রেরির দুর্গোৎসব কমিটি। এবছর তাঁদের পুজোর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে এবার তাঁদের পুজোর মণ্ডপটি তৈরি হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার সৌর মন্দিরের আদলে।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবছর মণ্ডপ তৈরি করতে তাঁরা বাঁশ, হোগলা পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। ইতিমধ্যে বাঁশের বিশাল উঁচু কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ফাইবারের একাধিক মূর্তি। মণ্ডপশিল্পীরা দিনরাত কাজ করে চলেছেন। এমনকি উদ্যোক্তারাও কাজে হাত লাগিয়েছেন।

এই সুবিশাল মণ্ডপটি তৈরি করছেন নদিয়ার শিল্পী রাজু সূত্রধর। তিনি বলেন, 'প্রায় ১৭ বছর ধরে আমি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। এবছর ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত সৌর মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরির বরাত পেয়েছি। কিন্তু মণ্ডপটি তৈরি করতে যতটা জায়গার প্রয়োজন ততটা জায়গা পাইনি। আরও কিছুটা জায়গা পেলে মণ্ডপটি আরও সুন্দর হত।' তিনি আরও জানান, মণ্ডপটি আরও সুন্দর করে তুলতে মণ্ডপের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ ধরনের মুখোশ লাগানো হবে। মহালয়ার আগেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে। প্রতিমা তৈরির দায়িত্ব পেয়েছেন পাপাই পাল। শিল্পীর কথায়, 'দু'মাস ধরে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে।' আর বৃষ্টি না হলে কয়েকদিন পরে প্রতিমায় রংয়ের প্রলেপ পড়বে বলে জানান তিনি।

তুফানগঞ্জ বীণাপাণি ক্লাব ও লাইব্রেরিতে প্যান্ডেলের কাজ চলছে।

মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোকসজ্জাতেও থাকবে বিশেষ চমক। এবিষয়ে পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শুভদীপ সাহা বলেন, 'তুফানগঞ্জ সহ আশপাশের এলাকার অধিকাংশ মানুষ ইন্দোনেশিয়ার এই মন্দির দেখেননি। নিজেদের জায়গায় থেকে যাতে তাঁরা এই মন্দির দর্শনের সুযোগ পান তাই ভাবনা।' তিনি জানান, এবছর তাঁদের পুজোর বাজেট প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা। মহালয়ার সকালে প্রভাতফেরির আয়োজন করা হবে। ৫০০ দুঃস্থ ব্যক্তির হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হবে।

পুজো কমিটির সভাপতি তপেশ কর্মকার জানান, তুফানগঞ্জবাসী বীণাপাণির মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে প্রতিবছর ভিড় জমান। তাই নিরাপত্তা বজায় রাখতে মণ্ডপে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে।

দিনহাটায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল ছবি

ট্রলি ঠেলার লোক নেই

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৯ অগাস্ট : এতদিন ছিল চিকিৎসকের ঘাটতি। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাসপাতালের কর্মীসংকট। ফলে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। অবস্থা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রোগীর ট্রলি ঠেলতে হচ্ছে তাঁর পরিজনদের। যদিও এখানেও নানা সমস্যা রয়েছে। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, আশঙ্কাজনক অবস্থায় রোগীকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময় ট্রলি অবধি পাওয়া যায় না। নানা সমস্যায় রোগীর পরিজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দানা বেঁধেছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাফাই, চিকিৎসক সংকটের পাশাপাশি সাফাইকর্মী ও গ্রুপ-ডি কর্মীর ঘাটতি থাকায় ট্রলি নিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মী তারা দিতে পারছে না। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গ্রুপ-ডি পদে ৯৬টি আসন থাকলেও বর্তমানে মাত্র ২২ জন কর্মী রয়েছেন। যার মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন ওয়ার্ডে অক্সিজেন সরবরাহ সহ নানা কাজে যুক্ত রয়েছেন। ফলে জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজে তাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না।

হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরেই গ্রুপ-ডি পদে একাধিক আসন ফাঁকা রয়েছে। নিয়োগ না হওয়ায় অনেক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছি।'

এদিকে, রোগীকে ট্রলিতে চাপিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন রোগীর পরিজনরা। ট্রলি কীভাবে ঠেলতে হয় তা জানেন না অনেকেই। এর ফলে ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটছে। ঋদ্ধিমান দে নামে এক রোগীর পরিজনের কথায়, 'মাস তিনেক আগে বাবা হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় হাসপাতালে নিয়ে যাই। জরুরি বিভাগ থেকে ভর্তি করার কথা বলে। এরপর বিভাগে নেওয়ার জন্য আমাকেই ট্রলি খুঁজে বের করে তারপর তা ঠেলে নিয়ে যেতে হয়।' ঋদ্ধি জানান, এবিষয়ে পারদর্শী না হওয়ায় একদিকে যেমন সমস্যায় পড়তে হয়েছে, ঠিক তেমনই কোন বিভাগ কোথায় তা খুঁজে বের করতেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

রফিকুল মিয়াঁ নামে আর এক রোগীর পরিজন বলেন, 'রোগীকে ভর্তি করতে হলে নানা কাগজে সই করতে হয়। ফলে সেসময় রোগীকে অপেক্ষা করতে হয়। অথচ হাসপাতালের কর্মী থাকলে রোগীকে তৎক্ষণে বেডে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করে দিতে পারত।' দ্রুত এবিষয়ে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন রোগীর পরিজনরা।

ট্রলি ঠেলছেন রোগীর পরিজনেরা। -সংবাদচিত্র

অবস্থা যেমন

- দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসকের পাশাপাশি নেই গ্রুপ-ডি কর্মী
- ফলে ব্যাহত হচ্ছে একাধিক পরিষেবা
- রোগীর পরিজনদের ঠেলতে হচ্ছে ট্রলি
- কোনও কোনও সময় ঘটছে দুর্ঘটনা

নিম্নমানের কাজ, প্রতিবাদ সিতাইয়ে

সিতাই, ২৯ অগাস্ট : নিম্নমানের রাস্তার কাজের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। সিতাই ব্লকের চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাগলারহাট থেকে ধুন্দারপার পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তার কাজের জন্য ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৪৭ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২০ এপ্রিল কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা অশ্বিনী বর্মনের অভিযোগ, 'পুরোনো পাকা রাস্তা না ভেঙে, কোনওরকমে পাতলা পাথরের আস্তরণ দিয়ে রোলার চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিকমতো বিটুমিনাস না দিয়ে রাস্তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদার। আগের রাস্তা থেকে নতুন রাস্তা চওড়ায় অনেক কম। এভাবে কাজ চললে, খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা ভেঙে পড়বে।'

সুদামা বর্মন নামে এক তরুণ বলেন, 'নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। অভিযোগ করে কোনও লাভ নেই। এদের নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত সিন্ডিকেট খুব শক্তিশালী। এজন্য আমরা পথে নেমেছি।'

চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলি রায় সরকার বলেন, 'যাঁরা রাস্তার কাজের প্রতিবাদ করছেন তাঁরা বিজেপির লোক। তাঁরা চান না এলাকায় ভালো কোনও কাজ হোক। আমি নিজে দেখে এসেছি রাস্তার কাজ খুব ভালো হচ্ছে।'

কোচবিহার জেলা বিজেপির সম্পাদক দীপককুমার রায় বলেন, 'সমাজের রক্ষকরাই সমাজের ভক্ষক হয়ে উঠেছেন। তৃণমূলের নেতৃত্ব বিভিন্ন জায়গা থেকে কাটমানি নিচ্ছেন।'

শ্বশুরকে খুনে জামাইয়ের সাজা

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : শ্বশুর খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল জামাইয়ের। ২০২৩ সালে টিউবওয়েলের হাতল দিয়ে শ্বশুর তাপস সরকারকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর জামাই ভীম সরকারের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ভীমকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। দীর্ঘ শুনানির পর শুক্রবার কোচবিহার জেলা আদালতের বিচারক ভীমের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় শোনান। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে চার্জশিট দাখিল করা হয়। মর্মান্তিক অপরাধের যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে অপরাধী।'

স্ত্রীর বাপের বাড়িতে থাকাকে কেন্দ্র করে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ভীমের বিরোধের সূত্রপাত। যার জেরেই মূলত খুনের ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রায় সাত বছর আগে কোচবিহার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামাপ্রসাদপল্লির বাসিন্দা ভীমের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী টাকাগাছের তাপস সরকারের মেয়ে পায়েলের বিয়ে হয়। বিয়ের ছ'মাস পর থেকেই পণের দাবিতে পায়েলের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে ভীমের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলায় ২০২৩ সালের দিকে টাকাগাছে বাপের বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন পায়েল। সেই সময় মাঝেমধ্যেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে প্রত্যেককে খুন করার হুমকি দিত ভীম। বিষয়টি নিয়ে সেসময় একাধিকবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল পায়েলের বাপের বাড়ি থেকে। ২০২৩ সালের ৪ মে সকালে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তাপস। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে ভীমের দেখা, সেখানেই বচসা বাধে দুজনের। তখনই ভীম একটি টিউবওয়েলের হাতল দিয়ে তাপসের মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন শ্বশুর। তাঁকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাপসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় ভীম। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেদিনই তাপসের স্ত্রী প্রতিমা সরকার কোতোয়ালি থানায় জামাইয়ের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনায় পুলিশ ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা করে আদালতে। দোষীর শাস্তির দাবিতে সরব হন স্থানীয়রাও। মামলা চলাকালীন অভিযুক্ত ভীম জেল হেপাজতেই ছিল। শুক্রবার কোচবিহার জেলা আদালতে বিচারক সোনালি নন্দী চক্রবর্তী যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন। সরকারি আইনজীবী অজয়কুমার গুহ নিয়োগী বলেন, 'অভিযুক্তের যাবজ্জীবন জেল, ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।' আদালত সূত্রে খবর, তাপসের স্ত্রী প্রতিমা, মেয়ে তথা অভিযুক্তের স্ত্রী পায়েল সহ মোট ১০ জন মামলায় সাক্ষী দিয়েছেন। সাজা ঘোষণার পর চোখের জল মুছতে মুছতে পায়েল বলেন, 'দোষীর যাবজ্জীবন হওয়ায় আমরা খুশি। বাবাকে যেভাবে মেরেছে, তাতে ফাঁসি হলে আরও বেশি খুশি হতাম।'

সাক্ষ্য-প্রমাণ

- টিউবওয়েলের হাতল দিয়ে শ্বশুরের মাথায় আঘাত জামাইয়ের
- ঘটনার পরই অভিযুক্ত জামাইকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ
- আদালতে সাক্ষ্য দেন অভিযুক্তের স্ত্রী
- যাবজ্জীবন হলেও স্বামীর ফাঁসির দাবি স্ত্রীর

গোরস্থানের রাস্তায় গর্ত, চলা দায়

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : বারবার দাবি জানিয়েও সংস্কার না হওয়ায় রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখালেন কোচবিহারের গোরস্থান এলাকার বাসিন্দারা। যদিও রাস্তাটি দেখভালের দায়িত্ব কার, তা নিয়েই ধন্দ। পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথের সাফাই, 'রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের নয়, তা সত্ত্বেও কিছুদিন আগে আমরা রাস্তাটিতে তাপ্পি দিয়েছি।' ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মায়া সাহা আবার বলেন, 'রাস্তাটি পুরসভার নয়। দ্রুত সংস্কার করার জন্য পূর্ত দপ্তরকে চিঠি দিয়েছি।'

রাস্তাটি শহরের কলাবাগান চৌপথি থেকে ক্যানসার সেন্টার হয়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশেছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি এখন বড় বড় গর্তে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে গর্তে জল জমে রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠছে। কিছুদিন আগে পূর্ত দপ্তর রাস্তাটিতে তাপ্পি দিলেও পরিস্থিতি আবার যে-কে-সেই। পুজোর আগে রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে শুক্রবার শহরের গোরস্থান রোড আটকে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীর একাংশ।

রাস্তাটির এই পরিস্থিতিতে মাঝেমধ্যেই টোটো উলটে যাচ্ছে। শীঘ্র পদক্ষেপ করা না হলে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। শশীনাথ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় পাল বলেন, 'স্কুল চলাকালীন মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। আমাদেরও আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে। প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ করার দাবি জানাচ্ছি।' এলাকার বাসিন্দা ছায়া সাহা বলেন, 'সম্প্রতি টোটো উলটে এক যাত্রী জখম হয়েছিলেন। যাতায়াত করা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। অথচ কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

দায়িত্ব নিয়ে ঠেলাঠেলি

" রাস্তাটি পুরসভার নয়। দ্রুত সংস্কার করার জন্য পূর্ত দপ্তরকে চিঠি দিয়েছি।

মায়া সাহা
কাউন্সিলার, ৩ নম্বর ওয়ার্ড

তিন ইয়ারি কথা

কোচবিহারের হিন্দুস্তান মোড়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

কর্মশালা

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের আয়োজিত দুইদিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে কৃষি সম্প্রসারণ, বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান, এলাকাভিত্তিক চাষে সমস্যা, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং আন্দামান-নিকোবর সহ মোট ৫৯টি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা কোচবিহারে এসেছেন। গত বছর ওড়িশার পুরীতে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আবার কোন্দল

সোনাপুর, ২৯ অগাস্ট : তৃণমূলের তপসিখাতা অঞ্চল কমিটির মধ্যে কোন্দল চলছেই। শুক্রবার পাটকাপাড়ায় দলের কার্যালয় উদ্বোধন ঘিরেও কোন্দল দেখা গেল। এদিন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে, তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেফালি রায় বর্মন প্রমুখ। তবে সেখানে দেখা যায়নি দলের অঞ্চল সভাপতি শান্তি রায়, অঞ্চল চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত রাভাদের। দুই পক্ষ এর আগেও একে অপরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছে। সেই কোন্দল কার্যালয় উদ্বোধনেও সামনে এল।

প্রয়াণ দিবসে অবহেলিত বিদ্রোহী কবি

কোচবিহার জেলা প্রশাসনের তরফে নজরুল স্মরণ। ছবি : জয়দেব দাস

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : যে বিদ্যালয়ে এক সময় রাত্রিবাস করেছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনেই রাখতে পারল না কবির প্রয়াণ দিবস! আনুমানিক ১৯৩০ সালে কোচবিহার ক্লাবে গানের আসরে যোগ দিতে এসেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সেসময় তিনি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে রাত্রিযাপন করেছিলেন। শুক্রবার কবির প্রয়াণ দিবসে তাঁর ছবিতে একটা মালা পর্যন্ত দিতে দেখা গেল না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। যদিও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিনটি ল্যান্সডাউন হলে পালন করা হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ে দিনটি পালন না হওয়ায় ক্ষুব্ধ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা ও সাংস্কৃতিক বর্গের মানুষজন। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে সাফাই দিতে প্রস্তুত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'অন্যবার দিনটি পালন করা হয়। তবে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট দেওয়া এবং ছাত্রদের খেলা থাকার কারণে কোনও কারণবশত সেটা হয়নি।'

জানা গিয়েছে, তৎকালীন সময়ে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বার্ষিক মিলাদ উৎসবে যোগ দিতে কোচবিহারে এসেছিলেন কবি। লালদিঘির পাড়ে নতুন মসজিদে সেবার তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। বক্তৃতা শেষে ছাত্ররা কবিকে ছাত্রাবাসে নিয়ে যান। বর্তমানে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের ছাত্রাবাসের একটি ঘরে সেসময় তিনি রাত্রিযাপন করেছিলেন। কবি শহরের বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। কবির আগমনের সেই স্মৃতি আজও অমলিন।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যালয়ের এই ছাত্রাবাস সেসময় রাজগণ বোর্ডিং স্কুল নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই ছাত্রাবাস হেরিটেজ তালিকাভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন বিষয়টি নিয়ে এতটা উদাসীন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী অরূপ গুহ বলেন, 'মনীষীদের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন পালন করলে ছেলেমেয়েরা তাঁদের সম্পর্কে জানতে পারে। তিনি এসে আমাদের ধন্য করেছিলেন। আজ দিনটি পালন করলে সেই চর্চাটা বজায় থাকত। সর্বত্রই এটার কমতি রয়েছে। এটা পালন করলে প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমিও গর্বিত হতাম।'

বিষয়টি নিয়ে আইনজীবী তথা শহরের প্রবীণ বাসিন্দা আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'বিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। তাঁরা সবাই হয়তো বিষয়টি জানেন। দিনটি পালন করা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 62H 38558 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেক মহিলাকে কোটিপতি হতে দেখেছি যা আমাকে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। আমি গর্বের সাথে বলছি আমি এক কোটি টাকা জিতেছি! একজন মহিলা হিসাবে এই জয় অনেক কিছুর অর্থ বহন করে। এই ক্ষমতায়নের মুহূর্তটির জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা প্রভা মিঞ্জ - কে 03.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার ...

* বিস্তারিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আসানসোল ডিভিশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

আসানসোল ডিভিশনের বর্ধমান-আসানসোল শাখায় দুর্গাপুরে ০৬.১০.২০২৫ থেকে ০১.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৭ দিনের প্রস্তুতিমূলক কাজ, ০২.১১.২০২৫ থেকে ০৯.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৮ দিনের প্রি-প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ, ১০.১১.২০২৫ থেকে ১৯.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিনের প্রি-নন-ইন্টারলকিং কাজ ও ২০.১১.২০২৫ থেকে ২৩.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে।

● **বাতিল :** (১) **১২১৭৫** হাওড়া - গোয়ালিয়র চম্বল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫); (২) **১২১৭৬** গোয়ালিয়র - হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (৩) **১২১৭৭** হাওড়া - মথুরা চম্বল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (৪) **২০৯৭৬** আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট - হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (৫) **১২৩২৫** কলকাতা - নাঙ্গাল ড্যাম গুরুমুখী এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (৬) **১২৩২৬** নাঙ্গাল ড্যাম - কলকাতা গুরুমুখী এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (৭) **১২৩২৯** শিয়ালদহ-আনন্দ বিহার সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১১/২০২৫); (৮) **১২৩৩০** আনন্দ বিহার - শিয়ালদহ সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯/১১/২০২৫); (৯) **১২৩৩৩** হাওড়া - প্রয়াগরাজ রামবাগ বিভূতি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯, ২০, ২১ ও ২২/১১/২০২৫); (১০) **১২৩৩৪** প্রয়াগরাজ রামবাগ - হাওড়া বিভূতি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ এবং ২৩/১১/২০২৫); (১১) **১২৩৩৯** হাওড়া - ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫); (১২) **১২৩৪০** ধানবাদ - হাওড়া কোলফিল্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪/১১/২০২৫); (১৩) **১২৩৫৭** কলকাতা - অমৃতসর দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১১/২০২৫); (১৪) **১২৩৫৮** অমৃতসর - কলকাতা দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (১৫) **১২৩৫৯** কলকাতা - পাটনা গরিব রথ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০ ও ২২/১১/২০২৫); (১৬) **১২৩৬০** পাটনা - কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১ ও ২৩/১১/২০২৫); (১৭) **১৩০২৫** হাওড়া - ভোপাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭/১১/২০২৫); (১৮) **১৩০২৬** ভোপাল - হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯/১১/২০২৫); (১৯) **১৩০৪৩** হাওড়া - রক্সৌল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (২০) **১৩০৪৪** রক্সৌল - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (২১) **১৩১৬৭** কলকাতা - আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (২২) **১৩১৬৮** আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট - কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (২৩) **১৫২৩৩** কলকাতা - দ্বারভাঙ্গা মৈথিলি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (২৪) **১৫২৩৪** দ্বারভাঙ্গা- কলকাতা মৈথিলি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯/১১/২০২৫); (২৫) **১৫২৩৫** হাওড়া - দ্বারভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (২৬) **১৫২৩৬** দ্বারভাঙ্গা - হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (২৭) **২২৩৮৭** হাওড়া - ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩ ও ২৪/১১/২০২৫); (২৮) **২২৩৮৮** ধানবাদ - হাওড়া ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (২৯) **২২৯১২** হাওড়া - ইন্দোর শিপ্রা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০ ও ২২/১১/২০২৫); (৩০) **২২৯১১** ইন্দোর - হাওড়া শিপ্রা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮ ও ২০/১১/২০২৫); (৩১) **১২৩৮৩** শিয়ালদহ - আসানসোল এসএফ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১ ও ২২/১১/২০২৫); (৩২) **১২৩৮৪** আসানসোল - শিয়ালদহ এসএফ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১ ও ২২/১১/২০২৫); (৩৩) **১৩১৭৯** শিয়ালদহ - সিউড়ি মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৩৪) **১৩১৮০** সিউড়ি - শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪/১১/২০২৫); (৩৫) **২২৩২১** হাওড়া - সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৩৬) **২২৩২২** সিউড়ি - হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ এবং ২৩/১১/২০২৫); (৩৭) **১২৩৫৩** হাওড়া - লালকুঁয়া সাপ্তাহিক এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১/১০ ও ১৪/১১/২০২৫); (৩৮) **১২৩৫৪** লালকুঁয়া - হাওড়া সাপ্তাহিক এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২ ও ১৬/১১/২০২৫); (৩৯) **৬৩৫০৫** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ০৫, ১৪ ও ১৫/১১/২০২৫); (৪০) **৬৩৫০৭** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ১৪, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪১) **৬৩৫১১** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩ ও ০৪/১১/২০২৫); (৪২) **৬৩৫১৩** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫);(৪৩) **৬৩৫১৫** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৪) **৬৩৫১৭** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ০২ ও ১২/১১/২০২৫); (৪৫) **৬৩৫২১** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৬) **৬৩৫২৩** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৭) **৬৩৫২৭** দুর্গাপুর - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৮) **৬৩৫৪৯** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ০২, ১২, ১৫, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৯) **৬৩৫০৮** আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ১৪, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫০) **৬৩৫১২** আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ০৫, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫১) **৬৩৫১৬** আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫২) **৬৩৫১৮** আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫৩) **৬৩৫২২** আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১২, ১৩ ও ১৬/১১/২০২৫); (৫৪) **৬৩৫২৪** আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১২, ১৩, ১৬, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫);(৫৫) **৬৩৫২৮** আসানসোল - দুর্গাপুর মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫৬) **৬৩৫৫০** অন্ডাল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ০২, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫৭) **৬৩৫৫২** বর্ধমান - অন্ডাল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ০২, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫)।

● **পথ পরিবর্তন:** ◆ **১৩০২৯** হাওড়া - মোকামা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ০৩, ১৩, ১৪, ১৯, ২০, ২১ ও ২২/১১/২০২৫) খানা - আসানসোল - জসিডির পরিবর্তে খানা - রামপুরহাট - দুমকা - জসিডি হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ **১৩০৩০** মোকামা - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) জসিডি - আসানসোল - খানার পরিবর্তে জসিডি - দুমকা - রামপুরহাট - খানা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ **১৩০৪৫** হাওড়া - দেওঘর ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) খানা - অন্ডাল - সাঁইথিয়ার পরিবর্তে খানা - বোলপুর শান্তিনিকেতন - সাঁইথিয়া হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ **১৩০৪৬** দেওঘর - হাওড়া ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) সাঁইথিয়া - অন্ডাল - খানার পরিবর্তে সাঁইথিয়া - বোলপুর শান্তিনিকেতন - খানা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ **২২৩২২** সিউড়ি - হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১২ ও ১৬/১১/২০২৫) সিউড়ি - অন্ডাল - খানার পরিবর্তে সিউড়ি - সাঁইথিয়া - বোলপুর শান্তিনিকেতন - খানা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ **২২১৯৭** কলকাতা - বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫) খানা - আসানসোল - জসিডির পরিবর্তে খানা - রামপুরহাট - দুমকা - জসিডি হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ **২২১৯৮** বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই- কলকাতা প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১/১১/২০২৫) জসিডি - আসানসোল - খানার পরিবর্তে জসিডি - দুমকা - রামপুরহাট - খানা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ◆ **১২৫৫১** এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - কামাখ্যা এসি এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১, ০৮, ১৫ ও ২২/১১/২০২৫), **১৩৪১৭** দীঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ১৩ ও ২০/১১/২০২৫), **১৩৪২৬** সুরাট - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ১০ ও ১৭/১১/২০২৫), **১৫৬২৯** তাম্বারাম - শিলঘাট টাউন নওগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ১০ ও ১৭/১১/২০৫), **১৫৬৩৯** পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪, ১১ এবং ১৮/১১/২০২৫), **১৫৬৬১** রাঁচি - কামাখ্যা এক্সপ্রেস, (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫, ১২ ও ১৯/১১/২০২৫), **১৫৯২৯** তাম্বারাম - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ১৩ ও ২০/১১/২০২৫) এবং **২২৬১১** ডঃ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল - নিউ জলপাইগুড়ি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫, ১২ ও ১৯/১১/২০২৫) আসানসোল - অন্ডাল - দুর্গাপুর - অন্ডাল - সাঁইথিয়ার পরিবর্তে আসানসোল - অন্ডাল - সাঁইথিয়া হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ◆ **১২৫৫২** কামাখ্যা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এসি এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫, ১২ ও ১৯/১১/২০২৫), **১৩৪১৮** মালদা টাউন - দীঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ১৩ ও ২০/১১/২০২৫), **১৩৪২৫** মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৮, ১৫ ও ২২/১১/২০২৫), **১৫৬৩০** শিলঘাট টাউন - তাম্বারাম নওগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭, ১৪ ও ২১/১১/২০২৫), **১৫৬৪০** কামাখ্যা - পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ০৯ ও ১৬/১১/২০২৫), **১৫৬২২** কামাখ্যা - রাঁচি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪, ১১ ও ১৮/১১/২০২৫), **১৫৯৩০** নিউ তিনসুকিয়া - তাম্বারাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ১০ ও ১৭/১১/২০২৫); এবং **২২৬১২** নিউ জলপাইগুড়ি - ডঃ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭, ১৪ ও ২১/১১/২০২৫) সাঁইথিয়া - অন্ডাল - দুর্গাপুর - অন্ডাল - আসানসোলের পরিবর্তে সাঁইথিয়া - অন্ডাল - আসানসোল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে।

● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ / সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু :** ◆ **১৩৫০৩** বর্ধমান - হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ১৪, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪/১১/২০২৫), **৬৩৫০৯** বর্ধমান - ঝাঁঝাঁ মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ১৪, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) এবং **৬৩৫১৯** বর্ধমান - বোকারো স্টিল সিটি মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বর্ধমান ও আসানসোলের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। ◆ **১৩৫০৪** হাতিয়া - বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ০৩, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫), **৬৩৫১০** ঝাঁঝাঁ - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ০৩, ১৩, ১৪, ১৬, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) এবং **৬৩৫২০** বোকারো স্টিল সিটি - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) আসানসোলে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং আসানসোল ও বর্ধমানের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে।

● **পুনর্নির্ধারণ:** (১) **১২০২৩** হাওড়া - পাটনা জনশতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭ ও ১৮/১০/২০২৫) ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **১৩১০৫** শিয়ালদহ - বালিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭ ও ১৮/১০/২০২৫) ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) **১২০১৯** হাওড়া - রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩ ও ০৪/১১/২০২৫) ২ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ১২০১৯ হাওড়া - রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪/১১/২০২৫) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) **১২০২০** রাঁচি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩ ও ০৪/১১/২০২৫) ২ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং **১২০২০** রাঁচি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩/১১/২০২৫) ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) **১২৩০৪** নিউ দিল্লী - হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা) (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১/১০/২০২৫) ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) **১১৪৪৭** জব্বলপুর - হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১/১১/২০২৫) ২ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, **১১৪৪৭** জব্বলপুর - হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২ ও ১৫/১১/২০২৫) ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং **১১৪৪৭** জব্বলপুর - হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫) ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৭) **২২৩০৩** হাওড়া - গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪ ও ১৪/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৮) **২২৩০৪** গয়া - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২/১১/২০২৫) ০২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, **২২৩০৪** গয়া - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪ এবং ২৩/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং **২২৩০৪** গয়া - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬/১১/২০২৫) ০২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৯) **২২৩২১** হাওড়া - সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪ ও ১৪/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১০) **২২৩৮৭** হাওড়া - ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩ ও ০৪/১১/২০২৫) ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং **২২৩৮৭** হাওড়া - ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪/১১/২০২৫) ৪৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১১) **২২৩৮৮** ধানবাদ - হাওড়া ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১৩ ও ১৬/১১/২০২৫) ০৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১২) **১২২৫৯** শিয়ালদহ - বিকানীর এসি দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১৩) **১২৩১৩** শিয়ালদহ - নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১৪) **৬৩৫০৭** বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০৩ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২

স্বাধীনচেতার জয়

অতীতের হীরক রাজার মতো সর্বকালের সমস্ত শাসক চান, প্রজা, সভাসদ, পণ্ডিত সবাই যেন তাঁদের সুরে সুর মেলান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত উলটো পথে হেঁটে শাসকের রোষানলে পড়েছিলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসে নির্ধারিত পরীক্ষার দিন বদলে ফেলতে প্রশাসনিক, এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। পরিণামে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের অকালপক্ব নেতাদের কুৎসিত ভাষা, গালাগাল শুনতে হয়েছে তাঁকে।

যদিও উপাচার্য নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে নির্ধারিত সূচি মেনে টিএমসিপি'র প্রতিষ্ঠা দিবসেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। এই সিদ্ধান্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে কথিত স্বশাসনের জয় বলে দাবি করেছেন উপাচার্য। তাঁর মতে, অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপস না করায় ৯৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে যাতে আর পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ শাসকদলের কাছ থেকে না আসে- সেই আর্জিও জানিয়েছেন উপাচার্য।

শাসকের চোখে চোখ রেখে চলার মতো মেরুদণ্ডের জোর অনেকেরই থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ হোক কিংবা দেশের অন্যত্র, শাসকের ইচ্ছায় কর্মের উদাহরণ ভূরিভূরি। তার মধ্যেও এরকম ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনায় স্পষ্ট, এখনও মানুষ প্রতিবাদ করতে ভুলে যায়নি, এখনও সকলে শাসকের কাছে মেরুদণ্ডকে বিকিয়ে দেননি। যে অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসূচি বদলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ধর্ষণের নিন্দায় একটি শব্দও উচ্চারিত না হওয়ায় সংগত প্রশ্নই তুলেছেন উপাচার্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা সত্ত্বেও টিএমসিপি প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় সংগঠনের ওই নেতাদের তিরস্কার না করার প্রসঙ্গও তুলেছেন শান্তা দত্ত। উপাচার্য মনে করেন, তিনি থাকুন বা না থাকুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন চিন্তার জয় হয়েছে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হওয়ায়। মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করা যে ইদানীং কঠিন হয়ে পড়ছে, সেটা গোপন কথা নয়। মাথানত না করে কাজ করার উদাহরণ যাঁরা বাংলায় রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আরেক উদাহরণ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মীরা পান্ডে। শান্তা দত্তের আগে তিনিও রাজ্য সরকারের চোখে চোখ রেখে কাজ করেছিলেন। রাজ্য সরকারের চাপের মুখেও অবস্থান বদলাননি।

শান্তা দত্ত, মীরা পান্ডেদের নজির সকলে অনুসরণ করলে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এতটা শোচনীয় হত না। আরজি কর থেকে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ, অন্যায়ের সীমা পেরিয়ে যেত না। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ফল প্রকাশে বিলম্ব, ডিগ্রি কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে অসংখ্য আসন খালি পড়ে থাকা, মেধাবী পড়ুয়াদের দলে দলে রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্দশা কোথায় পৌঁছেছে।

আখেরে ক্ষতি হচ্ছে বাংলার পড়ুয়াদের। কিন্তু সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের শাসক শিবিরের উদ্বেগ থাকার কোনও লক্ষণ নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সরকারের চাপের সামনে মাথানত করে পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়েছে। অপরদিকে, কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষ নিজে টিএমসিপি সদস্যদের পোশাক বিতরণ করেন এবং নিজেও জয় বাংলা লেখা পাঞ্জাবি পরেন।

শান্তা দত্ত যে দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছেন, তা পারেননি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষ। শাসক চায় প্রশ্নাতীত আনুগত্য। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে বহু মানুষ সেই আনুগত্য স্বীকার করে আপসের রাস্তায় হাঁটেন। মাথা নোয়াতে বাধ্য হন। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে শাসক ধরেই নেয় যে, সে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। এতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হবেই।

একটা সময় পশ্চিমবঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল কংগ্রেসের। সিপিএমের ৩৪ বছরের দুর্গ ছিল। দুটি দলই পশ্চিমবঙ্গে শূন্য হয়ে গিয়েছে। সেই উদাহরণ মনে না রাখলে বিপদ হতে কতক্ষণ বর্তমান শাসকদলের।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

মোদি তো সেই নেহরু-ইন্দিরার পথেই

চিন-রাশিয়া-ভারতের জোটকে বলা হচ্ছে আরআইসি। এটা অস্থায়ী সম্পর্ক। চিন-ভারতের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব সম্ভব নয়।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পাড়ার ক্লাবঘরে আর তর্ক করার লোক থাকে না আজকাল। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, নিজের মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। ভারত তো আর জাপানের ছোট শহর টোয়োয়া হয়ে যায়নি, যে প্রশাসন বলবে, দিনে দু'ঘণ্টার বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার করবেন না। আমরা অনলাইন অ্যাডিকশন আর ঘুমের অভাব দূর করতে চাই।

তা জগাইদা মাঝে মাঝে আসেন ক্লাবঘরে। দু'একজনকে দেখে আপন মনে কিছু বলে, তারপর বেরিয়ে চলে যায়। যে কথাগুলো আগে বলতেন, সে সব শোনার আর কেউ নেই। পাড়াগুলো দিন-দিন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

দিন দুয়েক আগে জগাইদা যা যা বলে গেল, তা অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। অথচ কী সত্যি! 'নেহরুর সময় শুনতাম চৌ এন লাইয়ের কথা, ক্রুশ্চেভের কথা! হিন্দি চিনি ভাই ভাই, হিন্দি রুশি ভাই ভাই! ইন্দিরা গান্ধির সময় শুনলাম ব্রেজনেভের কথা! তখন বলা হত হিন্দি রুশি ভাই ভাই! মোদি এসে নেহরু আর ইন্দিরাকে মুছে দিতে চাইছেন। অথচ দ্যাখ, দুটো স্লোগানই আমরা শুনছি। হিন্দি চিনি ভাই ভাই, হিন্দি রুশি ভাই ভাই। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?'

সত্যিই তো, ভেবে দেখার মতো ব্যাপার। প্রবল কমিউনিস্ট বিরোধী মোদির এক পাশে চিন, অন্যদিকে রাশিয়া। আর বছরখানেক আগে আহমেদাবাদ আর হিউস্টনে জান কবুল করে 'আয় ভাই আয়, কোলে আয়' বলে যে দুজন চরম দক্ষিণপন্থী কোলাকুলি করলেন, তাঁরা আবার আচম্বিতে প্রবল শত্রু।

ট্রাম্প ও মোদির ব্রোমান্স, রোমান্স যাই বলুন, আপাতত শেষ। নেহরু-ইন্দিরার সময়ও ভারত রাশিয়াকে বন্ধু ভাবত। আমেরিকা আবার শত্রুপক্ষ ছিল পাকিস্তানের পাশে বলে। সেই দিনগুলো কি ফিরে এল তাহলে?

জগাইদা বোধহয় এই কথাগুলোই আশা করেছিল। তাই ব্যাখ্যাটা একেবারে গলায়, 'আরে, এত আশ্চর্যের কী হল? গ্রামবাংলায় অনেক পঞ্চায়েত রয়েছে, যেখানে সিপিএম আর বিজেপির তুমুল গলাগলি। সেখানে আবার কংগ্রেসও মাঝে মাঝে নাম লেখায়।'

সহজ কথাটা আরও সহজ করে বলে দিল জগাইদা। শক্তিশালী ভাইকে হারাতে অনেক জায়গাতেই ছোট ভাইয়েরা একজোট হয়ে যায় যে। এখানে এখন আমেরিকার বিপক্ষে তিন ভাই।

সাম্প্রতিক দৃশ্যপট দেখতে দেখতে একটু রাজনীতি সচেতন লোকের ঘোর লেগে যাবে। দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীদের মধ্যে তাহলে কি আর আগের মতো ব্যবধান থাকছে না? আদর্শগত দিক ভাবলে ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকায় দেশগুলোর সম্পর্ক একেবারে ঘোঁট পাকিয়ে গিয়েছে। আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক অঙ্ক বরং সোজা-- শিয়া বনাম সুন্নি।

আরআইসি-- রাশিয়া, ভারত এবং চিন। তিন দেশের সাম্প্রতিকতম জোটকে আদ্যাক্ষর মিলিয়ে এই নামই দিয়েছে পশ্চিমী মিডিয়া। আয়তন ধরলে অর্ধেক পৃথিবী। তিনটে দেশ জোট বাঁধলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমেরিকা এবং পশ্চিমী দেশগুলোর। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক-- তিন দিক থেকেই।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্য অন্য। বাস্তব বুদ্ধি বলে এই তিন দেশের জোট একেবারে অবাস্তব। পুতিনের সঙ্গে মোদির নির্ভেজাল দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব আপাতত হয়তো সম্ভব। দুজনেই একনায়কতন্ত্রের কান্ডারি, দু'পক্ষের কোনও সীমান্ত সমস্যা নেই।

কিন্তু চিনের সঙ্গে ভারতের? বছরখানেক আগেও যে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, তারা কি রাতারাতি বন্ধু হয়ে যেতে পারে? কিছুতেই নয়! সে যতই মোদি এবং শি জিনপিং-এর সাম্প্রতিকতম বৈঠক নিয়ে মিডিয়া হাইপ উঠুক না কেন! অরুণাচল, সিকিম, লাদাখ ও কাশ্মীর--যেখানেই চিনের সঙ্গে সীমান্ত ভারতের, সেখানেই ভয়ংকর উত্তেজনা দানা বাঁধে যখন-তখন। যে কোনও মুহূর্তে বন্ধুত্বের ফাটল অবধারিত। তারপর রয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের সুসম্পর্কের প্রশ্ন। বুদ্ধিমান কেউই মানবে না দুটো দেশের সুসম্পর্ক থাকতে পারে। আপনি ভারতীয় হলে রাশিয়ায় যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন, চিনে যেতে পারেন না। তাহলে কীসের বন্ধুত্ব ভাই?

আরেকটা মোক্ষম প্রশ্ন থাকছে। যে মোদি ক'দিন আগেও 'মাই ফ্রেন্ড' ট্রাম্প ট্রাম্প বলে পাগল ছিলেন, তাঁকে কি এত সহজে বিশ্বাস করবে রাশিয়া বা চিন? মনে তো হয় না। ক'দিন আগেও ট্রাম্প প্রেমে মাতোয়ারা একদা জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রবক্তা ভারতের অবস্থান বদল দেখে কী মনে হয়? এ যেন বর্তমান প্রেমিকার সঙ্গে মান অভিমানের পর তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নতুন প্রেম করার মতো ব্যাপার। ও তুমি আমার সঙ্গে ঝামেলা করছো, দ্যাখো আমার গার্লফ্রেন্ডের অভাব নেই। প্রেমে ও কূটনীতিতে সবই সম্ভব, বলা হয় না?

এমনিতে ভারতের অন্তত তিনটে লাভ রয়েছে আরআইসি-র এই হঠাৎ বন্ধুত্ব টিকে থাকলে। এক, রাশিয়া-চিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে ভালোই বাণিজ্য হবে। দুই, পশ্চিমী দেশগুলোকে দেখানো যাবে, চিন আমাদের পাশে। তিন, আমেরিকাকে দেখানো যাবে, তোমাকে ছাড়াও আমি চলতে পারি, আমি বলতে পারি। এবং এই মুহূর্তে তিন নম্বরটাই হয়তো আসল। অবশ্য শুধু আমেরিকাকে দেখানোর জন্য ভারত এই ঝুঁকিটা নিলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এমনিতেই প্রতিবেশীরা বর্তমানে ভারতকে কেউ বিশ্বাস করে না। আবার অদূরভবিষ্যতে রাশিয়া-চিনকে ছেড়ে আমেরিকার হাত ধরলে ভারতকে অন্য দেশও বিশ্বাস করবে না। ক'দিন আগেও মোদি ভক্তরা তাঁকে বিশ্বগুরুর মর্যাদা দিচ্ছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে দু'পক্ষের সঙ্গে সমান দূরত্ব রাখার জন্য কৃতিত্ব পাচ্ছিল ভারত। রাহুল গান্ধির মতো অকস্মাৎ দীপ্ত হয়ে ওঠা বিরোধী নেতাও মোদির বিদেশনীতির সমালোচনা করতে পারছিলেন না। অথচ হঠাৎই ভারতের অবস্থান রীতিমতো নড়বড়ে দেখাচ্ছে। নড়ে গিয়েছে ভারসাম্যের কেন্দ্র।

নয়াদিল্লির সংবাদমাধ্যম চিনের সঙ্গে মোদির বৈঠক নিয়ে লেখালেখি করছে খুব। তবে বৃহস্পতিবার চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ডেইলির ওয়েবসাইট খুলে দেখা গেল, সাংহাই শীর্ষ সম্মেলনের থেকেও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল চিনের বিজয় দিবসে ২৬ জন বিদেশি নেতার উপস্থিতি। ছাব্বিশজনের মধ্যে পুতিন আছেন, কিম জং আছেন। আছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী অলি, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজু, মায়ানমারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মিন আং।

মোদির পক্ষে একদিন আগেই চিন থেকে ফিরে আসা ছাড়া উপায় কি আছে? চিনের এই উৎসব তো আবার জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ৮০ বছর উপলক্ষ্যে। যে জাপান আবার ভারতের সঙ্গে কোয়াড গোষ্ঠীর সদস্য। যে জাপানে এখন মোদি সফরে ব্যস্ত। যে জাপান ভবিষ্যতে ৬৮ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করতে চায় ভারতের সঙ্গে। যে জাপানের সুজুকি মোটরের ভারতীয় প্ল্যান্টে গিয়ে মোদি বলে এসেছেন, 'আমাদের দুটো দেশ মেড ফর ইচ আদার'।

জাপান এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে অনেকটাই উপেক্ষিত। চলার গতি থমকেছে, নানা সামাজিক সমস্যা। তবু জাপান জাপানই। চিনের সঙ্গে কোলাকুলি মানে জাপানের শত্রু হওয়া। তাই বোধহয় শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশও কাউকে পাঠাচ্ছে না চিনের বিজয়োৎসবে। ইউরোপ থেকে বেজিংয়ের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে জয়োৎসবে ইউরোপের একমাত্র প্রতিনিধি শুধু স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট রবার্ট ফিকো। অবশ্যই সাবেক সোভিয়েত দেশগুলো বাদ দিলে। ইউরোপ এখনও চিনকে বিশ্বাস করে না।

চিনের কাগজে দুটো খবর আলাদা করে জানানোর মতো। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা কি তুলে নেওয়া হয়েছে? ভারতীয় মিডিয়ার এই তথ্য কতটা ঠিক? চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, 'আমার এমন কিছু জানা নেই।' পাশাপাশি চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মুখপাত্র কর্নেল ঝাং জিয়াও গাং মন্তব্য করেছেন, 'সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর জন্য চিন ও ভারতের একসঙ্গে কাজ করা উচিত।' মোদি বা পুতিন এবং 'আরআইসি' নিয়ে আলাদা লেখালেখি চিনের কাগজে চোখে পড়ল না। বরং ট্রাম্পের শুল্ক সিদ্ধান্তে ভারত কতটা বিপদে পড়েছে, তা নিয়েই বিশ্লেষণ।

বন্ধু মোদি রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ হয়ে মস্কো থেকে ক্রুড অয়েল আর অস্ত্রশস্ত্র কিনছে দেখেই ট্রাম্পের এই 'শাস্তি'। একসঙ্গে আকাশ ভেঙে পড়া, ভূমিকম্প হওয়ার মতো পরিস্থিতি ভারতের টেক্সটাইলস, জুয়েলারি, সি ফুড আর চর্মজাত শিল্পে। প্রশ্ন হল, রাশিয়া-চিন কি এই শিল্পগুলোকে বাড়তি অক্সিজেন জোগান দিতে পারবে? ৬০.২ বিলিয়ন ডলার থেকে সেক্টরগুলোর আয় ১৮.৬ বিলিয়নে নেমে যাওয়া ভয়ংকর ব্যাপার।

পাড়ার জগাইদা অবশ্য লড়ে যাচ্ছে। সব খোঁজখবর রাখে বলে মন্তব্য, বিশ্বের কূটনীতি এখন আজব চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গ উঠতেই প্রশ্ন তুলল, 'কোন খবরটা বেশি ভয়ংকর? ট্রাম্পের শাস্তি, না, গুজরাটে মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্তর সাড়ে তিন হাজার একর জমিতে বিশ্বের বৃহত্তম পশু সুরক্ষা কেন্দ্র নিয়ে নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগ?'

জামনগর জেলার মতিখাভড়ি গ্রামের ভান্তারায় ২০০ সিংহ, ২৫০ লেপার্ড, ৯০০ কুমির সমেত দেড় লক্ষ প্রাণী। ৩৯টি দেশ থেকে ৩৯ হাজার প্রাণী আনা হয়েছে সেখানে। বন্যপ্রাণী অ্যাক্টিভিস্টরা বলছেন, পুরোটা বেআইনি। একাধিক বিদেশি সংস্থাও নেমে পড়েছে তদন্তে। একদল ব্যাপারটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন। অথচ ভারতের একাধিক নামী কাগজ খবরটা ছাপিয়েও তুলে নিয়েছে ওয়েব থেকে। যারা তোলেনি, তারা পেয়েছে হুমকি মেল। বিদেশি সংবাদমাধ্যমে অবশ্য প্রচুর লেখালেখি চলছে। শেষপর্যন্ত সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে তৈরি প্যানেলকে পরিস্থিতির তদন্ত করতে বলেছে। ভান্তারায় আবার মোদি গিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে এসেছিলেন আম্বানি-পুত্রকে। এখন অস্বস্তির এক শেষ।

আসলে এই মুহূর্তে নানা ফ্রন্টে মোদির অস্বস্তির শেষ নেই। পাড়ায় জগাইদাও এসব নিয়ে বলে বেড়াচ্ছে একা একা। মুখে নেহরু-ইন্দিরার নাম, তাঁদের জোটনিরপেক্ষ নীতির স্মৃতি। ক্রুশেচভ, চৌ এন লাই, ব্রেজনেভ...।

আজ

১৮৭৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন বাঙালি কবি তরু দত্ত।

১৯৫১

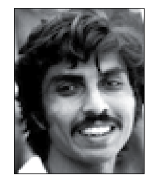

ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলা বলার কারণে কি সরকার কাউকে বাংলাদেশি বলে ধরে নিতে পারে? শুধুমাত্র ভাষার জন্য কাউকে বিদেশি বলে চিহ্নিত করা যায় না, বিশেষ করে ভারতের মতো বহু ভাষাভাষীর দেশে। কে, কোন ভাষায় কথা বলেন, তা দিয়ে নাগরিকত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

- সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

ভাইরাল/১

টানা বৃষ্টিতে পাকিস্তানের বন্যাদুর্গত এলাকায় খবর করতে গিয়েছিলেন এক মহিলা রিপোর্টার। চারদিকে জল, নৌকায় সওয়ারি তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বললেন, 'আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।' ভিডিওটি সাড়া ফেলেছে।

ভাইরাল/২

পথকুকুরদের হামলার খবর আসছে ধারাবাহিকভাবে। মথুরায় একটি ৭ বছরের মেয়েকে কুকুরের দলের আক্রমণের ভিডিও ভাইরাল। তিনটি কুকুর মেয়েটিকে আক্রমণ করে। মাটিতে পড়ে গেলে কুকুরগুলি তাকে কামড়াতে থাকে। গুরুতর জখম হয়েছে মেয়েটি।

জনমন জনমত

চাকরিহারাদের কথাও ভাবুন

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দিচ্ছেন তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের কাছে। পুজোর ক'দিন আমরা চুটিয়ে আনন্দ করব, আড্ডা দেব, খাওয়াদাওয়া করব। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তো মাত্র কয়েকটি ক্লাবকে অনুদান দিয়ে খুশি রাখছেন। অথচ চাকরিহারা লক্ষ লক্ষ বেকার তরুণ-তরুণী খিদের জ্বালায় ওষ্ঠাগত। একটু ওদের কথাও ভেবে দেখুন মাননীয়া। আর যাঁদের ডিএ পাওনা রয়েছে, তাঁদের তো কোনও সুরাহাই করছেন না। তাঁরা তো আপনারই রাজ্যে কর্মরত। আপনি তাঁদের অভিভাবকও বটে।

আচ্ছা, আগে যখন ক্লাবগুলোকে টাকা দেওয়া হত না, তখন কি মায়ের পুজো হত না? মা বারবার আসবেন, পুজোও হবে। কিন্তু তাঁর সন্তানদের পেটে লাথি মেরে নয়। আমি আমার সন্তানকে না খাইয়ে কি অন্য কারও সন্তানকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখব? ক্লাবগুলোতে অল্প টাকা দিয়ে ডিএ পাওনাদারদের কিছু অন্তত টাকা দিন।

নিজের সন্তানদের না খেতে দিয়ে, চাকরিহারাদের চাকরি কেড়ে নিয়ে, আপনি অন্য সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাবেন- এটা এই রাজ্যের বহু মানুষ চাইছেন না। পুজোর সময় যদি একদল মানুষ খিদের জ্বালায় ছটফট করেন, তাহলে আসলে দেবীকেই অসম্মান করা হয়। সেই পরিস্থিতি যাতে না হয়, সেজন্য তাই আগে সরকারি কর্মীদের বাঁচাতে পদক্ষেপ করুন। এবং চাকরিহারাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন । এটাই হবে শুভবুদ্ধির পরিচয়।

মমতা চক্রবর্তী
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ব্যাংক নিয়ে প্রয়োজনীয় লেখা

২৮ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যাংকের ন্যূনতম ব্যালেন্সে অশনিসংকেত' শীর্ষক লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল। লেখাটি সময়োপযোগী এবং গ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য।

ব্যাংক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যই ছিল দেশের বেশি জনগণকে ব্যাংকের উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়া এবং সেইসঙ্গে দেশের উন্নতিসাধন করা। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে এখন প্রকৃত সব লেনদেনই ব্যাংকের মাধ্যমে হচ্ছে। কালো টাকায় যে লেনদেন হচ্ছে না তা কিন্তু নয়। তবে সেটা অন্য বিষয়।

যাইহোক, এটুকু বলতে পারি আগামীদিনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা অবশ্যই করণীয় একটি কাজ বলে গণ্য হবে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলে অনেক কাজ করাই যাবে না।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

হারিয়ে যাচ্ছে ভাদু উৎসব ও গান

ভাদু উৎসব ভাদ্র মাসের উৎসব। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে ভাদুপুজো হয়ে থাকে। আজ এসব বিলুপ্তির পথে।

সঞ্জয় সাহা

'কাছের মানুষ দূরে থুইয়া,
মরি আমি ধড়ফড়াইয়া রে'

ভাদ্র মাসে মেয়েরা ভাদুলি ব্রত করে থাকে। এই ব্রত সেদিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন এদেশে সওদাগররা সপ্তডিঙা ভাসিয়ে সমুদ্রে বাণিজ্য করে ঘরে ফিরে আসত। ব্রতের ছড়ায় আজও সেই ছবিগুলো ধরা পড়ে থাকে। অবশ্য আজ আর সেই সওদাগর নেই। আজ সেই বাণিজ্যও নেই। কিন্তু এই ব্রতের ভেতর দিয়ে মনে পড়ে যায় সেই আপনজনের কথা যারা দূরে আছে। আর সেইসঙ্গে বাড়ির ঘরে অপেক্ষারত প্রেমিকার কথা ভেবে তার সাতসমুদ্রে পাড়ি দেওয়া প্রেমিক হয়তো এটাই বলত, 'ওরে নীল দরিয়া, আমায় দেরে ছাড়িয়া,
একলা ঘরে মন বধুয়া আমার রইছে পন্থ চাইয়া।'

ভাদু উৎসব ভাদ্র মাসের উৎসব। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে ভাদুপুজো হয়ে থাকে। ব্রতের ক্ষেত্রে ভাদ্র মাসের প্রারম্ভেই শুরু হয় মেয়েলি ব্রত। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এবং লাগোয়া বিহার, ঝাড়খণ্ডের দু'-একটা জেলায় প্রধানত ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসব এই ভাদু উৎসব, যা বাংলা লোকসংস্কৃতি থেকে বর্তমানে হারানোর পথে।

আদিবাসী, সাঁওতালদের মধ্যে করম গান ও উৎসব পালন করার রীতি ছিল এই বর্ষাকালে। তা-ও আবার বিশেষভাবে ভাদ্র মাসে।

ভদ্রাবতী সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি পুরুলিয়ার রঘুনাথগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিং দেওয়ের কন্যা।

১৮৫৮ সালে বিয়ের আগের দিন কোনও এক আকস্মিক কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। ভদ্রাবতী ১৭ বছর বেঁচে ছিলেন। একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে রাজা শোকাহত হয়ে পড়েন। প্রজাকুলের ইচ্ছায় মিত্র-মন্ত্রীদের সহযোগিতায় শুরু হয় ভাদুর স্মৃতি তর্পণ।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো, ভাদুর জন্ম এবং মৃত্যু দুই-ই ভাদ্র মাসে। তাই ভাদ্র মাসে হিন্দুদের কোনও বিবাহ থাকে না।

ধর্মীয় মতে, ভাদ্র মাসে যে রমণী লক্ষ্মীপুজো করেন তাঁর উপরে যশোলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী প্রসন্ন হন। সেই সূত্রে মনে হয়, ভাদু আসলে শস্যদেবী। ধান ওঠার ফলে চাষিদের ঘরে শস্য বন্দনার যে রেওয়াজ ছিল, তা নানা বিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠে ভাদুদেবী রূপে।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট রাজপরিবারের রাজা নীলমণি সিং দেওয়ের তৃতীয় কন্যা ভদ্রাবতীর বিবাহের দিন বিবাহ করতে আসা পাত্র সহ বরযাত্রীগণ ডাকাত দলের দ্বারা খুন হলে ভদ্রাবতী হবু স্বামীর চিতার আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই কাহিনী ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার পুরুলিয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। প্রিয় কন্যাকে স্মরণীয় রাখতে রাজা নীলমণি ভাদু গানের প্রচলন করেন। যদিও রাজার তিন পত্নী ও দশ পুত্রের উল্লেখ থাকলেও কোনও কন্যাসন্তানের উল্লেখ নেই রাজপরিবারের বংশতালিকায়। ভাদু-উৎসব, ভাদু গানের লোককথা ও তার প্রেক্ষাপট কতটা প্রাসঙ্গিক? বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই একটা প্রশ্ন থেকেই যায়।

(লেখক মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সাহেবের আদরের অবিবাহিত মেয়ে ৩। সুরধর্মী গীতিময় কবিতা ৫। লঙ্কার যুদ্ধে যে বারো বছরের কিশোরকে রাম হত্যা করেছিলেন ৭। গায়েব করে দেওয়া ৯। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার ১১। চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতম ১৪। পরিমাণে খুবই অল্প ১৫। আকুল, কাতর, উৎকণ্ঠিত।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত কালো রংয়ের ২। নিষেধ করা হয়েছে এমন ৩। দেবী ভগবতী বা সরস্বতী ৪। অবাধ্যতা বা অতিক্রম করা ৬। ডান হাত কপালে তুলে অভিবাদন ৮। মাটি থেকে রস নিয়ে কাণ্ডে জমিয়ে রাখে যে গাছ ১০। লাঠি হাতে জমিদারের লোক ১১। স্তম্ভিত এবং বাক-রুদ্ধ ১২। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি ১৩। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

সমাধান ■ ৪২৩০

পাশাপাশি : ১। মন্তাজ ৩। নত ৫। গলি ৬। পানসি ৮। জড়ুল ১০। এক্তেলা ১২। মাতন ১৪। ডগা ১৫। খাজা ১৬। দাবাং।

উপর-নীচ : ১। মমতাজ ২। জগদ্দল ৪। তর্জন ৭। সিম ৯। গোমা ১০। একগাদা ১১। লাইটিং ১৩। তনখা।

বিন্দুবিসর্গ

নেতারা ধৃত

পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি অধিকার রক্ষা মঞ্চের বিধানসভা অভিযান কলেজ স্কোয়ারেই শেষ। বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সহ নেতাদের গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করল বিজেপি।

যাবজ্জীবন

স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যা ও অপরাধের প্রমাণ লোপাটের জন্য স্বামীকে যাজ্জীবন কারদণ্ড দিল নিম্ন আদালত। স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রেমিককে ধর্ষক বলেছিলেন স্ত্রী। ২০১৮ সালের ঘটনা।

জাতীয় শিক্ষক

জাতীয় শিক্ষক সম্মান পেলেন রাজ্যের দুই শিক্ষক সুকান্ত কোনার ও ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি মিলল।

ফের বৃষ্টি

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওড়িশার থেকে আসা নিম্নচাপটি সরে গিয়েছে।

অতীনের বাড়িতে সিবিআই

আরজি করের দুর্নীতি মামলার তদন্তে ৩ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। শুক্রবার দুপুর ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে পৌঁছোয় সিবিআইয়ের তিনটি গাড়ি। হাতে ফাইলপত্র নিয়ে তাঁর বাড়িতে ঢোকেন সিবিআই আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের সময় বিধায়ক অতীন আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য ছিলেন। মূলত রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে কী বিষয়ে আলোচনা হত তা জানতেই বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছোন সিবিআই আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁর বাড়ি থেকে বের হন তদন্তকারীরা।

অতীন বলেন, 'সিবিআইয়ের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। লিপিবদ্ধ করে তাঁরা চলে গিয়েছেন। আমি আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্যপদে ছিলাম। সেখানে আমার ভূমিকা সীমিত ছিল। বছরে তিন-চারটে বৈঠক হত। ২০২২ সাল থেকে বৈঠকর শুরু হয়। ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ১২টি বৈঠক হয়েছে। তার মধ্যে ৮ থেকে ১০টিতে গিয়েছি।' কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই। এই পদক্ষেপে অবশ্য সন্তুষ্ট অভয়ার পরিবার। অভয়ার বাবা বলেন, 'এতদিন পর অতীন ঘোষের নাম সামনে এসেছে। আমরা আগে থেকেই জানতাম। এখনও একজন বাকি রয়েছেন। তাঁর নামও প্রকাশ্যে আসবে।'

এর আগে শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা আরজি কর কাণ্ডের সময় রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতে ২৩ অগাস্ট হানা দিয়েছিল সিবিআই। তাঁর সিঁথির বাড়িতে তিন ঘণ্টা ধরে সুদীপ্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তার ছয় দিনের মাথায় কাশীপুর বেলগাছিয়ার বিধায়কের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, বিএনএসএস ১৭৯ অনুযায়ী সাক্ষ্য হিসেবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আগে থেকেই তাঁকে নোটিশও দিয়েছিল সিবিআই।

সিবিআইয়ের তল্লাশি চলার সময় বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

তদন্তকারীরা বেরিয়ে যেতেই অতীন বলেন, 'বাড়িতে সিবিআই এসেছে বলে আমার কোনও খেদ নেই। আমার রাজনৈতিক চরিত্র কী আপনারা সবাই জানেন। ১৫ বছর ধরে কলকাতা পুরনিগমে স্বাস্থ্য বিভাগ সামলাচ্ছি। আমার বিরুদ্ধে কেউ কখনও আঙুল তুলতে পারেননি। ওদের যে উদ্দেশ্য থাকুক, আমি তাতে কিছু মনে করি না। কারণ আমি জানি, এতে আমার কোনও ভূমিকা নেই।'

আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্যপদে থাকা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে পদাধিকার বলে আমি সদস্য ছিলাম। এখনও সরকার আমাকে সদস্য রেখেছে। সরকারি প্রতিনিধি করেছে। এখন অধ্যক্ষ, এমএসভিপির মিটিংয়েও তো আমাকে যেতে হয়। সিবিআইয়ের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।' ১৪ অগাস্ট আরজি করের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ককে বিঁধে অভয়ার বাবা বলেন, 'তাঁর নেতৃত্বে এই ঘটনা হতে পারে। তবে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই।'

এসআইআর প্রসঙ্গে ধুন্ধুমার বৈঠকে

হস্তক্ষেপ মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : অতিরিক্ত প্রায় ১৪ হাজার বুথে নির্বাচন ইস্যুতে ডাকা সর্বদল বৈঠকে এসআইআর প্রসঙ্গ তুলে ধুন্ধুমার বাধাল বিজেপি-তৃণমূল। শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনি দপ্তরে সর্বদল বৈঠকে রাজ্যে এসআইআর করতে হবে বলে বিজেপি দাবি করায় ফুঁসে উঠল তৃণমূল। প্রতিবাদে সরব বাম-কংগ্রেসও। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হস্তক্ষেপ করতে হল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে। সর্বদল বৈঠককে ঘিরে এধরনের পরিস্থিতি রাজ্যের নির্বাচনি দপ্তরে খানিকটা নজিরবিহীন বলেই দাবি করেছেন পর্যবেক্ষকরা।

১২০০ ভোটার পিছু বুথের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে কমিশন। তার ফলে গোটা রাজ্যে মোট ১৩,৮১৬টি নতুন বুথ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেই বুথগুলির সম্পর্কে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে জানিয়ে মতামত চেয়েছে কমিশন। তার ভিত্তিতে জেলাস্তরে সর্বদল বৈঠকও হয়েছে। সেই বৈঠকে রিপোর্টের ভিত্তিতে এদিন রাজ্যস্তরে ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। সিইও জানিয়েছেন, প্রায় ৯৭ শতাংশ অতিরিক্ত বুথের বিষয়ে এদিনও কোনও আপত্তি ওঠেনি। তৃণমূলের দাবি, বুথ ভাঙলে তা একই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যেই রাখতে হবে। সিপিএমের দাবি, বুথ ভাঙা নিয়ে আপত্তি বাতিল করলে তার কারণও জানাতে হবে কমিশনকে।

এরপরই বিজেপির তরফে রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আচমকাই এসআইআর প্রসঙ্গ তোলেন। জগন্নাথ বলেন, 'রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনে এসআইআর করতে হবে।' বিজেপি এই দাবি তোলার পরই রীতিমতো 'রে রে' করে তেড়ে ওঠেন তৃণমূলের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ পার্থ ভৌমিকরা। বাম-কংগ্রেসও এর প্রতিবাদ করে। বিজেপি বনাম তৃণমূলের বাদানুবাদ এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হস্তক্ষেপ করতে হয় সিইওকে। তিনি জানিয়ে দেন, 'এই বৈঠকের আলোচ্য সূচিতে এসআইআরের কোনও উল্লেখ নেই।' বৈঠকের পর অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'এখানে এসআইআর হবে না। বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার জন্য কমিশনকে হাতিয়ার করছে।'

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বুকে 'নো এসআইআর' লেখা প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে বৈঠকে ঢোকেন। বিজেপির এসআইআর দাবির প্রতিবাদে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য এসআইআরের দরকার পড়ে না। আমাদের নেতা রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছেন কমিশনের মাধ্যমে ভোট চুরি করছে বিজেপি। সেই ভোট চুরি যাতে এরাজ্যে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে।'

সিপিএমের শমীক লাহিড়ির মতে, 'এটা তৃণমূল-বিজেপির পুরোনো খেলা। বুথ সংক্রান্ত আলোচনায় অযাচিতভাবে এসআইআরকে টেনে আনার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিহারে ৯৮ শতাংশের বেশি ভোটারকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কমিশনই বলছে।'

তবে একটি ইস্যুতে সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল ছাড়া বাম-বিজেপি-কংগ্রেস কার্যত এক সুর। এদিনের বৈঠকে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে ডিইও-দের (জেলা শাসক) বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সর্বদল বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নিয়ে ডিইও-রা সিইও-কে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাকে মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন।

যদিও সিইও বলেন, 'বিজেপির তরফে হাজার খানেক বুথের বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। বাকিরাও কিছু অভিযোগ জানিয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব রাজনৈতিক দলকে তাদের দাবি ও আপত্তি নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে বলেছি। সেই অভিযোগ পেলে তা খতিয়ে দেখে ডিইও-দের ফের রিপোর্ট দিতে হবে।' ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারদের নাম কাটা নিয়ে শুধু মৌখিকভাবে অভিযোগই নয়, কমিশনের নির্দিষ্ট ফর্মে তা জানাতে হবে।

নির্বাচন কমিশনে সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস।

সিপিএমের ছাত্রনেতার কুপ্রস্তাব, নালিশ নেত্রীর

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : কসবা আইন কলেজে ধর্ষণ কাণ্ডে প্রতিবাদ করা ছাত্রনেতাই এবার বিতর্কের মুখে পড়লেন। সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের এক নেতার বিরুদ্ধে যৌন প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠল। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় দলের ছাত্রনেত্রীকে সংগঠন থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ উঠেছে ওই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ছাত্রনেতা এসএফআইয়ের রাজ্য কমিটির সদস্য। তাঁর বিরুদ্ধে এসএফআইয়ের এক মহিলা নেত্রীকে ফাঁকা ফ্ল্যাটে ডাকা, মদ্যপান ও যৌন সম্পর্কের জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই ওই নেত্রী দলের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই অভিযোগপত্র সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম নেতাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা বা কুপ্রস্তাব দেওয়ার মতো অভিযোগ বার বার শিরোনামে এসেছে। এবার ছাত্রনেতার বিরুদ্ধেও তেমনটাই অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে এসএফআই সহ সিপিএম নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, ওই তরুণ নেতা লেকটাউন এলাকার। যে তরুণী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তিনি দুর্গাপুরের বাসিন্দা হলেও পড়াশোনার কারণে দমদমে থাকেন। সেখান থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন। তাঁর অভিযোগ, অভিযুক্ত ছাত্রনেতা তাঁকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ফাঁকা ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপরেও তাঁকে বার বার করে উত্যক্ত করা হত, যৌন সম্পর্কের জন্য চাপ দেওয়া হত। প্রথমে অভিযুক্ত তাঁকে রাজ্য সিপিএমের ফেসবুক পেজে সঞ্চালিকা হিসেবে সুযোগ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু যৌন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে সেই সুযোগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অন্য এক ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে যৌন হেনস্তার ফাঁদ পেতেছিলেন অভিযুক্ত। তাঁর অভিযোগপত্র উচ্চ নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছেন অভিযোগকারিণী।

এই বিষয়ে এসএফআই উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক জানান, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া মেনে পদক্ষেপ করা হবে। দলের অন্দরেই ওই ছাত্রনেতাকে নিয়ে চর্চা, অভিযুক্ত এর আগেও এই ধরনের কাজ করেছেন। এলাকায় সংগঠনের সম্মেলন আটকানোরও অভিযোগ রয়েছে তাঁরা বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক শীর্ষ নেতার মদতে তাঁর এত বাড়বাড়ন্ত। জেলা সংগঠনের অন্দরেও এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

আর যেন কতদিন বাকি...

শুক্রবার কুমোরটুলিতে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপির

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র 'মাথা কেটে নেওয়া'-র হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর এই 'দেশবিরোধী' মন্তব্যের অভিযোগে নদিয়ার কোতোয়ালি থানায় এবার এফআইআর দায়ের করল বিজেপি। মহুয়ার বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিগত কিছুদিন ধরে চর্চা কম হয়নি। কার্যত তর্জা শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে। মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি মুখপাত্র সন্দীপ মজুমদার। তাঁর প্রশ্ন, 'ভারতের বিরুদ্ধে যেসব জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে, একজন সাংসদ হিসেবে রাষ্ট্রবিরোধী কথা বলে মহুয়া কি সেই জঙ্গিদের বন্ধু হিসেবে কাজ করছেন?'

ঘটনার সূত্রপাত কৃষ্ণনগরের পাট্টা বিলির অনুষ্ঠানে গত ২৬ অগাস্ট মহুয়ার যোগদানের সময় থেকে। অনুষ্ঠান শেষে অমিত শা-র বিরুদ্ধে মহুয়া বলেছিলেন,

'ভারতের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করছেন অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের জনবিন্যাস বদলে দিচ্ছে। সেইসময় প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে হাততালি দিচ্ছিলেন। যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে কেউ না থাকে, অন্য দেশের শয়ে শয়ে, লাখে লাখে মানুষ এদেশে ঢুকে পড়ে তাহলে প্রথমেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাথা কেটে প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে রাখা উচিত।' এই মন্তব্যের পরই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মহুয়াকে দেখলে বোঝা যায় ইংরেজি জানলেই যে শিক্ষিত হয়, তা ঠিক নয়।' মহুয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'দলটাই তো অনুপ্রবেশকারী। এটা তো প্রমাণিত, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভোট বাড়ায় তৃণমূল। তাই প্রশ্নটা মহুয়ার নিজের দলকেই করা উচিত।'

শিক্ষাকর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি এসএসসি'র

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : রাজ্যে নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি মিলল। সরকারপোষিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শুরু হচ্ছে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া। শুক্রবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন। সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শুরু করা হবে এই প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে শুক্রবার নিম্ন আদালতে গ্রুপ সি-র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ১৭ পাতার চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর আগে এই মামলায় দুটি চার্জশিট জমা দিয়েছিল তারা। জানা গিয়েছে, তৃতীয় চার্জশিটে নতুন কারোর নাম নেই। তবে সম্প্রতি পাঁচজনের কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিন এসএসসি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায়, প্রথম রাজ্যস্তরের সিলেকশন টেস্ট বা এসএলএসটির মাধ্যমে নিয়োগ হবে গ্রুপ সি-র ক্লার্ক ও গ্রুপ ডি পদে। গ্রুপ সি-র ক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা ২৯৮৯টি। গ্রুপ ডি-র ক্ষেত্রে শূন্যপদ ৫৪৮৮। মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারবেন গ্রুপ সি'র পদে। অষ্টম শ্রেণির উত্তীর্ণরা আবেদনের সুযোগ পাবেন গ্রুপ ডি পদে। সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর।

> নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরা আশঙ্কা করছি যে শনিবার অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হলে সেখানে আদৌ শিক্ষাকর্মীদের উল্লেখ থাকবে কি না। এমনিতেই আমাদের বেতন বন্ধ। আশা করব, অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।
>
> **অমিত মণ্ডল**
> চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী

শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করা যাবে এই পদগুলির জন্য। ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা থেকে শুরু হবে এই আবেদন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আবেদনের ফি জমা দেওয়া যাবে ওইদিন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এসএসসি জানিয়েছে, নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও সম্পূর্ণ তথ্য ওই দিন থেকে পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে।

চাকরিহারা অমিত মণ্ডল বলেন, 'নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরা আশঙ্কা করছি যে শনিবার অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হলে সেখানে আদৌ শিক্ষাকর্মীদের উল্লেখ থাকবে কি না। এমনিতেই আমাদের বেতন বন্ধ। আশা করব, অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।' এই পরীক্ষায় 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা আবেদন করতে পারবেন না। চাকরিহারা বিক্রম পোলে বলেন, 'স্বস্তি খুব একটা পেয়েছি তা বলব না। যতক্ষণ না ৩১ অক্টোবর বিস্তারিত তথ্য পাচ্ছি, ততক্ষণ ধোঁয়াশায় থাকব।'

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার মুনাফায় নজর নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার মুনাফায় এবার সরাসরি হাত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এখন থেকে শিল্প সংস্থাগুলিকে তাদের বার্ষিক মুনাফার ওপর ডিভিডেন্ডের অর্থ সরাসরি রাজ্য সরকারি কোষাগারে পাঠাতে হবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করার জরুরি নির্দেশিকাও শুক্রবার নবান্নে অর্থ দপ্তর জারি করেছে। অর্থ দপ্তরের সচিব প্রভাতকুমার মিশ্র শুক্রবার এক নির্দেশিকা (নম্বর ৭৬১-এফবি) জারি করে এ বিষয়ে সব সরকারি দপ্তরকে এই সংক্রান্ত 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' তৈরি রাখার কথা উল্লেখ করেছেন।

এদিন নবান্নে অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, নানান ক্ষেত্রে লাগাতার আর্থিক চাপ সামাল দিতেই রাজ্য সরকারকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়ন, কর্মচারীদের বেতনের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে নিয়মিত বিশাল অঙ্কের অর্থের সংস্থান রাখতেই হচ্ছে।

শোভন-রত্নার বিচ্ছেদ নয়, একত্রবাসেও না

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : 'আইনে যাই হোক, বৈশাখীর সঙ্গেই থাকব', বিবাহবিচ্ছেদ মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ার পরে জানালেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়ারও প্রস্তুতিও নিচ্ছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র। স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শোভন। পালটা শোভনের সঙ্গে থাকতে চেয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন রত্নাও। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে মামলা চলার পর শুক্রবার দুটি আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক। অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ বা একত্রবাসের কোনও সুযোগই পেলেন না দুজনেই। ফলে এখনও শোভনের আইনত স্ত্রী বেহালা পূর্বের বিধায়ক রত্না। কিন্তু শোভন থাকতে চান বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

তাঁর ছেলে ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় বাবার উদ্দেশে বললেন, 'প্লিজ পাপা, কাম ব্যাক পাপা। নাথিং ইজ টু লেট। উই উইল ফিক্স ইট।' ট্যাটুভরা দু'হাত বাড়িয়ে বেহালার পর্ণশ্রীতে ফেরার আবেদন করেন ঋষি।

দীর্ঘদিন ধরে নিম্ন আদালতে এই মামলাটি চলছিল। এর মাঝে বিষয়টি হাইকোর্টে গড়ায়। কিন্তু হাইকোর্ট পুনরায় সেই মামলা নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠায়। এদিন দুজনেরই আর্জি খারিজ হওয়ার পরও নিজের জয় দেখছেন রত্না। তিনি বলেন, 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের অনেক সময় ক্ষমতার কাছে হেরে যেতে হয়। আমি সব নারীর হয়ে সেই জয় পেয়েছি।' বিষয়টি নিয়ে খুশি তাঁদের সন্তান ঋষিও। কিন্তু বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন। তিনি জানান, রত্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের এখনও যতটুকু আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা কাটাতে যতদূর প্রয়োজন ততদূর যাবেন। ইতিমধ্যেই ফোনে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শও সেরে ফেলেছেন তিনি। তাঁর তুলে ধরা কারণগুলি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করছেন তিনি।

দেশে প্রথম পরিবেশবান্ধব বাজি রাজ্যে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : দেশে প্রথম 'কোল্ড ফায়ার ক্র্যাকার' বা পরিবেশবান্ধব বাজি উৎপাদন শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটি ও বজবজের মহেশতলায় আগামী বছরের শুরুতেই উৎপাদনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত। দুর্গাপুজোর আগে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই দাবি করল 'অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। তাদের বক্তব্য, এই উদ্যোগ সফল হলে সুবিধা পাবেন দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ। দেশের আয় হওয়ার সম্ভাবনা ২০০ কোটি টাকারও বেশি। চিন থেকে এতদিন এই বাজি দেশে আমদানি হত বলেই জানিয়েছে সংগঠন।

সামনেই দীপাবলি। উৎসবে বাঙালির এখন অন্যতম ভরসা 'কোল্ড ফায়ার ক্র্যাকার'। বিয়েবাড়িতে কিংবা কোনও ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিশেষত এই ধরনের পরিবেশবান্ধব আতশবাজি ব্যবহার করা হয়। গবেষকরা বলেন, ফোয়ারা আকৃতির এই বাজিতে রাসায়নিক দূষণের পরিমাণ অনেকটাই কম। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজি ব্যবসায়ীদের জন্য সিদ্ধান্ত ক্লাস্টার তৈরির নিয়েছিলেন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জমি সহ একাধিক সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে এজন্য। প্রশাসন সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা সহ কয়েকটি জেলায় এই ক্লাস্টারের জন্য ৪০ একরের মতো জমি ইতিমধ্যেই পেয়েছে রাজ্য সরকার। দীপাবলির আগেই রাজ্যে সবমিলিয়ে ১৫০টিরও বেশি বাজি মেলা হওয়ার কথা রয়েছে।

চম্পাহাটি, বজবজে প্রস্তুতি শুরু

শুক্রবার বাজি নির্মাতাদের সাংবাদিক বৈঠক। কলকাতায়।

রাজ্যভিত্তিকভাবে একটি বাজি হাবও তৈরির প্রস্তুতি চলছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের দাবি, পূর্ব মেদিনীপুরে প্রায় ১৫ হাজার লোক এই শিল্পে যুক্ত থাকলেও লাইসেন্স না পাওয়ায় তাঁরা কাজ পাচ্ছেন না। এছাড়াও পরিবহণে সমস্যা তৈরি করছে পুলিশ। তাই রাজ্যে বাজি ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে একটি অস্থায়ী বাজার তৈরি করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন বাজি ব্যবসায়ী শুকদেব নস্কর।

তিনি জানিয়েছেন, নাগপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ ইনোভেশন টেকনলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাহায্য নিয়ে জার্মান ও ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিকরা রাজ্যে এসে আগামী জানুয়ারি মাসে ব্যবসায়ীদের কোল্ড ফায়ার ক্র্যাকার তৈরির প্রশিক্ষণ দেবেন। তারপরই রাজ্যে প্রশাসনিকভাবে শুরু হতে পারে এই ধরনের বাজি তৈরি ও তার ব্যবসা। ব্যবসায়ী মানব নাইয়া বলেন, 'আমাদের রাজ্য থেকে অসম, নাগাল্যান্ড সহ উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যে বাজি রপ্তানি করা হয়। এদিকে বাজি তৈরিতে সবথেকে বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় এখানেই। সরকারের কাছে অনুরোধ করব, প্রত্যেকটি শিল্পীকে যথাযথভাবে লাইসেন্সের ব্যবস্থা শীঘ্রই করে দেওয়া হোক।' সম্পূর্ণ উদ্যোগ সফল হলে দেশে ও বিদেশে লাভের সম্মুখীন হবে রাজ্য, এমনটাই আশা করছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল।

ঘুষ অস্বীকার জীবনকৃষ্ণের

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করলেন ইডির হাতে ধৃত বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। তাঁর বিরুদ্ধে চাকরিপ্রার্থীদের থেকে দফায় দফায় টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এসএসসির নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ 'সি' ও 'ডি'-এর প্রার্থীদের থেকে আলাদা আলাদা রেটে টাকা তুলতেন তিনি। কিন্তু টাকার প্রশ্নে অন্য যুক্তি দেখিয়েছেন বিধায়ক। ওই টাকা তিনি চাকরিপ্রার্থীদের থেকে নেননি বলে দাবি করেছেন। তাঁর যুক্তি, এই টাকা জমি লেনদেন সংক্রান্ত। এর সঙ্গে চাকরির কোনও সম্পর্ক নেই।

সতর্ক করলেন অভিষেক

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : আত্মতুষ্টি যেন পরাজয়ের কারণ না হয়, পূর্ব বর্ধমানের জেলাওয়াড়ি বৈঠক থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে তৈরি এই সাংগঠনিক জেলা। শুক্রবার প্রথম দফায় আটটি ও দ্বিতীয় দফায় আটটি সাংগঠনিক জেলাকে নিয়ে বৈঠক সারলেন অভিষেক।

সম্প্রতি মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর ওপরে আক্রমণের অভিযোগ উঠেছিল দলের ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ধরনের কোন্দল সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। বলেছেন, কোনওভাবে আত্মবিশ্বাস যেন গণ্ডি অতিক্রম না করে। তারই সঙ্গে পাড়ায় সমাধান শিবিরের প্রচার বাড়ানোর জন্য জেলার কর্মী-সমর্থকদের নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

হাতে রইল ১ মাস

রূপচর্চার ৩০ দিন

যেভাবে ক্যালেন্ডার তৈরি করবেন

দিন ১। শুরুর দিনেই প্রতিজ্ঞা করুন, যা করবেন মন থেকে করবেন। নিজের জন্য করবেন। আর তার জন্য শুরুর দিনেই শরীর-মুখের মৃত কোষ পরিষ্কার করুন। ভালো মানের স্ক্রাব দিয়ে মুখের মৃত কোষ হটিয়ে দিন।

দিন ২। দ্বিতীয় দিন থেকে দু'বার করে ক্লিনজার, টোনার ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার শুরু করুন।

দিন ৩। আপনি কি ঘর সামলান? নাকি কাজের জন্য বাইরে বেরোতেই হয়! যাইহোক না কেন, তৃতীয় দিন থেকেই সানস্ক্রিন লোশন মাখতে শুরু করুন।

দিন ৪। শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি খুবই জরুরি। তাই মালিশ শুরু করুন মুখ ও শরীরের অন্যান্য অংশে।

দিন ৫। আগের নিয়মগুলি মেনে চলার পাশাপাশি ত্বকের পর্যাপ্ত পুষ্টির জন্য ভালো মানের খাওয়াদাওয়া করছেন তো! সেদিকে নজর দিন।

দিন ৬। যে ব্রাশ-তুলি ব্যবহার করে আপনি সুন্দরী হয়ে ওঠেন, সেই ব্রাশ-তুলিগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। একই তুলি বারবার ব্যবহার না করাই ভালো। যদি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে অবশ্যই সেগুলো পরিষ্কার করুন। নাহলে ত্বকের দফারফা হতে পারে।

দিন ৭। মুখের মধ্যে ময়লা জমে প্রতিদিন। গরম জলের ভাপ নিলে রোমকূপগুলো ভালোভাবে খুলে যায়। তাই মুখে গরম জলের ভাপ নিন।

দিন ৮। আজ রূপচর্চার প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু। আজ থেকে সিরাম ব্যবহার শুরু করে দিতে পারেন।

দিন ৯। জলই জীবন। এ কথা কে না জানে! তাই নিয়ম করে দিনে কম করে পাঁচ গ্লাস জল পান করুন। কারণ, শরীরে জলের টান পড়লে শরীর রুক্ষ হয়ে যায়।

দিন ১০। আপনার ত্বকের জন্য প্রতিদিন ভিটামিন সি-এর প্রয়োজন। তাই টক জাতীয় ফল, বিশেষ করে মুসাম্বি, কমলালেবু প্রভৃতি খাওয়া শুরু করুন।

দিন ১১। আজ থেকে খাদ্যে কিছু পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করুন। অতিরিক্ত শর্করাসমৃদ্ধ খাবার কমিয়ে ফেলুন। চাইলে দুধ থেকে তৈরি খাবারও ছেঁটে ফেলুন।

দিন ১২। আপনার মুখে কি আর্দ্রতা কমে গিয়েছে! তাহলে আজ থেকে হাইড্রেটিং মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন।

দিন ১৩। চোখের কোলে কালি জমে সঠিক সময়ে না ঘুমোলে। কিংবা পরিমাণমতো না ঘুমোলে। চেষ্টা করুন দিনে অন্তত ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমোতে।

দিন ১৪। ঘুমোবেন তো বটেই, কিন্তু যে কালি ইতিমধ্যে চোখের তলায় জমেছে, সেই কালি দূর করতে চোখের নীচে ক্রিম লাগাতে শুরু করুন আজ থেকেই।

দিন ১৫। মাসের অর্ধেক দিনে আপনি। আজ একটা কাজ করুন, রাতভর হাইড্রেটিং মাস্ক পরে থাকুন।

দিন ১৬। ত্বক ভালো রাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিছানার পাশাপাশি বালিশ বা বালিশের তোয়ালে ভালো করে পরিষ্কার রাখা। বালিশের কভার তাই সপ্তাহে অন্তত দু'বার বদলে নিন।

দিন ১৭। স্বদেশি চর্চার পাশাপাশি কোরিয়ান রূপচর্চার দিকে একটু নজর দিতে পারেন।

দিন ১৮। মুখের পাশাপাশি ঠোঁট ও ঠোঁটের চারপাশ ভালো করে পরিষ্কার করুন।

দিন ১৯। বেশি চা-কফি এড়িয়ে চলুন।

দিন ২০। ঘরোয়া ফেসপ্যাক দিয়ে মুখে দাগছোপ দূর করার কথা ভুলবেন না।

দিন ২১। টি-ব্যাগ ফ্রিজে রাখুন। ফ্রিজ থেকে বার করে চোখের চারপাশে ঘষে নিন।

দিন ২২। পাত্রে বরফ নিন। সেই পাত্রে মুখ ডুবিয়ে বরফের সেঁক নিন।

দিন ২৩। পুজোর আর মাত্র হপ্তাখানেক। আজ থেকে ভিটামিন খেতে শুরু করুন।

দিন ২৪। মুখের জন্য তেল, না পেলে পুঁচকেদের গায়ে মাখার তেল ব্যবহার করুন।

দিন ২৫। আজকের দিনটা নো ঝামেলা।

দিন ২৬। পুনরায় ভালোভাবে স্ক্রাবার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। ডি-টক্সও করতে পারেন আজ থেকে।

দিন ২৭। পুজো একেবারে দোরগোড়ায়। আজ একবার ফেশিয়াল করিয়ে নিন। নিজের পছন্দের ফেসিয়াল হলেই চলবে।

দিন ২৮। আজ একটু নতুন কাজ করুন। একটা শিট মাস্ক নিয়ে ভিজিয়ে রাখুন নিজের মুখ। দেখবেন, কি আরামটাই না পাচ্ছেন!

দিন ২৯। ঢাকে কাঠি পড়েছে সেই কবে। এবার উৎসবের মেজাজ। তাই বলে এটা-ওটা মুখে তুলবেন না। বিশেষ করে ভাজাভুজি কিন্তু এড়িয়ে চলতেই হবে। তা নাহলে এত চেষ্টায় চোনা পড়বে।

দিন ৩০। মাসের শেষ দিন। আজ ঘুম থেকে উঠেই মনটা কেমন কেমন! সত্যিই কি এটুকুতেই রূপে জোয়ার এল! যদি রূপচর্চার ক্যালেন্ডার মেপে শুরু করার দিনে একটা সেলফি তুলে থাকেন, তাহলে আজ একটা সেলফি তুলুন। পার্থক্যটা নিজেই টের পাবেন।

পুজোয় চাই মুঠোয় ধরা কোমর? শুরু করুন ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং

শব্দটা পড়েই কি মাথা বোঁ বোঁ! ভাবছেন, এটা আবার কি! তাহলে চটপট পড়ে ফেলুন লেখাটা।

আসলে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং। এই উপোস শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ কমিয়ে দেয়। যার ফলে ওজন কমে। সেইসঙ্গে হরমোন লেভেলে বদল এনে ওজন কমাতে সাহায্য করে।

এছাড়া এটি শরীরের ইনস্যুলিন কমিয়ে গ্রোথ হরমোনকে বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি চর্বি ঝরানোর হরমোন নোরাড্রেনালিনের নিঃসরণও বাড়িয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে এর ফলে পেটের চারপাশের ক্ষতিকর চর্বি, যেগুলোর কারণে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোও ঝরে যায়। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং-এর সুফল নির্ভর করে কম ক্যালোরি গ্রহণের উপর। খাবার গ্রহণের সময় অতিরিক্ত খেয়ে ফেললে তেমন সুফল পাবেন না।

এখানে, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি শেয়ার করা হল--

১৬/৮ ঘণ্টা ফাস্টিং :

এই পদ্ধতিতে সকালের ব্রেকফাস্ট করবেন না। বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া করবেন। এরপর ১৬ ঘণ্টার ফস্টিং।

তবে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করার ভালো সময় হল ডিনারের পরে। রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাকি সময়টা উপোস দিন। ফলে, ঘুমানোর সময়েই ৭-৮ ঘণ্টা এমনিতেই গ্যাপ হয়ে যাবে। আর সকালে সময়মতো খেলেই হল।

খান-থামুন-খান :

এই পদ্ধতিতে ২৪ ঘণ্টা করে কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, প্রতি সপ্তাহে ১ বা ২ বার। যেমন ধরুন একদিন রাতের খাবার খেয়ে পরদিন রাতে খাবেন।

৫/২ ডায়েট :

এই পদ্ধতিতে প্রতি সপ্তাহে পরপর ২ দিন ৫০০ থেকে ৬০০ ক্যালোরির খাদ্য গ্রহণ করুন। বাদবাকি দিনগুলোতে স্বাভাবিক খাবার খান।

১৬/৮ ঘণ্টার পদ্ধতিটি সহজ বলে মনে হয় অনেকের কাছে। এটি সবচেয়ে জনপ্রিয়ও বটে।

খাবার কেমন হবে :

ফাইবারে ভরপুর ফল ও শাকসবজি রাখুন খাদ্যতালিকায়।

অঙ্কুরিত ছোলা, চিকেন, অল্প তেলে রান্না মাছ, স্যালাড, সবজির তরকারি, ডিম ইত্যাদি খেতে পারবেন। ব্রাউন রাইস খেলে বেশি ভালো হয়। ব্রকোলি, আলু, আমন্ড বাদাম, পপকর্ন, গোটাশস্য বেশি করে খান।

এছাড়া খাবারের তালিকায় তাজা ফলের ক্ষেত্রে এমন ফল রাখুন যেগুলো কম মিষ্টি।

যেমন মিষ্টি কম এমন ফল হল-- আপেল, কমলা, মাল্টা, আঙুর, আনার, জাম, আমলকি ইত্যাদি।

একটা ডায়েট চার্ট তৈরি করে ফেলুন। কখন কী খাবেন, কতটা খাবেন, তা লিখে রাখুন। ফাস্টিংয়ের পরে বেশি খেয়ে ফেললে চলবে না।

ফাস্টিং কখন করবেন না :

আপনি যদি আন্ডার ওয়েট হয়ে থাকেন বা আপনার যদি ইটিং ডিজ-অর্ডার থেকে থাকে। তবে, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করতে যাবেন না।

খাবার সময় জাংক ফুড বা অতিরিক্ত ক্যালরি যুক্ত খাবার খাবেন না, তাহলে ফাস্টিং কাজ দেবে না।

তাল সে তাল মিলা

বাজারে এখন তাল-তাল তাল। পাকা তাল। সেই জন্মাষ্টমী থেকে তালের পিঠেপুলি বানানোর ধুম পড়েছে। তালের পিঠের কথা আমরা জানি, কিন্তু তাই বলে লুচি? কীভাবে বানাবেন তালের লুচি।

তালের লুচি

যা যা লাগবে :

তালের রস ১ কাপ, ময়দা ২ কাপ, সুজি ২ টেবিল চামচ, গুড় বা চিনি ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো (মাখানো ও ভাজার জন্য)।

যেভাবে তৈরি করবেন :

একটি বড় বাটিতে ময়দা, সুজি, গুড় বা চিনি ও এক চিমটি লবণ মিশিয়ে নিন। এবার ধীরে ধীরে তালের রস মাখতে থাকুন। নরম কিন্তু শক্ত খামির তৈরি করতে হবে (সাধারণ লুচির ডো যেমন হয়)। খামির ঢেকে অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন। খামির থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। হাত দিয়ে গোল করে নিয়ে বেলন দিয়ে পাতলা গোল লুচি বানান। কড়াইতে তেল গরম করুন। মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন। একে একে লুচি ছাড়ুন। লুচি ফুলে উঠবে ও সোনালি হয়ে আসবে। গরম-গরম লুচি নামিয়ে নিন। পরিবেশন করুন।

তাল, নারকেল বড়া

যা যা লাগবে

চালের গুঁড়ো ৫০০ গ্রাম, ময়দা আধকাপ, তালের পিউরি এককাপ, নারকেল কোরানো এককাপ, চিনি বা গুড় দু-কাপ, এলাচগুঁড়ো সামান্য, লবণ স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য, জল প্রয়োজনমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে চালের গুঁড়োর সঙ্গে সব উপকরণ ও সামান্য জল ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ব্যাটার তৈরি করে নিন। তারপর কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে ছোট ছোট বড়ার মতো দিয়ে কম আঁচে ভেজে নিন। পিঠে বাদামি রং নিলে ওভেন থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

কলাপাতায় তালপিঠে

যা যা লাগবে

চালের গুঁড়ো ৫০০ গ্রাম, তালের পিউরি দু-কাপ, নারকেল কোরানো আধকাপ, চিনি বা গুড় দেড়কাপ, লবণ স্বাদমতো, কলাপাতা প্রয়োজনমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে চালের গুঁড়োর সঙ্গে সব উপকরণ ভালোভাবে মাখিয়ে একটি নরম ব্যাটার তৈরি করে নিন। তারপর কলাপাতা ভালোভাবে পরিষ্কার করে, কলাপাতার উপরে ব্যাটার অল্প করে নিয়ে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে রুটির মতো করে, উপরে আরেকটি কলাপাতা দিয়ে ঢেকে দিন। তারপর ওভেনে প্যান বসিয়ে তাতে সামান্য তেল দিয়ে কলাপাতায় বানানো পিঠে এপাশ-ওপাশ করে ভালোভাবে ভেজে নিন। ভাজা হলে কলাপাতা থেকে বের করে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মন্দিরে দানের অর্থ দেবতার, রায় হাইকোর্টের

চেন্নাই, ২৯ অগাস্ট : মন্দিরে ভগবানের উদ্দেশে যে দান করা হয়, দেবতাই তার একমাত্র অধিকারী, অন্য কেউ নয়। সরকারের তাতে অধিকার নেই। সরকার সেই অর্থ ব্যবহার করতে পারে না। একটি মামলায় এমনই রায় দিল মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্ট জানিয়েছে, মন্দির তহবিলের অর্থ দেবতার সম্পত্তি। তা শুধুমাত্র ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা যাবে।

তামিলনাড়ু সরকার মন্দির তহবিলের অর্থ দিয়ে ২৭টি মন্দিরে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিবাহ-হল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সরকারের সেই নির্দেশ বাতিল করে বিচারপতি এসএম সুব্রহ্মণ্যিয়াম ও বিচারপতি জি অরুল মুরুগান বলেছেন, 'মন্দিরে দান করা অর্থ ও সম্পত্তি দেবতার। তার প্রকৃত মালিক দেবতাই।' মন্দিরে ধর্মীয় উৎসব, মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা উন্নয়নে মন্দিরের টাকা ব্যবহার করা যাবে। ধর্ম সংক্রান্ত নয় এমন কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

ঊর্ধ্বমুখী জিডিপি

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : যাবতীয় পূর্বাভাসকে টেক্কা দিল ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির বাস্তব হার। শুক্রবার প্রকাশিত ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস অফিসের রিপোর্ট বলছে, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। গত অর্থবর্ষের এই সময়ের চেয়ে যা ১.৩ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সংস্থা চলতি অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে পূর্বাভাস জারি করেছিল। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী এই হার ৬.৫ শতাংশ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে সব পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করেছে ভারতের জিডিপি।

অর্থনীতিবিদদের বড় অংশের ধারণা ছিল ট্রাম্পের শুল্কনীতির প্রভাবে (যদিও প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়নি) ভারতের আর্থিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। ৭ শতাংশের নীচে থাকবে জিডিপির বৃদ্ধি। বাস্তব চিত্র অবশ্য অন্য কথা বলছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ভারতের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং আমেরিকার পাশাপাশি ২০০টির বেশি দেশে পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি অর্থনীতির ভিত পোক্ত করেছে। দেশের অর্থনীতি যে আমেরিকায় রপ্তানি নির্ভর নয়, এপ্রিল-জুনের জিডিপি বৃদ্ধির হার সেদিকে ইঙ্গিত করছে।

আরজেডির আর্জি

পাটনা, ২৯ অগাস্ট : বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার মধ্যেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পিছোনোর আর্জি জানাল আরজেডি। ১ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার কথা নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের সকলে এখনও পর্যন্ত আবেদন করে উঠতে পারেননি বলে জানিয়েছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার ওই মামলার শুনানি করতে সম্মত হয়েছে।

ভারতীয়র রহস্যমৃত্যু

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৯ অগাস্ট : বিদেশে রহস্যমৃত্যু হল এক ভারতীয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের। ৩৫ বছর বয়সি ওই তরুণের নাম প্রতীক পাণ্ডে। মাইক্রোসফটের সিলিকন ভ্যালি ক্যাম্পাসে মৃত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। পরিবার ১৯ অগাস্ট সন্ধ্যায় পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়েই অফিসে প্রবেশ করেছিলেন প্রতীক। পরের দিন ভোরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

চিনকে সহাবস্থানের আগাম বার্তা নরেন্দ্র মোদির ■ নজর কোয়াডের দিকেও

বাণিজ্য থেকে মহাকাশ জোটবদ্ধ দিল্লি-টোকিও

টোকিও, ২৯ অগাস্ট : ভারতীয় পণ্যে ২৭ অগাস্ট থেকে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। তার মাত্র দু'দিনের মধ্যে জাপানের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতীয় পণ্যের বিকল্প বাজার তৈরির লক্ষ্যে যে ৪০টি দেশকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে জাপান।

শুক্রবার টোকিও বিমানবন্দরে মোদিকে 'পাধারো হামারে দেশ' বলে নাচে-গানে স্বাগত জানান রাজস্থানি পোশাকে সজ্জিত জাপানি লোকশিল্পীরা। এদিন একের পর এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। বৈঠক করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে। আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের আবহে চলতি সফরে মোদির পাখির চোখ ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য। তবে মোদির দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাণিজ্যের সমান্তরালে কোয়াড এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে বলে জানিয়েছেন সেদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জ।

অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছে তাতে কোয়াডের ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা ছড়িয়েছে। আমেরিকা, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই জোট। কোয়াড ভারতের মতো বড় সামরিক শক্তির সমর্থন হারালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিনের প্রভাব ঠেকানো একরকম অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে কোয়াড সদস্য জাপান এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী চিন দু-পক্ষের কাছেই ভারতের সম্ভাব্য অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শনিবার টোকিও থেকে চিনের উদ্দেশে যাত্রা করবেন মোদি। ৩১ অগাস্ট যোগ দেবেন সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনে (এসসিও)। তার আগে জাপান থেকে চিন ইস্যুতে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, 'বিশ্বের দুই বৃহত্তম দেশ ভারত ও চিনের মধ্যে স্থিতিশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি-সমৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।'

এদিন টোকিওয় দ্বিপাক্ষিক শিখর বৈঠকের পর দু'দেশের মধ্যে ৫টি মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীরা। খনিজ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার, যৌথ মেকানিজম তৈরি সংক্রান্ত নথি হস্তান্তর করেছে দু'পক্ষ। পরে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন মোদি ও ইশিবা। প্রতিরক্ষা তথা আঞ্চলিক শান্তি এবং স্থিতাবস্থা রক্ষায় অভিন্ন নীতি অনুসরণের বার্তা দিয়েছেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, মুম্বই-আহমেদাবাদের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত বুলেট ট্রেন পরিষেবা নিয়েও দুই শীর্ষনেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে। জাপানি ঋণ ও কারিগরি সহায়তায় চলা প্রকল্পটির মাধ্যমে ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার বেগে বুলেট ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বুলেট ট্রেন প্রকল্পে ভারতকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ইশিবা। তিনি বলেন, 'ভারত ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক বহু প্রাচীন। জাপানের উন্নত প্রযুক্তি এবং ভারতের অসামান্য প্রতিভা একে অপরের পরিপূরক। আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নাটকীয়ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। অনেক জাপানি কোম্পানি মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'ভারত ও জাপানের সম্পর্ক শুধু দিল্লি ও টোকিওর মধ্যে সীমিত থাকবে না। এবার ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং জাপানি প্রিফেক্সগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এর ফলে পর্যটন, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নতুন মাত্রা পাবে। ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।' চন্দ্রযান-৫ মিশনে ইসরো ও জাপানের মহাকাশ সংস্থা জাক্সা একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

টোকিওতে ভারত-জাপান ইকনমিক ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দু-দেশের আর্থিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাপান সব সময় ভারতের বিকাশ যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাপানি উৎকর্ষ এবং ভারতীয় দক্ষতা মিলে এক নিখুঁত অংশীদারিত্বের ভিত গড়তে পারে।' উৎপাদন, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার, দক্ষতা বৃদ্ধি সহ ভবিষ্যতের সহযোগিতা ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকনডাক্টর, কোয়ান্টাম কম্পিউটার, জৈবপ্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণার মতো ক্ষেত্রে ভারত-জাপান যৌথ উদ্যোগের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি।

তাঁর কথায়, 'ভারত আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতিগত স্বচ্ছতা এবং চড়া আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস উপভোগ করছে। ভারত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি। খুব তাড়াতাড়ি এটি তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। আজ পৃথিবী শুধু ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা নয়, তার ওপর নির্ভর করছে।' মোদি জানান, বর্তমানে বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধিতে ১৮ শতাংশ অবদান রয়েছে ভারতের।

কী কী চুক্তি

- ■ আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা রক্ষায় অভিন্ন নীতি অনুসরণ
- ■ চন্দ্রযান-৫ অভিযানে একজোট হয়ে কাজ করবে ইসরো ও জাক্সা
- ■ ভারতে হাইস্পিড বুলেট ট্রেন প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্যের আশ্বাস জাপানের
- ■ কোয়াড এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তায় গুরুত্ব
- ■ দু'দেশের মধ্যে মউ স্বাক্ষর ও নথি হস্তান্তর
- ■ ভারতের রাজ্য এবং জাপানি প্রিফেক্সগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি
- ■ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকনডাক্টর, কোয়ান্টাম কম্পিউটার, জৈব প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণায় যৌথ উদ্যোগ

ভারতে বুলেট ট্রেন প্রকল্প

- ■ ৫০৮ কিলোমিটার রেললাইনের মাধ্যমে যুক্ত হবে মুম্বই, আহমেদাবাদ
- ■ ভারতে বুলেট ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ৩৫০ কিমি/ঘণ্টা
- ■ মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ যেতে সময় লাগবে মাত্র ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট
- ■ বুলেট ট্রেনে দুর্ঘটনা ও ভূমিকম্প প্রতিরোধ প্রযুক্তির ব্যবহার
- ■ ২০১৭-তে প্রকল্পের উদ্বোধন হয়
- ■ ট্রেন চলাচল শুরু হতে পারে ২০২৮ নাগাদ
- ■ প্রকল্পের ৮০ শতাংশ খরচ ঋণ হিসাবে দিচ্ছে জাপান

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জাপানের ঐতিহ্যবাহী দারুমা পুতুল উপহার। শুক্রবার টোকিওয়।

হাল ছেড়ো না

টোকিও, ২৯ অগাস্ট : ভারত-জাপান বাৎসরিক সম্মেলনে যোগ দিতে টোকিও গিয়েছেন মোদি। সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে একটি 'দারুমা ডল' (বিশেষ ধরনের পুতুল) উপহার দিয়েছেন দারুমজি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। দারুমা ডল হল একটি ঐতিহ্যবাহী জাপানি পুতুল, যা দেখতে গোলাকার। এর মুখ থাকলেও হাত-পা নেই। পুতুলটি পঞ্চদশ শতকের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বোধিধর্ম বা জাপানি ভাষায় দারুমার প্রতিনিধিত্ব করে। পুতুলের ওপরের অংশটি ফাঁপা এবং নীচের অংশ ভারী হয়। ফলে পুতুলটিকে ফেলে দিলেও সেটি উলটে যায় না। আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। জাপানের হাল না ছাড়ার সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে এই পুতুল। জাপানিদের বিশ্বাস, কোনও লক্ষ্যপূরণের জন্য দারুমা ডল কেনা হলে তা পূরণ হবেই। আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে এবার মোদিকে সেই পুতুল উপহার দিল জাপান।

সারমেয়কে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা... শুক্রবার অমৃতসরের আজনালে।

সম্পর্কে বরফ গলল জিনপিংয়ের চিঠিতে

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমশই মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে ভারতের পাশাপাশি চিনেরও। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ঠেকাতে ভারতকে পাশে পেতে আগ্রহী চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ব্লুমবার্গের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে সেই ইঙ্গিত মিলেছে।

মার্চের ঘটনা। শুল্ক নিয়ে যখন ট্রাম্প ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতিকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে বাণিজ্য যুদ্ধের ইঙ্গিত মিলছে, ঠিক সেই সময় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লেখেন শি।

সীমান্ত নিয়ে ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ভালোমতোই আছে চিনের। কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্রাম্পের মোকাবিলায় নয়াদিল্লির সাহায্য চেয়ে গত মার্চে শি একটি গোপন চিঠি লেখেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে। সেই চিঠিই নাকি ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলানোর শুভসূচনা করেছে, এমনটাই দাবি ব্লুমবার্গের।

গত মার্চ মাসে ট্রাম্প বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করার ইঙ্গিত দেওয়ার পর শি সরাসরি ভারতের রাষ্ট্রপতিকে বার্তা দেন। পরে তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পৌঁছোয়। চিঠিতে চিন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর জুনেই দীর্ঘ বিরতির পর ভারত ও চিন নতুন করে আলোচনায় বসে। সাম্প্রতিক বৈঠকে দুই দেশ ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র ভারত সফরের পর বাণিজ্য ক্ষেত্রেও নতুন সমঝোতা তৈরি হয়েছে। সার, বিরল মৃত্তিকা মৌল এবং টানেল বোরিং মেশিনের রপ্তানি নিয়ে ভারতের উদ্বেগ দূর করার আশ্বাস দিয়েছে বেজিং। এছাড়া দুই দেশ সীমান্ত বাণিজ্য আবার চালু করা, সরাসরি বিমান চলাচল শুরু, কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার সুযোগ বাড়ানো এবং ভিসা শিথিলকরণের মতো পদক্ষেপেও একমত হয়েছে।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনও আস্থার ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের ঘনিষ্ঠতা এবং ভারতের তাইওয়ানের প্রতি ঝোঁক সম্পর্ককে নড়বড়ে করে রেখেছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিকে 'সম্পূর্ণ অগ্রগতি নয়, বরং আংশিক পুনরুদ্ধার' বলেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।

কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট

বাংলা বললেই কি বাংলাদেশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : বাংলাদেশে পুশব্যাক ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, 'শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে কাউকে বাংলাদেশি বলে আটক করে সীমান্ত পেরিয়ে পাঠানো কি আইনসম্মত?' এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে যে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করা হয়েছে, দ্রুত তার শুনানি করতেও বলেছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সীমান্ত রাজ্য হিসেবে বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করে প্রজন্মের পর প্রজন্মে বাংলা কীভাবে আশ্রয়, ভরসা ও সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হয়েছে তার স্বীকৃতি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মিলেছে। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের আবেদনটিতে শুনানির নির্দেশ দিয়েছেন।' তৃণমূলনেত্রীর কথায়, 'বাংলার অনন্য অবস্থান নিয়ে এই সর্বোচ্চ স্বীকৃতি বাংলাভাষী অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিককে আশা জাগাবে। আমাদের দেশে নানা প্রান্তে শ্রম ও ত্যাগস্বীকার করতে থাকা পরিবারগুলি এবার একটু আশার আলো দেখছেন।'

এদিনের শুনানিতে বীরভূমের আদি বাসিন্দা সোনালি বিবিকে দিল্লির রোহিনী থেকে আটক করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ঘটনা তুলে ধরেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি বলেন, 'এই মহিলা অন্তঃসত্ত্বা, তাঁকে জোর করে পুশ আউট করা হয়েছে বাংলাদেশে। সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছেন, বলেছেন উনি নাকি ভারতীয়। তাহলে এই মহিলা এখন কী করবেন?' তিনি বলেন, 'ফরেনার্স অ্যাক্ট বিদেশিদের জন্য প্রযোজ্য, সন্দেহভাজন বিদেশিদের জন্য নয়।'

এক সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জবাব দিতে বলা হয়েছে। কীসের ভিত্তিতে তাঁকে পুশব্যাক করা হল? নির্দিষ্ট ভাষা বললেই কি ভিনদেশি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে? এই ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে এসওপি চেয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিন শুনানির সময় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানতে চান, 'কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বললেই কি তাঁকে বিদেশি বলা হবে?' বিচারপতি সূর্য কান্তও জানতে চান, 'বাংলায় কথা বললেই কি তাঁকে বাংলাদেশি হিসেবে ধরা হচ্ছে?' যদিও সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানান, 'মিডিয়ার খবর সঠিক নয়। ভারত কোনওভাবেই অবৈধ বসবাসকারীদের রাজধানী হতে পারে না। সিস্টেমেটিক অনুপ্রবেশ হচ্ছে, বড় একটি চক্র কাজ করছে। কেউ ভারতীয় হলে প্রমাণ নিয়ে আদালতে আসা উচিত।' এর পালটা যুক্তি দেন মামলাকারী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ-এর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্র বা বিএসএফ বাংলায় কথা বললেই কাউকে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে পুশব্যাক করছে। কোনও প্রমাণ যাচাই না করেই এ ধরনের পদক্ষেপ আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে।' উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পরে বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নোটিশ জারি করে এক সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, 'একটা শ্রেণি যদি জোর করে দেশে ঢোকার চেষ্টা করে, অবশ্যই ব্যবস্থা নিন। কিন্তু যাঁরা আগে থেকে এখানে আছেন, তাঁদের কাছ থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করুন।' বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর মন্তব্য, 'দেশের নিরাপত্তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সাধারণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারও বিবেচনায় রাখতে হবে।'

> সীমান্ত রাজ্য হিসেবে বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করে প্রজন্মের পর প্রজন্মে বাংলা কীভাবে আশ্রয়, ভরসা ও সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হয়েছে তার স্বীকৃতি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মিলেছে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

ট্রাম্প সাবধান!

ওয়াশিংটন, ২৯ অগাস্ট : ভারতের ঘাড়ে বেমক্কা শুল্কের বোঝা চাপিয়ে আমেরিকা কাজের কাজ কিছু করেনি, এতে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে সতর্ক করে এই সাবধানবাণী আওড়ালেন বিশিষ্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদ রিচার্ড উলফ। তিনি জানিয়েছেন, এর ফলে ব্রিকস গোষ্ঠী পশ্চিমে বিকল্প আর্থিক শক্তি হয়ে উঠবে।

রিচার্ড উলফ 'রাশিয়া টুডে'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতকে হাতি ও আমেরিকাকে ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'রাষ্ট্রসংঘের মতে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। সেখানে ভারতকে কী করতে হবে, সেই নির্দেশ দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এ যেন ইঁদুর হাতিকে ঘুসি মারার চেষ্টা করছে।' দেশবাসীর স্বার্থে মোদি সরকার রাশিয়া থেকে তেল কেনা বাড়ানোয় ভারতীয় পণ্যের ওপর বিপুল পরিমাণে শুল্ক চাপিয়েছে ওয়াশিংটন। উলফের বক্তব্য, 'আমেরিকার বাজার বন্ধ হলে ভারত অন্য বাজার খুঁজবে। ব্রিকসের বাকি সদস্য দেশগুলির কাছে পণ্য বিক্রি করবে।'

> রাষ্ট্রসংঘের মতে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। সেখানে ভারতকে কী করতে হবে, সেই নির্দেশ দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এ যেন ইঁদুর হাতিকে ঘুসি মারার চেষ্টা করছে।
>
> **রিচার্ড উলফ**

কুকথার অভিযোগে ধুন্ধুমার বিহারে

পাটনা, ২৯ অগাস্ট : রাহুল গান্ধির ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলার অভিযোগ ঘিরে শুক্রবার ধুন্ধুমার হল বিহারে। পাটনায় প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর ঐতিহাসিক 'সদাকত আশ্রম'-এ এদিন চড়াও হন একদল বিজেপি নেতা-কর্মী-সমর্থক। তাঁদের হাতে ছিল বিজেপির পতাকা এবং লাঠি। ওই দলে ছিলেন বিহারের মন্ত্রী নীতিন নবীন।

রাহুল গান্ধি শাসক শিবিরের আক্রমণ এবং বিজেপির হামলার ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'সত্য এবং অহিংসার সামনে অসত্য এবং হিংসা টিকতেই পারবে না। যত খুশি মারুন, ভাঙচুর করুন, আমরা সত্য ও সংবিধান রক্ষা করে যাব। সত্যমেব জয়তে।' বিজেপির মারমুখী কর্মী, সমর্থকদের মোকাবিলায় তখন পালটা রাস্তায় নামেন কংগ্রেস কর্মীরা। তাঁদের হাতেও ছিল দলীয় পতাকা। রীতিমতো লাঠালাঠি শুরু হয়ে যায় দুই দলের সদস্যদের মধ্যে। মারামারিতে দু-পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। বুধবার দ্বারভাঙায় রাহুল গান্ধির জনসভার পর তাঁর মঞ্চ থেকেই প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর প্রয়াত মাকে কুকথা বলার অভিযোগ ওঠে এক স্থানীয় কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে মহম্মদ রিজভি ওরফে রাজা নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।

লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'আমি রাহুল গান্ধিকে আর্জি জানাতে চাই, যদি ওঁর মধ্যে এতটুকুও লজ্জা থেকে থাকে তাহলে ওঁর উচিত, মোদিজি, তাঁর প্রয়াত মা এবং দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।'

নতুন দায়িত্বে উর্জিত

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : নরেন্দ্র মোদি সরকারের সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেল উর্জিত প্যাটেলের! ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের এই প্রাক্তন গভর্নরকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর কার্যনির্বাহী প্রধানের পদে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করল কেন্দ্রীয় সরকার।

রিজার্ভ ব্যাংকের ২৪তম গভর্নর ছিলেন উর্জিত। তিনি ২০১৬ সালে দায়িত্ব নিলেও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ২০১৮ সালে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন। এর আগে তিনি আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নর হিসাবে আর্থিক নীতি, গবেষণা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সহ একাধিক দায়িত্ব সামলেছিলেন।

তিনি কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যমের স্থলাভিষিক্ত হলেন। সরকার গত মে মাসে সুব্রহ্মণ্যমকে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাস আগেই সরিয়ে দেয়। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর থাকাকালীন উর্জিতের সঙ্গে মোদি সরকারের বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছিল। কেন্দ্রের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাংকের মূলত যে তিনটি বিষয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম সরকারের হাতে থাকা সঞ্চিত অর্থ। সরকারের দাবি ছিল, ওই অর্থ ভোটের আগে উন্নয়নের কাজে লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া ব্যাংকগুলির বিপুল 'নন পারফর্মিং অ্যাসেট' (এনপিএ) এবং মূলধনের অভাব সংক্রান্ত রিজার্ভ ব্যাংকের বিধিনিষেধ নিয়েও কেন্দ্র আপত্তি করেছিল। শোনা যায়, নোটবন্দি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল উর্জিতের।

'পণের বলি' ইঞ্জিনিয়ার শিল্পা

বেঙ্গালুরু, ২৯ অগাস্ট : উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডার পর বেঙ্গালুরু। পণের জন্য বধূকে হত্যার অভিযোগ উঠল এবার 'ভারতের সিলিকন ভ্যালি' থেকে। মৃতার নাম শিল্পা পঞ্চাঙ্গমথ (২৭)। বিয়ের আগে পর্যন্ত হুবলির বাসিন্দা ওই তরুণী বেঙ্গালুরুর নামী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করছিলেন।

বৃহস্পতিবার ঘর থেকে শিল্পার দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, পণের জন্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করা হত শিল্পাকে। তাঁকে খুন করা হয়েছে। খুন না আত্মহত্যা, বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি বলে খবর।

শিল্পার বিয়ে হয়েছিল তিন বছর আগে প্রবীণ নামের এক প্রাক্তন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে, যিনি পরে চাকরি ছেড়ে পানিপুরি বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। দম্পতির দেড় বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। পরিবারের দাবি, মৃত্যুর সময় গর্ভবতী ছিলেন শিল্পা।

পুলিশের নথি বলছে, শিল্পা ও প্রবীণের বিয়ে হয় ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর। শিল্পার বাবা-মা দাবি করেছেন, বিয়েতে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ ছাড়াও ১৫০ গ্রাম সোনা ও গৃহস্থালির জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছিল। তবুও প্রবীণ ও তাঁর মা শান্তাভা নিয়মিত আরও টাকা দাবি করতেন।

শিল্পার মা সারদার অভিযোগ, কয়েক মাস আগে ব্যবসায় নামার নাম করে প্রবীণ ৫ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু টাকা না পেয়ে শিল্পাকে মারধর করে বাপের বাড়ি পাঠানো হয়। পরে টাকা জোগাড় করে পাঠালেও নির্যাতন বন্ধ হয়নি। চার মাস আগে সন্তান জন্মের অনুষ্ঠান ঘিরেও ঝগড়া হয়।

শুধু যৌতুক নয়, শিল্পাকে তাঁর শাশুড়ি গায়ের রং নিয়েও খোটা দিতেন। সারদার অভিযোগ, শাশুড়ি বলতেন, তুমি কালো, আমার ছেলের সঙ্গে মানায় না তোমাকে। ওকে ছেড়ে দাও, আমরা ওর জন্য সুন্দর মেয়ে খুঁজে আনব।' পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে 'যৌতুক মৃত্যু ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা' দায়ের করেছে পুলিশ।

ফের পণের শিকার : পণের জন্য বধূহত্যায় আবার শিরোনামে উত্তরপ্রদেশ। আমরোহায় এক বছর আগে গালফিজার (২৩) সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পারভেজের। বিয়ের পর শুরু হয় পণের জন্য অত্যাচার। শ্বশুরবাড়ির তরফে ১০ লক্ষ টাকা ও একটি গাড়ি দাবি করা হয়। তরুণীর পরিবারের অভিযোগ, ১১ অগাস্ট শ্বশুরবাড়ির লোকজন গালফিজাকে জোর করে অ্যাসিড খাওয়ায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তরুণীকে। ১৭ দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর মৃত্যু হয় তাঁর। ময়নাতদন্ত চলছে। মৃতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে শ্বশুরবাড়ির সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

অচলাবস্থায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যকে সরানো অবৈধ : ব্রাত্য

কল্লোল মজুমদার ও অনুপ মণ্ডল

মালদা ও বুনিয়াদপুর, ২৯ অগাস্ট : গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার মধ্যে কার্যত অপসারিত উপাচার্যের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ঘটনায় পরোক্ষভাবে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাত্য বলেন, 'বিষয়টি পুরোপুরি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। তাই বিকাশ ভবন কিংবা রাজ্যপাল এভাবে কোনও উপাচার্যকে সরাতে পারেন না। আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে আইনি পর্যালোচনা করছি।'

রাজভবনের নির্দেশ উপেক্ষা করা এবং দুর্নীতির অভিযোগে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে কে উপাচার্যের দায়িত্ব পাবেন, তা নিয়ে চর্চা চলছে। যদিও এই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ শুক্রবারও দেওয়া হয়নি রাজভবন বা বিকাশ ভবন থেকে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি কি মিউজিক্যাল চেয়ার?

১৭ বছরে ১০ উপাচার্য। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্র্যাক রেকর্ড এমনই। দায়িত্ব নিয়ে একজন কাজ শুরু করতে না করতেই তাঁর বিদায় ঘণ্টা বাজছে। নতুন করে ওই চেয়ারে বসে পড়ছেন আরও একজন। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর মাত্র একজন উপাচার্যের চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছেন। বাকিরা দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

২০০৮-এর ১৫ মে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রথম উপাচার্যের দায়িত্ব নেন সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর মেয়াদকাল ছিল মাত্র এক বছর। ২০০৯ সালের ৯ জুন দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন গোপা দত্ত। তিনি ছিলেন তিন বছর। গোপালচন্দ্র মিশ্র একমাত্র নিজের মেয়াদকাল সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন। অচিন্ত্য বিশ্বাস, শ্যামসুন্দর বৈরাগ্য, স্বাগত সেন, চঞ্চল চৌধুরী, শান্তা ছেত্রী, রজতকিশোর দে এবং পবিত্র চট্টোপাধ্যায়দের মেয়াদকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার বিশ্বজিৎ দাস মনে করেন, 'যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের স্থায়িত্ব পঠনপাঠনের উৎকর্ষতার প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন কারণে মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারেননি।' বর্তমান পরিস্থিতিতে ১১ নম্বর উপাচার্যের অপেক্ষায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্যের পদ 'মিউজিক্যাল চেয়ার' হলে যা হওয়ার, তা-ই হচ্ছে এখানে। মালদা জেলার পড়ুয়ারাই এখন আর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইছে না।

এদিকে, উপাচার্য অপসারণের ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও রাজভবন অথবা উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে নতুন উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ আসেনি। ফলে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিন থেকে দীর্ঘবছর যুক্ত ছিলেন বাম জমানার মন্ত্রী ও মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'বারবার উপাচার্য পরিবর্তন করলে, কেউই তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবায়িত করতে পারেন না। তার ফল পাচ্ছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। গৌড়বঙ্গ শ্রীচৈতন্যের পদধূলিতে গৌরবান্বিত। এখানে হুসেন শা'র মতো শাসক শাসন করেছেন।

রূপ-সনাতনের মতো মানুষ ছিলেন এই গৌড়বঙ্গে। জেলার অন্যতম ব্যক্তিত্ব শিবরাম চক্রবর্তী, বিনয় সরকার। আর তাঁদের জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আজ অত্যন্ত করুণ। শিক্ষার দাবিতে সাধারণ মানুষকে পথে নামতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে আওয়াজ তুলতে হবে। তবেই যদি বাঁচে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।'

একনজরে

১৭ বছরে ১০ জন উপাচার্য গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেয়াদ পূর্ণ একজনের

পবিত্র চট্টোপাধ্যায় অপসারিত হওয়ায়, নতুন কে উপাচার্য, চর্চা অব্যাহত

বারবার উপাচার্য পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে পঠনপাঠনে, তলানিতে শিক্ষার মান

হকিতে উত্তরের সেরা আলিপুরদুয়ার

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৯ অগাস্ট : হকি খেলায় জয়জয়কার আলিপুরদুয়ারের। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সেরার শিরোপা পেল এই জেলা। শুক্রবার হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী হলে রাজ্য হকি বেঙ্গল আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ার জেলাকে উত্তরবঙ্গের মধ্যে সেরা জেলার পুরস্কার দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই পুরস্কার এসেছে জেলার অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের দলের অনবদ্য পারফরমেন্সের জোরেই। ঘটনাচক্রে ওই দলের সমস্ত খেলোয়াড়ই আবার পলাশবাড়ির বাসিন্দা।

গত চার বছর ধরে হকিরচর্চায় উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি রাজ্য স্তরে সুনাম অর্জন করেছে পলাশবাড়ি। ২০২৪ সালে হকি বেঙ্গলের উদ্যোগে পলাশবাড়িতে হয়েছিল উত্তরবঙ্গ জোনের খেলা। তখন জোনের চ্যাম্পিয়ন হয় আলিপুরদুয়ার জেলার মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৬ দল। যদিও দক্ষিণ কলকাতার কাছে হেরে রানার্স হয় আলিপুরদুয়ার। পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের মাঠে কিংবা মরিচঝাঁপির যুব সংঘের মাঠে নিয়মিত হকির প্রশিক্ষণ চলে। মেয়েদের দলে মোট ১৬ জন খেলোয়াড় রয়েছে। বৃহস্পতিবারই তারা রওনা দিয়েছিল কলকাতার উদ্দেশ্যে। সেরার স্বীকৃতি পেয়ে দলের প্রশিক্ষক সরোজকুমার বসু বলেন, 'এই পুরস্কার পলাশবাড়ির খেলোয়াড়দের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করল। মাঠে উৎসাহ আরও বাড়বে।' পুরস্কার পেয়ে খুশি দলের খেলোয়াড় বর্ষা সরকার, দীপা বর্মনরা।

বিসর্জনের পালা।। *কোচবিহার নরসিংহদিঘিতে শুক্রবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।*

রহস্য

প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি জানান তিনি। রাতেই ঘটনাস্থলে আসেন জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরেশচন্দ্র বর্মন। তিনি বলেন, 'সঞ্জয় আমার কাছের মানুষ ছিল। ওর মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।'

শুক্রবার সকালে মৃত দলীয় কর্মীর বাড়িতে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়, মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতি প্রাণী ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ কেশব বর্মন, মাথাভাঙ্গা-১ বি ব্লকের তৃণমূলের মহিলা নেত্রী কল্যাণী রায় প্রমুখ।

এদিন মাথাভাঙ্গা মর্গে ময়নাতদন্তের পর সঞ্জয়ের দেহ নিয়ে আসা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের জোরপাটকি অঞ্চল কার্যালয়ে। সেখানে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখান থেকে সঞ্জয়ের কর্মস্থল প্লাইউড কারখানা হয়ে বাড়িতে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। রাতেই সঞ্জয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান বলেন, 'সঞ্জয় বুথের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে বলব পরিবারটিকে সবরকম সহযোগিতা করার জন্য। দলীয়ভাবেও সহযোগিতা করা হবে পরিবারটিকে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চাই।'

বিজেপির শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন, 'এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। তাই কেউ কাউকে খুন করতেও দ্বিধা করছে না। পুলিশের নজরদারিতে শিথিলতার জন্যই এলাকায় যেখানে-সেখানে অবৈধ মদ বিক্রি হচ্ছে। নেশাগ্রস্ত হয়ে অসামাজিক কাজের প্রবণতা বাড়ছে।

তাঁরই ফলস্বরূপ এই খুন। পরিবারটির প্রতি সমবেদনা জানাই। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সকলের পরিবারটিকে সহযোগিতা করা উচিত বলে মনে করি।'

শিলিগুড়ির চিকিৎসককে দায়িত্ব

এপিআই-এর শীর্ষপদে বাঙালি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ ইন্ডিয়ার (এপিআই) শীর্ষপদে বসলেন এক বাঙালি চিকিৎসক। ওই বাঙালি চিকিৎসক হলেন শিলিগুড়ির ডাঃ শেখর চক্রবর্তী। সম্প্রতি সংগঠনের বার্ষিক সভায় শেখরকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে বাংলার প্রচুর চিকিৎসক এক সময় ওই সংগঠনের সদস্য ছিলেন।

ডাঃ শেখর চক্রবর্তী

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেড় হাজারের ওপরে চিকিৎসক এপিআইতে রয়েছেন। তবে এই প্রথম একজন বাঙালি চিকিৎসক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ায় শিলিগুড়ির চিকিৎসক মহলে খুশির হাওয়া।

এব্যাপারে শেখর বলেন, 'সর্বভারতীয় স্তরে চিকিৎসকদের নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন এই সংগঠনে থেকে আরও কীভাবে কাজ করা যায় সেই চেষ্টা করব।'

উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থায় শেখর চক্রবর্তী একটি অতি পরিচিত নাম। কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এমবিবিএস পাশ করার পর সেখানে ডক্টর অফ মেডিসিন (এমডি) করার সময় চাকরিতে যোগ দেন। চাকরির কয়েক বছরের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ এমআরসিপি এবং এফআরসিপি করার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন। প্রথমে আয়ারল্যান্ডস, সেখান থেকে গ্লাসগো এবং লন্ডনে পরপর তিনটি এফআরসিপি করেন।

এরপর দেশে ফিরে ফের চাকরিতে যোগ দেন। প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে জেনারেল ফিজিশিয়ান হিসাবে নিয়োগ পান। তারপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেফ্রোলজি বিভাগে বদলি হন। কয়েক বছর পর সরকারি চাকরি ছেড়ে তাঁর চেম্বার এবং পরে নিজের হাসপাতাল তৈরি করেন ডাঃ শেখর চক্রবর্তী।

তাঁর কথায়, '২০০০ সালে দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ ইন্ডিয়ার সদস্যপদ পেয়েছি। সেখানে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে যাওয়ার সুবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ২০১৪ সালে আমাকে এই সংগঠনের গভর্নিং বডির সদস্য করা হয়। এরপর সংগঠনের তরফে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি কর্মসূচির দায়িত্ব পালন করেছি। এবার সংগঠনের গভর্নিং বডির ৭০ জন সদস্য আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন।'

মিতালি

প্রথম পাতার পর

ওই চার স্থলবন্দর সহ মোট আটটি বন্দরকে অলাভজনক ও নিষ্ক্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানির সুবিধার্থে ২০১৩ সালের ২৮ জুলাই চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশ। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে চিলাহাটি হয়ে রেলপথ তৈরি হয়। ২০২২-এর ১ জুন ওই পথে যাত্রা শুরু করে মিতালি এক্সপ্রেস। ১৯৭২-এর ১৯ মার্চ দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত মৈত্রী চুক্তিতে যে বন্ধুত্বের সেতু তৈরি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধি ও মুজিবুর রহমান, মিতালি তাতে নতুন করে রং লাগিয়েছিল। চিলাহাটিতেই ছিল বাংলাদেশের শুল্ক দপ্তরের কার্যালয়। মিতালি ওপারে ঢুকলে সেখানেই যাবতীয় যাচাইয়ের কাজ হত। চিলাহাটি বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সেই কার্যালয়টিও বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশ সূত্রের খবর, আপাতত ওই কার্যালয়ের কর্মীদেরও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে মিতালি নিয়ে যে বাংলাদেশ আপাতত কোনও ভাবনাচিন্তা করছে না তা স্পষ্ট। চিলাহাটি দিয়ে এখন পর্যন্ত কোনওরকম বাণিজ্য শুরু হয়নি। সবটাই ছিল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। তবে বন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল বলেই মনে করছেন নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল। তাঁর কথা, 'আমরা তো অনেক কিছুই ভেবেছিলাম। যাত্রীবাহী ট্রেনের পর পণ্যবাহী ট্রেন চালু হবে বলে আশায় ছিলাম। তা হলে হলদিবাড়ি হয়ে উঠত উত্তরবঙ্গের অন্যতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। দুই দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহণের খরচও অনেক কমে যেত। সার্বিকভাবে বাণিজ্যের প্রসার ঘটত এবং আর্থিকভাবে আমরা উপকৃত হতাম। পরিকল্পনা আপাতত ভেস্তে গেল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধ না হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না বলে মনে হচ্ছে।'

ম্যানেজার সাসপেন্ড

প্রথম পাতার পর

ব্যাংকের একাধিক বোর্ড সদস্য জানিয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবেই গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিয়েছেন কাঞ্চন। আইন বলছে, ব্যাংককে এড়িয়ে কোনওভাবেই ওই পদ্ধতিতে একজন অভিযুক্ত গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিতে পারেন না। সেক্ষেত্রে কেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কাঞ্চনকে অনুমতি দিল তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ২০২২ সালে ব্যাংকের কোচবিহার মূল শাখার ক্যাশিয়ার চুমকি দত্তর বিরুদ্ধে ৮৪ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সাসপেন্ড করে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তাহলে একই ধরনের কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত কাঞ্চনের বিরুদ্ধে এফআইআরের জন্য কেন বিভাগীয় তদন্ত জরুরি তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি চেয়ারম্যান। আবার চুমকির বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বিভাগীয় তদন্ত হয়নি। ফলে বিভাগীয় তদন্তের নামে দুর্নীতি ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

চেয়ারম্যান বিষয়টি সমবায় দপ্তরে পাঠানোর কথা বললেও সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ঘুরিয়ে ব্যাংককর্মীর দুর্নীতির দায় নিতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'ব্যাংকের কর্মীরা সমবায় দপ্তরের কর্মী নন। তাঁদের পরিচালনা ও সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টর। ব্যাংকে আমাদের কর্মী একমাত্র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও)। তাঁর বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে সরাসরি আমরা নিতে পারি।' ব্যাংকের জামালদহ ও হলদিবাড়ি শাখার দুর্নীতির তদন্ত করতে চলতি বছর ২২ মে দুই সদস্যের কমিটি তৈরি হয়েছিল। ২ জুলাই কমিটির রিপোর্ট জমা হয়। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ৪৭ লক্ষ তছরুপের হিসেব প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। আদতে মোট কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে তা জানতে আরও বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন। ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিজে স্বীকার করেছিলেন বিস্তারিত তদন্ত হলে তছরুপের পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে। এখন চেয়ারম্যান এবং সমবায়মন্ত্রীর দু'রকম বক্তব্যে দুর্নীতির বিস্তারিত তদন্ত আদৌ হবে কি না তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

নেশার আসর

প্রথম পাতার পর

নেশাগ্রস্তরা এসে জিনিস নিয়ে টাকা না দিয়ে চলে যায়। শুধু পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘিরে নয়, গোলকগঞ্জ বাজারেও রাত বাড়লেই মদ্যপদের উপদ্রব বাড়ে। পুলিশ ধরলেও রাজনৈতিক তদ্বিরে অভিযুক্তরা দ্রুত ছাড়া পেয়ে যায়।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি ও জোরপাটকি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক স্বপন বর্মনও স্বীকার করছেন, শুধু জোরপাটকি নয়, প্রায় সব গ্রামীণ বাজারেই সন্ধ্যার পর নেশার আসর বসছে। রাত ন'টা থেকে রাত একটা পর্যন্ত কড়া পুলিশি নজরদারি আর সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন হলে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলাবে।

পঞ্চায়েত প্রধান পরেশ বর্মনের দাবি, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে নিয়মিত নেশার আড্ডা বসার কথা তাঁর জানা ছিল না। তবে সঞ্জয় তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল। এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।'

এক তরুণের রক্তে ভাসল জোরপাটকি পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনের পথ।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, কবে থামবে এই নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য? প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ ছাড়া উত্তর মিলবে না বলেই মনে করছেন গ্রামবাসী।

এনজেপি থেকে পুজো স্পেশাল ট্রেন

মালদা, ২৯ অগাস্ট : আসন্ন পুজোর মরশুম উপলক্ষ্যে পুজো স্পেশাল আরও কিছু ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল দপ্তর। রেল দপ্তরের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পুজোর মরশুমে যাত্রীদের সুবিধার্থে ৩৬ হাজার ৫৬০ বার্থ নতুন করে চালু করা হচ্ছে। কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি এবং কলকাতা থেকে লালকুয়ান পর্যন্ত দুটি নতুন ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

০৩১২৯ কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি পুজো স্পেশাল ট্রেনটি ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি রবিবার রাত ১১টা ১০ মিনিটে কলকাতা থেকে ছেড়ে, পরের দিন ১০টা ৪৫ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ০৩১৩০ নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা পুজো স্পেশাল এনজেপি থেকে প্রতি সোমবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে এবং রাত ১২টা ৪০ মিনিটে কলকাতা পৌঁছাবে। এই দুটি ট্রেনের স্টপ থাকছে নৈহাটি, ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ জংশন, জঙ্গিপুর রোড, মালদা টাউন, বারসই, কিশনগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোড।

অন্যদিকে, ০৫০৬০ লালকুয়ান-কলকাতা পুজো স্পেশাল ট্রেনটি ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর বাদে, লালকুয়ান থেকে দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটে ছাড়বে এবং পরদিন রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে কলকাতা পৌঁছাবে। ০৫০৫৯ কলকাতা-লালকুয়ান পুজো স্পেশাল ট্রেনটি, ২৭ সেপ্টেম্বর বাদে, ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি শনিবার কলকাতা থেকে ভোর ৫টায় ছাড়বে এবং পরদিন বেলা ৩টা ৪৫ মিনিটে লালকুয়ানে পৌঁছাবে। এই দুই ট্রেনের ক্ষেত্রে স্টপ থাকছে ৩৩টি স্টেশনে।

পৃথিবীর পাঠশালা

ক্লান্তি দূরে, অক্সিজেন স্টেশনে স্বাগতম

দক্ষিণ কোরিয়ার পাতাল রেলস্টেশনগুলোতে এবার এক নতুন চমক। যাত্রীদের সতেজ করতে চালু হয়েছে 'অক্সিজেন-রিচ এয়ার জোন'। এই বিশেষ জায়গাগুলোতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাতাসের অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো হয়। একইসঙ্গে দূষিত ধুলোবালি ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ ছেঁকে ফেলা হয়।
এই ব্যবস্থার ফলে পাতাল রেলের বদ্ধ পরিবেশে যাত্রীরা এক ঝলক স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেন। এটি ক্লান্তি দূর করতে, সজাগ থাকতে এবং দীর্ঘ যাত্রাকে আরামদায়ক করতে সাহায্য করে। এই স্টেশনগুলোয় বসার ব্যবস্থাও রয়েছে, যাতে মানুষ বসে কিছুটা বিশ্রাম নিতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়া এভাবে দৈনন্দিন পরিবহণে সুস্থ থাকার ধারণা যুক্ত করেছে।

জলের অভাব? বারমুডার সমাধান!

সুন্দর বারমুডা দ্বীপের একটাই সমস্যা- এখানে কোনও প্রাকৃতিক মিষ্টি জলের উৎস নেই। কিন্তু এখানকার মানুষেরা এই সমস্যার দারুণ এক সমাধান বের করেছে। প্রতিটি বাড়ি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায়। প্রতিটি ছাদ সাদা রং করা এবং এমন ঢালু করে তৈরি করা যে বৃষ্টির জল সরাসরি মাটির নীচের ট্যাংকে জমা হয়। এই পদ্ধতিটি তাদের পানীয়, রান্না এবং স্নানের জন্য পর্যাপ্ত পরিষ্কার জলের ব্যবস্থা

করে। এই অসাধারণ কৌশল বারমুডাকে নদী বা হ্রদ ছাড়াই স্বনির্ভর করে তুলেছে। এটি প্রমাণ করে, যখন কোনওকিছুর খুব বেশি প্রয়োজন হয়, তখন মানুষ তার সমাধান ঠিকই বের করে নেয়।

বিড়াল যেভাবে বাড়ি ফেরে

আপনার পোষা বিড়ালের ক্ষমতা নিয়ে অবাক করা এক তথ্য জেনে নিন! বিড়ালের 'হোমিং ইনস্টিংক্ট' বা বাড়ি ফেরার সহজাত ক্ষমতা অসাধারণ। কিছু বিড়াল নাকি কয়েকশো মাইল পাড়ি দিয়েও নিজের বাড়ি ফিরে এসেছে! বিজ্ঞানীরা এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে 'সাই-ট্রেইলিং' বলেন। এর পেছনে একটি মজার তত্ত্ব হল- পরিযায়ী পাখি বা সামুদ্রিক কচ্ছপের মতো বিড়ালেরও এক ধরনের চৌম্বকীয় অনুভূতি আছে। এটি তাদের পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে দিক চিনতে সাহায্য করে। এই বিশেষ অভ্যন্তরীণ কম্পাস এবং তাদের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তির কারণে তারা নিজেদের এলাকা, মানুষ এবং নিজেদের ফেলে যাওয়া গন্ধ থেকেও একটি মানসিক মানচিত্র তৈরি করে নেয়।

১৫ মিনিটেই ম্যাজিক

আপনার ছোট্ট সোনামণিকে প্রতিদিন মাত্র ১৫ মিনিট বই পড়ে শোনালে ওর শেখার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এইটুকু সময়ের মধ্যেই শিশুরা অনেক নতুন শব্দ, বাক্য গঠন এবং ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়, যা তারা সাধারণত দৈনন্দিন কথায় শোনে না। এভাবে রোজ নতুন নতুন শব্দ শুনতে শুনতে, কিন্ডারগার্টেনে যাওয়ার আগেই শিশুরা এক বিশাল শব্দভাণ্ডার তৈরি করে ফেলে।

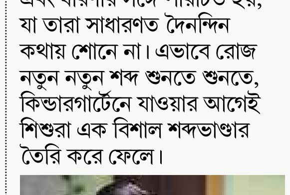

এছাড়াও, একসঙ্গে বই পড়ার এই অভ্যাসটি বাবা-মা এবং সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা এবং মানসিক বন্ধন তৈরি করে। বই পড়ার সময় ছবি দেখানো, প্রশ্ন করা, গল্প নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি ওদের মনে কৌতূহল বাড়ায় এবং ওদের কল্পনাশক্তিকে উন্নত করে। এই ছোট্ট অভ্যাসটি ওদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তি গড়ে দেয়।

হামলা

প্রথম পাতার পর

বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা কী করছিলেন! ঢিল ছোড়া দূরত্বে এন্টালি থানা। এর আগেও রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে হামলা হয়েছে। রাহুল গান্ধিকে ওরা ভয় পাচ্ছে এটা প্রমাণিত।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে চিঠিতে শুভঙ্কর লেখেন, 'আপনাকে ব্যক্তিগত জীবনে রুচিবান ও সংস্কৃতিবান বলে জানতাম। আজ আপনার দলের নেতা সমাজবিরোধী রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা যেভাবে বিজেপির পতাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসে হামলা চালাল, তা নিশ্চয়ই আপনার অগোচরে হয়নি বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। আপনার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অপেক্ষায় থাকলাম আমরা।'

শমীকের প্রতিক্রিয়া অবশ্য মেলেনি। তবে বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ বলেন, 'এটা আবেগের বহিঃপ্রকাশ। প্রধানমন্ত্রীকে যে কুমন্তব্য করা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।' আরেক বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, 'এটা কংগ্রেসেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।' তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলায়' বিজেপির এই আক্রমণের নিন্দা করা হয়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে আগে ভাবা যেত না। বিজেপির গুন্ডাবাহিনীর এত সাহস যে, আগে থেকে মিডিয়াকে সজাগ করে বিধান ভবনে হামলা চালাল। এত সাহস পায় কোথা থেকে?'

হামলার খবর পেয়ে রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'যত খুশি মারো, ভাঙো। আমরা সত্য ও সংবিধানের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাব।' কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা পরে এন্টালি থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ ও বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ ওঠে। বিকেলে মৌলালি মোড়ে অবরোধ করেন তাঁরা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'আমাদের মায়ের ওপর আক্রমণ হয়েছে। প্রতিবাদে মহামিছিল করব আমরা।'

তালিকা প্রকাশ

প্রথম পাতার পর

শুক্রবারের রায় নিয়ে অবশ্য খুশি নন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অন্যতম মেহেবুব মণ্ডল বলেন, 'শীর্ষ আদালত জানে, কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য। এত কিছুর পরেও আমরা যাঁরা চাকরি হারিয়েছি, তাঁদের কোনও লাভ হচ্ছে না। আমাদের ৪০ থেকে ৫৭ বছর বয়সের শিক্ষকদেরও আবার পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে।'

আরেক চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমের প্রশ্ন, 'যখন অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশিত হবেই, তখন যোগ্যরা পরীক্ষায় বসবেন কেন? ১,৯০০ জন অযোগ্যের জন্য ১৫,৪০০ অথবা তারও বেশি যোগ্য শিক্ষককে বলি দেওয়া হল।' ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর যে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হচ্ছেই, তা জানিয়ে দিয়েছে এসএসসি। বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত ডিআই ও জেলা শাসকদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এসএসসি'র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে। শীর্ষ আদালত পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল বটে। কিন্তু পুজোর আগে আর কোনও দিন পাওয়া যাচ্ছে না বলে তারিখ বদল করল না এসএসসি। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদে ৫ লক্ষেরও বেশি প্রার্থী পরীক্ষা দেবেন।

ধামসা বিতরণ

চালসা, ২৯ অগাস্ট : করমপুজো উপলক্ষ্যে মাটিয়ালি ব্লকের ৪০টি করমপুজো কমিটিকে ধামসা, মাদল বিতরণ করা হল। শুক্রবার মাটিয়ালি বিডিও অফিস চত্বরে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হয়।

নাকে খত আমলাদের, মেধা পচে 'মধুভাণ্ডে'

প্রথম পাতার পর

নাকে খত দিয়ে চলার পিছনে থাকে মতলব। আমলাকুলের মেরুদণ্ডটা সোজা থাকলে উত্তরবঙ্গে জমি, বালি-পাথর, কয়লার কারবার, গবাদিপশু পাচার, বন ধ্বংস করে বেআইনি রিসর্ট, চা বাগানের জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদি সম্ভবই হত না।

সেদিন অনুসন্ধিৎসু এক সাংবাদিকের মুখে শুনলাম, একটি বেআইনি রিসর্ট নিয়ে খোঁজখবর করতে যাওয়ায় একজন জেলা শাসক তাঁকে বলেছেন, তাঁর ওপরের অনেকে সেটিং হয়ে আছেন। তাঁর আর কিছু করার নেই। এরপর কি আর আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএসদের ওপর সম্ভ্রম থাকে? মেরুদণ্ডটা সোজা নেই বলেই শুধু শাসকদল নয়, বিরোধীরাও এত শিক্ষিত মানুষগুলিকে নির্দ্বিধায় গাল দিতে পারে, হেনস্তা করতে পারে।

রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ ভার্মার নামের সঙ্গে বরাহনন্দন শব্দটি কী অবলীলায় জুড়ে দিতে পারেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাপি চৌধুরী তো শুভেন্দুদের রাজনীতিরই ছাত্র। শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে নয়, বিচার ব্যবস্থাতেও ঘুণ ধরার হাজার উদাহরণ। প্রশাসনিক কোনও আধিকারিক কিংবা বিচারপতির ইচ্ছা করলে রাজনীতিতে যাওয়ার অধিকার নিশ্চিত আছে ভারতীয় গণতন্ত্রে। কিন্তু রাজনীতিতে যাওয়ার সঙ্গে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্যকালের পদক্ষেপগুলির যোগসূত্র যদি স্পষ্ট হয়ে যায়?

'ভগবান' বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একটি দলের সাংসদ হওয়ার জন্য চাকরি থেকে ইস্তফা দিলে কি আর নিজের উদ্দেশ্য আড়াল করতে পারেন? প্রধান বিচারপতির কার্যকাল শেষে তাঁকে সংসদ সদস্য মনোনয়নে সরকারের ইচ্ছায় সায় দেওয়ায় দায়িত্বে থাকাকালে রঞ্জন গগৈয়ের রায়গুলি কাটাছেঁড়ার আতশকাচের তলায় চলে আসে বৈকি। আইপিএসের দায়িত্ব ছেড়ে হুমায়ুন কবীরের মন্ত্রিত্ব, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া কিংবা ডব্লিউপিএস জেমস কুজুরের মন্ত্রী হওয়া- উদাহরণ অনেক।

আবার দলীয় অ্যাজেন্ডা পূরণের কাজটা ভালোভাবে করার পুরস্কার হিসেবে এতজন আইএএস, আইপিএস অবসরের পর রাজ্যের উপদেষ্টা হয়ে গেলেন যে, সংখ্যাটা গুনে বলতে হয়। সংবিধান অনুযায়ী যাঁদের নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন চালানোর কথা, দলদাস তকমাটা শুনলে তাঁদের নিজের প্রতি লজ্জা, ঘৃণা হয় কি না জানতে ইচ্ছা করে। বলা হয়, চাপ থাকে, চাপ। সরকার, ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছায় না চললে গ্যারেজ পোস্টিং। যাকে পানিশমেন্ট পোস্টিংও বলা হয়।

কম গুরুত্বের পদে বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্রিটিশের কালাপানিতে নির্বাসন দেওয়ার মতো কোনও এলাকায় বদলি সেইসব শাস্তির রকমফের। আরও আছে- কম্পালসারি পোস্টিং। কোনও দায়িত্ব না দিয়ে বসিয়ে রাখা। একজন উচ্চশিক্ষিতের পক্ষে এর চেয়ে ভয়ানক শাস্তি আর কী হতে পারে! তাঁর মেধাকে অসম্মানও বটে। বিরোধীদের মুখোমুখি হতে চান না অফিসাররা। পাছে অসত্যের পক্ষে যুক্তি সাজানো তো কঠিন হয়ে যায়, অথবা বিরোধীদের কথা শুনলে শাসক রুষ্ট হয়।

শাসকদলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়ান আমলারা। শিলিগুড়ির অদূরে ফাঁসিদেওয়ার একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছে তৃণমূলের একাংশ। সেই প্রধানকে অপসারণের বৈঠক ডাকছেন না বিডিও। অনাস্থার প্রস্তাবকরা তৃণমূলের সদস্য হলেও তাঁদের সঙ্গে দেখাই করছেন না তিনি। ওই সদস্যরা তাঁর অফিসে গেলে বিডিও অন্যত্র 'ব্যস্ত' হয়ে পড়ছেন। শাসককে আইন মনে করিয়ে দেওয়ার সাহসটুকু খুইয়ে ফেলেছেন অধিকাংশ আমলা।

সরকারের পরিচালক দলের হতে পারে, কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনের রাজনৈতিক রং থাকতে পারে না। সহজ এই সত্যটি ভুলে যাওয়ার ফলে মেধাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মেরুদণ্ড বিকোনো আমলাকুলকে কবজা করছে শাসকদল। বিরোধীরাও যা নয়, তাই বলে গাল দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। যেমন, আলিপুরদুয়ার জেলায় কর্মরত অবস্থায় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে তিনি বালির বেআইনি কারবারে যুক্ত ছিলেন বলে জলপাইগুড়ি সদরের বিডিও'র বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় অভিযোগ করতে পারলেন বিজেপি নেতা বাপি।

এমন নয় যে, শুধু তৃণমূল জমানায় প্রশাসন দলদাস হয়ে আছে। বাম রাজত্বে একই অভিযোগ ছিল। এখন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার এই ছবির রেপ্লিকা দেখা যায়। শুধু এই ভূমিকায় আমলাদের শিক্ষার অমর্যাদা দেখে লজ্জায়, ঘৃণায় অধোবদন হয়ে যেতে হয় আমাদের।

প্রেমমন্দিরের থিমে নজর দিনহাটার

এল এল পুজো এল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৯ অগাস্ট : পুজোর থিমে একে অপরকে টেক্কা দিতে প্রস্তুত জেলার একাধিক পুজো কমিটি। পিছিয়ে নেই দিনহাটা শহরের পুজো কমিটিগুলিও। এবছর তাদের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এক টুকরো বৃন্দাবনকে তুলে ধরতে চলেছে গোসানি রোড আদর্শ ক্লাব। পুজো কমিটির সদস্যদের কথায়, চারদিকে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের আগ্রাসন, কথায় কথায় যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বিরাজ করছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্রমেই মাথাচাড়া দিচ্ছে বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষ ভুলে মানুষের মনে ভালোবাসার বাণী ছড়িয়ে দিতেই তাঁদের এমন থিম ভাবনা।

এপ্রিল মাস থেকেই প্রেমমন্দির তৈরির কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। স্থানীয় মণ্ডপশিল্পী জয়ন্ত সাহার হাতে একটু একটু করে গড়ে উঠছে বৃন্দাবনের প্রেমমন্দির। পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ১২০ ফুট উঁচু এই বিরাট মন্দিরের ভিতরে ৭০ ফুট জায়গা থাকছে। মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করলেই দর্শনার্থীরা সৌন্দর্যকে চাক্ষুষ করতে পারবেন। বাঁশের কাঠামোর উপর প্লাইউড ও ফাইবার দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। জয়ন্ত জানালেন, এই মণ্ডপের বাইরে যেমন শিল্পের ছোঁয়া থাকবে, ঠিক তেমনই ভিতরেও রাধাকৃষ্ণের লীলার নানা দৃশ্য দেখানো হবে। তবে শুধু মণ্ডপসজ্জায় নয়, আদর্শ ক্লাবের প্রতিমাতেও থাকছে বিশেষ চমক। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত কলকাতার কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী সনাতন রুদ্রপালের হাতে রূপ পাচ্ছে প্রতিমা। অন্যদিকে, মণ্ডপ চত্বর আলোকিত হবে চন্দননগরের আলোয়।

পুজো কমিটির সভাপতি বাবলু সাহা বললেন, 'একমাত্র ভালোবাসা পারে সমস্ত বিদ্বেষকে দূরে সরাতে। রাধাকৃষ্ণ তাঁদের লীলার মধ্য দিয়ে তা বুঝিয়ে গিয়েছেন। বৃন্দাবনের প্রেমমন্দির যেন সেই ভালোবাসার প্রতীক।' পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবছর পুজোর বাজেট রাখা হয়েছে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। তাঁদের আরও দাবি, দিনহাটায় যে ক'টি বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে তার মধ্যে এই পুজোর বাজেট সবচেয়ে বেশি।

শহরের বাসিন্দা তথা চিত্রশিল্পী আবির দেব বলেন, 'প্রেমমন্দিরকে ঘিরে বাড়তি কৌতূহল রয়েছে। কারণ এখনও বৃন্দাবনে গিয়ে প্রেমমন্দির দেখা হয়নি। পুজোমণ্ডপের প্রেমমন্দির দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।' পুজো উদ্যোক্তারাও আশাবাদী, এবছর জনপ্লাবন আছড়ে পড়বে তাঁদের মণ্ডপে।

প্রেমমন্দিরের শিল্প কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা।

উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে বৈঠক

তুফানগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক দপ্তরের কনফারেন্স রুমে। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী, জেলার জয়েন্ট কনভেনার মানস ভট্টাচার্য সহ অনেকেই। মানস বলেন, 'পরীক্ষা চলাকালীন চিকিৎসা, প্রশাসনিক সুবিধা সহ বিভিন্ন পরিষেবা যাতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ঠিকঠাক পায় তা নিয়েই মূলত এদিনের আলোচনা।'

ক্রীড়া দিবস

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : কিংবদন্তি হকি তারকা ধ্যানচাঁদের জন্মদিবসকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করল জেলা ক্রীড়া সংস্থা। শুক্রবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগও দিনটি পালন করে। শুক্রবার কলেজে ধ্যানচাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পাশাপাশি তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনাও হয়।

প্রতিযোগিতা

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : আন্তঃবিদ্যালয় অনুনাটক প্রতিযোগিতা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করল ইন্দ্রায়ুধ নাট্যগোষ্ঠী। এটি তাদের তৃতীয় বর্ষ। এই প্রতিযোগিতায় মোট সাতটি স্কুল অংশগ্রহণ করেছে। ৩১ অগাস্ট রবীন্দ্র ভবনে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

জমি বিবাদ মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : একটি জমিতে ঘর তৈরি করাকে কেন্দ্র করে বিবাদ। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা সন্দীপ বর্মনের অভিযোগ, 'হাউজিং ফর অল প্রকল্পের বাড়ি নির্মাণের কাজ চলাকালীন নমিতা বর্মনের পরিবার কাজে বাধা দেয়।' বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান ওই ব্যক্তি। এদিকে, পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নমিতা পালটা সন্দীপ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাবলু বর্মনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন।

নজরুল স্মরণ

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৫০তম প্রয়াণ দিবস পালিত হল কোচবিহারে। ডিএসও-র উদ্যোগে শুক্রবার সকালে শহরের সাগরদিঘি লাগোয়া ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে দিনটি পালন হয়। দিনটি উপলক্ষ্যে বিদ্রোহী কবির গান, কবিতার পাশাপাশি তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়।

ভবন সংস্কার

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : সংস্কার করা হবে কল্যাণ ভবনের সামনে চত্বর। সামান্য বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে থাকায় গাড়ি ও বাইক রাখতে সমস্যা হত। জেলা কল্যাণ দপ্তর থেকে সামনের চত্বরটি সংস্কারের জন্য এস্টিমেট করে পাঠানো হয়েছিল। ইতিমধ্যেই অনুমোদন সহ ২৪ লক্ষ টাকা চলে এসেছে।

আদি বেনারসী বস্ত্রালয় প্রাঃ লিঃ
এর পক্ষ থেকে সকল কে জানাই
শুভ শারদীয়ার
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
বিপুল শাড়ীর সমাহার
উৎসবে আপনার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবে আদি বেনারসী বস্ত্রালয়, কোচবিহার
DURGA POOJA SPECIAL OFFER
749/- Purchase of get Lux Soap Rs. 25/- Rs 1/-
1499/- Purchase of get Surfexcel 500 gm. Rs 1/-
2499/- Purchase of get NON STICK KADAI Rs 1/-
4499/- Purchase of get Bedsheet Rs. 420/- Rs 1/-
5999/- Purchase of get Bedsheet Rs. 600/- Rs. 1/-
9999/- Purchase of get Bedsheet Rs. 960/- Rs. 1/-
14999/- Purchase of get Trolley Bag Rs. 6500/- Rs. 1/-
19999/- Purchase of get Trolley Bag Rs. 10,260/- Rs.1/-

7384206101
WOMENS WEAR, MENS WEAR, KIDS WEAR
A COMPLETE FAMILY STORES
সমস্ত রকম কেনা কাটায় থাকছে বিশেষ রকমারি উপহার।
পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া, ওয়ার্ড নং ০৭, কোচবিহার

বাঙালির সেরা পার্বণে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং—শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি—জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার—আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার—কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর—রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর—বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা—ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার
প্রথম ১৫,০০০/- | দ্বিতীয় ৭,৫০০/- | তৃতীয় ৫,০০০/-
কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার
প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-
সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩২'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার
প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে
এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ........................
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi
GOLD SPONSOR
DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
PKSH care & compassion
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited
SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

অগাস্ট মাসের বিষয় : মুখছবি

ভরসা

প্রথম : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৭৫০

লড়াই

দ্বিতীয় : বনশ্রী বাড়ই
(গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি) ভিভো ভি২৯

উঁকি

তৃতীয় : সৌমিক সাহা
(ইন্দ্রনারায়ণপুর আউট কলোনি, গঙ্গারামপুর) নিকন জেড৬ ২

নির্মল

চতুর্থ : রিপন সাহা
(সাহাপাড়া, গঙ্গারামপুর) নিকন জেড৫

অমলিন

পঞ্চম : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

চিন্তা

ষষ্ঠ : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

নিষ্পাপ

সপ্তম : অতনু বণিক
(এনএন রোড বাই লেন, কোচবিহার) ক্যানন ইওএস ৮০ডি

তৃপ্ত

অষ্টম : চন্দন দাস
(ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার) নিকন জেড৬ ২

বহুরূপী

নবম : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৭০০০

অদ্ভুত

দশম : অরিজিৎ ভদ্র
(ধলদিঘি উত্তরপাড়, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস ৬০০ডি

মায়াবিনী

একাদশ : ধনঞ্জয় সরকার
(পলাশবাড়ি, আলিপুরদুয়ার) ক্যানন ইওএস ২০০ডি ২

প্রাজ্ঞ

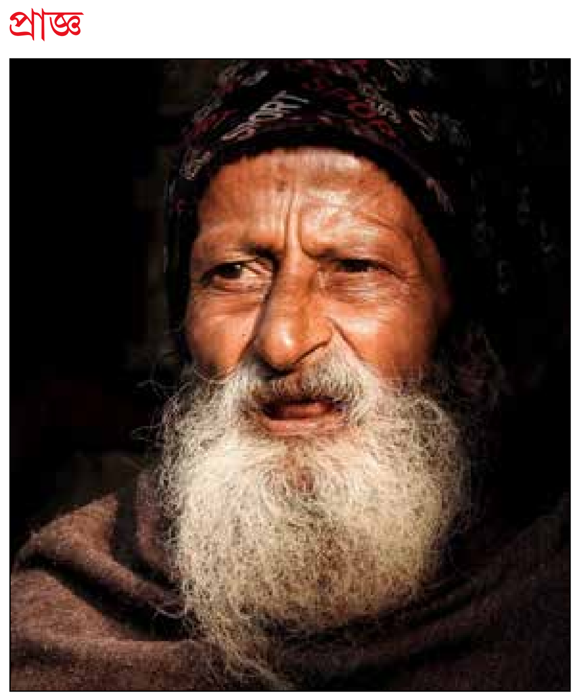

দ্বাদশ : চন্দ্রাণী সরকার
(উত্তর ভারতনগর, শিলিগুড়ি) নিকন কুলপিক্সপি৯০০

চিত্র চরিত্র
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

আরিফ আলম, প্রণয় সরকার, শুভঙ্কর ভাদুড়ি, অনীক সান্যাল, অর্ক চক্রবর্তী, কুন্দশুভ্র চক্রবর্তী, নির্মাল্য দাস, কৌশিক পাল, দীপাঞ্জয় ঘোষ, বুদ্ধদেব রায়, শৌর্যদীপ সাহা, কৃষ্ণা দাস, অভিজিৎ পাল, সুভম শর্মা, মাধবকুমার রায়, শুভ্রজ্যোতি রায়, জয়াশিস বণিক, সর্বাত্রিক দে, শ্রেয়া সিনহা, অভিরূপ ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর বর্মন, পয়মন্তী সাহা, পিয়ালি দাস, অর্পিতা সাহা, দুর্জয় বর্মন, ইরফান আহমেদ, সৌরভ রক্ষিত, কোয়েল গোপ, মণীশ দত্ত, ঝুলন চৌধুরী, বিমল দেবনাথ, মৈনাক কর্মকার, গৌরব ঠাকুর, অনুপম চৌধুরী, দীপক অধিকারী, কৌশিক দাম, পল্লব বর্মন, দীপঙ্কর দেবনাথ, বিক্রম কর্মকার, সৌম্যকমল গুহ, সুদীপ্ত মৈত্র, দুর্বার সান্যাল, ইন্দ্রজিৎ সরকার ও শাহিদ জামান।

চণ্ডীগড়ে একাই এশিয়া কাপের অনুশীলনে শুভমান গিল।

রোহিতের ফিটনেস পরীক্ষা ১৩ সেপ্টেম্বর

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : টি২০ ও টেস্টের দুনিয়ায় তিনি এখন প্রাক্তন। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে এখনও বর্তমান রোহিত শর্মা। তিনিই টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের অধিনায়কও।

আগামী অক্টোবরে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওডিআই ও টি২০ সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে। সেখানেই বহুদিন পর জাতীয় দলের জার্সিতে রোহিতকে দেখা যাবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার একদিনের অধিনায়ককে ফিটনেস ও ব্রঙ্কো পরীক্ষা দিতে হবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে আজ এমনই তথ্য জানা গিয়েছে। সব ঠিকমতো চললে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর রাতে মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু পৌঁছানোর কথা হিটম্যানের। ১৩ সেপ্টেম্বর বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রোহিতের ফিটনেস পরীক্ষা হবে বলে খবর। সেই সময় বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দলীপ ট্রফির ফাইনাল চলবে। ১১-১৫ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত রয়েছে দলীপের ফাইনাল। তবে তার জন্য রোহিতের ফিটনেস পরীক্ষার সমস্যা হবে না। জানা গিয়েছে, অন্তত দুই-তিন দিন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে থাকবেন রোহিত। ফিটনেস পরীক্ষার পাশাপাশি তাঁর ব্রঙ্কো টেস্টও হবে। সফল হলে তবেই রোহিতকে টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে।

গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা ও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক হয়েছে। আগেই টি২০ ও টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া রোহিত আইপিএলের পর থেকেই খেলার মধ্যে নেই। ফলে তাঁর ফিটনেস পরীক্ষার পাশে ব্রঙ্কো টেস্টও হবে বলে খবর। বোর্ডের একটি সূত্র আজ সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছে, 'বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ১৩ সেপ্টেম্বর রোহিতকে ফিটনেস পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়েছে। সেই সময় রোহিতকে দুই-তিন দিন সেখানে থাকতে হবে। ব্রঙ্কো পরীক্ষাও হবে ওর।' রোহিত মুম্বইয়ে থাকলেও বিরাট কোহলি এখন লন্ডনে। তিনিও অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে বেঙ্গালুরুতে হাজির হয়ে ফিটনেস পরীক্ষা দেবেন কি না, স্পষ্ট নয়। তবে এমন সম্ভাবনা এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

আলাদাভাবে দুবাই যেতে পারেন সূর্যরা

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : সাম্প্রতিক অতীতে কখনও হয়নি। অনেক বছর আগেও এমনটা হয়েছে কিনা, মনে করা যাচ্ছে না। ভারতীয় ক্রিকেট দল কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেশ থেকে রওনা হচ্ছে। কিন্তু দল হিসেবে একসঙ্গে যাওয়া হচ্ছে না। বরং বেশিরভাগ ক্রিকেটারই তাঁদের নিজেদের শহর থেকে দুবাইয়ের বিমানে উঠছেন, এমন চমকপ্রদ তথ্য আজ সামনে এসেছে।

৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। ৪ সেপ্টেম্বর টিম ইন্ডিয়ার দুবাই পৌঁছানোর কথা। পরদিন থেকে মরুদেশে চারদিনের প্রস্তুতি শিবির হবে। সাধারণত, মুম্বই অথবা দিল্লি থেকে জাতীয় দল একসঙ্গে রওনা হয়। বহুদিনের সেই প্রথা এশিয়া কাপের লক্ষ্যে বদলে যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, যাতায়াতের খরচ কমানোর লক্ষ্যেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, পুরো দলকে একসঙ্গে মুম্বই অথবা দিল্লি নিয়ে এসে সেখান থেকে একসঙ্গে দুবাই পাঠানোর যে খরচ, তার তুলনায় অনেক কম হবে যদি স্কোয়াডে থাকা বিভিন্ন ক্রিকেটার নিজেদের শহর থেকেই দুবাই উড়ে যান। এমনটা হলে ব্যয় কমবে। কিন্তু কেন এমন ভাবনা বোর্ডের?

এশিয়া কাপে হয়তো স্পনসরহীন জার্সি

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, অনলাইন গেমিং সংস্থা ভারতে নিষিদ্ধ হওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার জার্সির মূল স্পনসর তাদের দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছে। এখনও নয়া স্পনসর পাওয়া যায়নি। এশিয়া কাপে আদৌ পাওয়া যাবে কিনা, রয়েছে ঘোরতর সংশয়। বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা বোর্ডের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও এখনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। এমন অবস্থায় বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র মারফত আজ জানা গিয়েছে, এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবদের জার্সিতে হয়তো কোনও স্পনসর থাকবে না। স্পনসরহীন হয়ে টিম ইন্ডিয়া বাইশ গজে খেলতে নামছে, তাও বিদেশের মাটিতে- এমন ঘটনাও বিরল। আচমকা স্পনসর নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ার কারণেই বিসিসিআই কর্তারা সাময়িকভাবে ব্যয় কমানোর পথে হাঁটছেন বলে খবর। যার উদাহরণ, দেশের বিভিন্ন শহর থেকে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের দুবাই যাত্রার পরিকল্পনা।

বোর্ডের কার্যনির্বাহী সভাপতি রাজীব

সিওএ-তে আজ অনুশীলনে গিল

বেঙ্গালুরু, ২৯ অগাস্ট : তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। আর সুস্থ হওয়ার পরই জিম করা শুরু করেছেন। আজ চণ্ডীগড়ে ব্যাট হাতে নেটেও দেখা গিয়েছে ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমান গিলকে।

চণ্ডীগড় সহ উত্তর ভারতের বিরাট অংশে এখন টানা বৃষ্টি হচ্ছে। আর সেই বৃষ্টির কারণেই অনুশীলন শুরু করলেও সমস্যায় পড়েছেন শুভমান। সমস্যা মেটাতে আজ রাতেই তিনি চণ্ডীগড় থেকে বেঙ্গালুরু পৌঁছে গিয়েছেন বলে খবর। আগামীকাল থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন শুরু করবেন গিল।

এশিয়া কাপের লক্ষ্যে অনুশীলন শুরুর পর শুভমানের ফিটনেস পরীক্ষাও হবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও ঠিক কবে শুভমানের ফিটনেস পরীক্ষা হবে, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। বিলেত সফর শেষে দেশে ফিরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন শুভমান। বিশ্রামের মাঝেই তিনি ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের কারণে তিনি এতটাই কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে, চলতি দলীপ ট্রফি থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, সোমবার চণ্ডীগড় থেকে বেঙ্গালুরু হাজির হবেন শুভমান। মঙ্গলবার থেকে তিনি অনুশীলন শুরু করবেন সিওএ-তে। বাস্তবে সেটা হয়নি। সুস্থ হয়ে ওঠার পর আজ রাতেই বেঙ্গালুরুতে শুভমান পৌঁছে গিয়েছেন বলে খবর। কাল থেকে সিওএ-তে তাঁর অনুশীলনের দিকেও নজর থাকবে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের।

এদিকে, আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি রজার বিনিকে নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি বোর্ড সভাপতি পদের দায়িত্ব ছেড়েছেন বিনি। ৭০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার কারণেই তাঁর এমন সিদ্ধান্ত। বিনির বদলে বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। বার্ষিক সাধারণ সভা না হওয়া পর্যন্ত রাজীবই বোর্ড সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি পদ থেকে বিনির সরে দাঁড়ানোর পর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, বিসিসিআই কি জাতীয় ক্রীড়া বিল মানছে না? আপাতত এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে নয়া বিতর্ক শুরু হয়েছে।

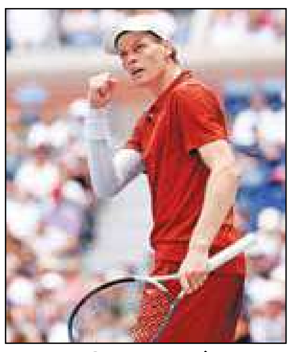

তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার পর জানিক সিনার।

মসৃণ জয় সিনারের

নিউ ইয়র্ক, ২৯ অগাস্ট : ইউএস ওপেন খেতাব ধরে রাখার পথে দারুণ ছন্দে এগোচ্ছেন জানিক সিনার। দ্বিতীয় রাউন্ডেও মসৃণ জয় ছিনিয়ে নিলেন সিনার। অ্যালেক্সেই পপিরিনকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই। নিজে এতটাই নিখুঁত খেললেন, প্রতিপক্ষকে বারবার ভুল করতে যেন বাধ্য করলেন। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২, ৬-২।

এদিকে, ২০১৪ সালের পর নিউ ইয়র্কের কোর্টে প্রথম ডবলসে কোনও ম্যাচ জিতলেন ভেনাস উইলিয়ামস। ইউএস ওপেন মহিলা ডবলসের ম্যাচে ২২ বছরের লেলা ফার্নান্ডেজের সঙ্গে জুটি বেঁধে লুডমাইলা কিচেনক-এলেন পেরেজকে হারালেন ভেনাস।

শেষ আট থেকে বিদায় সিন্ধুর

প্যারিস, ২৯ অগাস্ট : বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধুর।

শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু হারলেন ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানির কাছে। ম্যাচের ফল ২১-১৪, ১৩-২১, ২১-১৬। শেষ আটের লড়াইয়ে প্রথম গেমে ২১-১৪ পয়েন্টে হারেন সিন্ধু। কিন্তু প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে ফেরত আসেন তিনি। তৃতীয় গেমে ভালো লড়াই করলেও শেষরক্ষা হয়নি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের ওয়াং ঝিকে হারিয়ে পদক জয়ের আশা বাড়িয়েছিলেন সিন্ধু। এদিন সিন্ধুর বিদায়ের ফলে মহিলাদের সিঙ্গলস থেকে পদকের আশা শেষ ভারতের।

এদিকে, মিক্সড ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছেন ভারতের ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো। মালয়েশিয়ার চেন তাংজি-তোহ এওয়ের কাছে ৩৭ মিনিটের লড়াইয়ে ১৫-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছেন ভারতীয় জুটি।

আড়াই কোটিতে বিক্রি ডনের টুপি

সিডনি, ২৯ অগাস্ট : সবুজ রঙের ব্যাগি গ্রিন টুপি।

কয়েক দশকের পুরোনো। কিছু কিছু জায়গায় ছিঁড়েও গিয়েছে। সেই টুপির দামই কিনা আড়াই কোটি টাকার বেশি! অবাক হওয়ার অবশ্য কিছু নেই। কারণ টুপির মালিকের নাম স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। ১৯৪৬-'৪৭ অ্যাসেজে এই ব্যাগি গ্রিন টুপি পরে খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার।

বিশ্বযুদ্ধের পর হওয়া যে অ্যাসেজে ৩-০ ব্যবধানে জেতে অস্ট্রেলিয়া। ৮ ইনিংসে ৯৭.১৪ গড়ে ৬৮০ রান করেন ব্র্যাডম্যান। ব্যাটিং গড় ৯৭.১৪। ঐতিহাসিক যে সিরিজে এই ব্যাগি গ্রিন টুপি পরে খেলেছিলেন। ডনের ১১৭তম জন্মদিনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যে টুপি নিলামে ৪,৩৮,৫০০ অস্ট্রেলীয় ডলারে বিক্রি হল। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াই কোটির বেশি।

নিলাম থেকে ব্র্যাডম্যানের যে ঐতিহাসিক স্মারক কিনে নিল ক্যানবেরাস্থিত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর। সেদেশের খেলাধুলোর বিভিন্ন স্মারক জায়গা পেয়েছে এই জাদুঘরে। রয়েছে স্যর ডনের স্মৃতিবিজড়িত আরও বেশ কিছু স্মারক। তবে ব্র্যাডম্যানের ১১টি টুপির মধ্যে ৯টি এখনও ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে বলে খবর।

নিলাম শেষে অস্ট্রেলিয়ার শিল্পমন্ত্রী টোনি বার্ক বলেছেন, 'আগামী প্রজন্মের জন্য দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম এই স্মারক সংরক্ষিত করা হল। ব্র্যাডম্যানের বহু স্মারকের সঙ্গে এই টুপিটিও জাতীয় জাদুঘরে স্থান পেল। দর্শকরা যা দেখতে পাবেন।'

টুপিটি বেশ কয়েকবার হাতবদল হয়েছে। শুরুতে রন স্যাগার্স নামে জনৈক এক ব্যক্তির কাছে ছিল। অস্ট্রেলিয়ার এক ক্রিকেটারের মাধ্যমেই তিনি এটা সংগ্রহ করেন। পরে টুপিটি তিনি এক পরিচিত স্মারক সংগ্রাহককে দিয়ে দেন। তিনি আবার ২০০৩ সালে টুপিটি বিক্রি করে দেন। বর্তমান মালিকের থেকে আপাতত যার ঠিকানা এখন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর।

বিভিন্ন স্মারকে দামে চমক

শেন ওয়ার্নের টুপি ৫৫ কোটি টাকা (দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নিলাম)	**মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাট** ১.১৯ কোটি টাকা (২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেন এই ব্যাটে)
ডন ব্র্যাডম্যানের টুপি ২৫ কোটি টাকা (১৯২৮-এ এই টুপি পরে খেলেন)	**গ্যারি সোবার্সের ব্যাট** ৬৪.৪৩ লক্ষ টাকা (ছয় ছক্কা মেরেছিলেন এই ব্যাটে)

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টুপি কিনে নিল ক্যানবেরাস্থিত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর। মহেন্দ্র সিং ধোনির ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের ব্যাটের দাম উঠল ১.১৯ কোটি টাকা।

ফাইনালে ছন্দে ছিলাম না : নীরজ

জুরিখ, ২৯ অগাস্ট : ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে আবারও রানার্স নীরজ চোপড়া। বৃহস্পতিবার জুরিখের লেৎজিগ্রান্ড স্টেডিয়ামে শেষ প্রচেষ্টায় ৮৫.০১ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল নীরজের জ্যাভলিন। বলা ভালো তাতেই কোনওক্রমে সম্মান রক্ষা করলেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজের এই পারফরমেন্সে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার। জুরিখের পারফরমেন্স ভুলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফোকাস করতে চাইছেন তিনি।

ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের পর নীরজ বলেছেন, 'আমার জন্য দিনটা কঠিন ছিল। এমন সময় আসে। ফাইনালে সেরা ছন্দে ছিলাম না। রানআপও ঠিকঠাক হচ্ছিল না। তবুও শেষ প্রচেষ্টায় আমার থ্রো ৮৫ মিটারেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।' সামনেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। তার আগে ছন্দে ফিরতে মরিয়া নীরজ। বলেছেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে হাতে এখনও তিন সপ্তাহ সময় আছে। ওখানে যে কোনও মূল্যে আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' ডায়মন্ড লিগের ফাইনালের আগেই নীরজ বলেছিলেন খেতাবি লড়াইয়ে তাঁর সবচেয়ে কঠিন এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষ জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার। ৯১.৫১ মিটার থ্রোয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন সেই ওয়েবারই।

৪ বলে ৪ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস উত্তরাঞ্চলের পেসার আকিব নবির।

চাপে পূর্বাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ২৯ অগাস্ট : দলীপ ট্রফিতে হতাশা বাড়াচ্ছেন মহম্মদ সামি। শুক্রবার উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনেও বল হাতে একেবারেই সাদামাঠা এই ভারতীয় পেসার।

বৃহস্পতিবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩০৮ রান সংগ্রহ করেছিল উত্তরাঞ্চল। এদিন তাদের ইনিংস শেষ হয় ৪০৫ রানে। দ্বিতীয় দিনে ৬ ওভার বল করে কোনও উইকেট পাননি সামি। উলটে আরও ৪৫ রান দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে প্রথম ইনিংসে ২৩ ওভার বল করে ১০০ রানের বিনিময়ে সামির সংগ্রহ ১টি উইকেট।

হতাশ করলেন সামি

প্রথমদিনে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন বঙ্গতারকা মুকেশ কুমার। এদিন অবশ্য মাঠে নেমে আরও তিন ওভার বল করেছেন। মনে করা হচ্ছে তাঁর চোট বিশেষ গুরুতর নয়।

প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে পূর্বাঞ্চল। দিনের শেষে সবকটি উইকেট হারিয়ে পূর্বাঞ্চল ২৩০ রান করেছে। এখনও তারা উত্তরাঞ্চলের থেকে ১৭৫ রানে পিছিয়ে।

এদিকে, অপর ম্যাচে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে চালকের আসনে মধ্যাঞ্চল। প্রথম দিনের শেষে তারা ২ উইকেটে ২ উইকেটে ৪৩২ রান সংগ্রহ করেছিল। এদিন ৫৩২/৪ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে তারা। মধ্যাঞ্চলের হয়ে দ্বিশতরান করেন দানিশ মালেওয়ার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগ্রহ ৭ উইকেটে ১৬৮ রান।

'ধোনিকে দেখে অবাক হই'

ক্লান্তির কারণে আইপিএল-কে গুডবাই অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৯ অগাস্ট : বুধবার আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। শুক্রবার তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন তারকা অফস্পিনারের যুক্তি, মেগা লিগে টানা তিন মাস খেলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটানা ক্রিকেটের ধকল তাঁর শরীর নিতে পারবে না। তাই আইপিএল থেকেও সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কারণ ব্যাখ্যা করে অশ্বীন বলেছেন, 'আগামী মরশুমে আইপিএলে খেলব কি না ভাবছিলাম। তবে মন সাড়া দেয়নি। তিন মাস টানা খেলা একটু বেশি মনে হচ্ছিল। আসলে জীবনে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি, সেখানে তিন মাস টানা আইপিএলে খেলা আমার জন্য ক্লান্তিকর।'

চুয়াল্লিশে পা রাখা মহেন্দ্র সিং ধোনির আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাওয়া, তাই অবাক করে অশ্বীনকে। যুক্তি, মাহি সারা বছরে মাত্র তিন মাস খেলে। ফলে ফিটনেস ধরে রাখা সহজ নয়। তাছাড়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে টানা তিন মাস খেললে খেলার তীব্রতা কমে। দলের সঙ্গে যাতায়াত থাকে। রয়েছে পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুতিও। সবকিছু সামলানো সহজ নয়। সবদিক ভেবে চিন্তে তাই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অশ্বীনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচিংকে। তবে আইপিএলকে বিদায়কে জানালেও ক্রিকেট কেরিয়ারে এখনই ইতি টানছেন না। লক্ষ্য এবার বিদেশি লিগ। প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'ভাবছিলাম, এখনই কোচিং শুরু করব কি না? তারপর মনে হল, ক্রিকেটার হিসেবে এখনও শেষ হয়ে যায়নি। খেলা চালিয়ে যাব তাই। বিদেশের মাটিতে খেলতে পারলে উপভোগ্য হবে। রাস্তাঘাটে খুব বেশি লোক চিনবে না। সময়টা অন্যভাবে কাটবে। তবে সব ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশ নেওয়া বা বছরে দশ মাস খেলা সম্ভব নয়। আপাতত সুযোগের অপেক্ষায়। তারপর সিদ্ধান্ত, পরবর্তী পদক্ষেপ করব। ইতিমধ্যে একটি লিগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। দেখতে চাই, সেই অভিজ্ঞতা কেমন হয়।'

পিছিয়ে থেকেও জয় ভারতের

রাজগির, ২৯ অগাস্ট : এশিয়া কাপ হকির প্রথম ম্যাচে পিছিয়ে থেকেও জয় পেল ভারত। শুক্রবার তারা চিনকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং।

ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে ডু সইহাওয়ের গোলে এগিয়ে ছিল চিন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ১৮ মিনিটে ভারতকে সমতায় ফেরান যোগরাজ সিং। মিনিট দুয়েক পরে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন হরমনপ্রীত। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে হরমনপ্রীতের গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। কিন্তু ওই কোয়ার্টারে বেনহাই চেন এবং জিয়ালং গুয়োর গোলে ম্যাচের ফল ৩-৩ করে ফেলে চিন। অবশেষে ৪৭ মিনিটে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিকের সঙ্গে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন হরমনপ্রীত। রবিবার ভারত পরবর্তী ম্যাচে মুখোমুখি হবে জাপানের।

বাগানের সামনে আজ পাঠচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : সুপার সিক্সের আশা কার্যত শেষ। এই অবস্থায় শনিবার কলকাতা লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলবে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে। লিগে শুরুটা দুর্দান্ত করা পাঠচক্র কোচ পার্থ সেন প্রয়াত হওয়ার পর কিছুটা ছন্দ হারিয়েছে। এদিকে মোহনবাগানও ছন্দহীন। গত ম্যাচে কাস্টমসের কাছে হারার পর পাঠচক্রকে হারাতে মরিয়া ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা।

ক্রীড়া দিবসে গুকেশদের কথা শচীনের মুখে

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : জাতীয় ক্রীড়া দিবস। 'হকির জাদুকর' মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মতিথিতে দেশজুড়ে ক্রীড়া দিবস পালিত হচ্ছে। ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম আইকন শচীন তেন্ডুলকারও ব্যতিক্রম নন। ক্রীড়াদিবসে বর্তমান প্রজন্মকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

অ্যাথলিট দিব্যা দেশমুখ, ডোম্মারাজু গুকেশ সহ দেশের বহুমুখী ক্রীড়া প্রতিভার কথা তুলে ধরেন মাস্টার ব্লাস্টার। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শচীন লিখেছেন, 'ক্রীড়া জগতে ভারত যে সাফল্য পেয়েছে, পাচ্ছে, তার জন্য জাতীয় ক্রীড়া দিবসে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি। বর্তমানে আমাদের সাফল্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ। সাফল্য আর শুধুমাত্র দুই-একটা ক্রীড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।'

শচীনের মতে, নিজেদের সীমাবদ্ধতাতে ছাপিয়ে যাওয়ার সংকল্প থাকতে হবে। আর তা পারলে, সাফল্য অপেক্ষা করবে। ফিটনেস যে লক্ষ্যে পৌঁছোতে গুরুত্বপূর্ণ, তা মনে করিয়ে দিচ্ছে 'ফিট ইন্ডিয়া মিশন'।

শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে সংস্থাটি দেশব্যাপী তিনদিনের এক ফিটনেস মুভমেন্ট শুরু করেছে আজ। থিম- 'এক ঘণ্টা, খেলার মাঠে।'

ক্রীড়া দিবসে দেশের ক্রীড়াবিদদের কুর্নিশ জানিয়েছেন ২০০৮ বেজিং অলিম্পিকে সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রা। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ভারতের তারকা শুটার লিখেছেন, 'বিখ্যাত, অখ্যাত সমস্ত ক্রীড়াবিদ, তাদের উত্তরণের পিছনে নীরবে কাজ করে যাওয়া সমস্ত অভিভাবক, কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের কথা বলব। ক্রীড়া আমাদের শেখায় সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ঐক্যের গুরুত্ব।'

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'জাতীয় ক্রীড়া দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা জানাই মেজর ধ্যানচাঁদজিকে। যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণাস্বরূপ। গত দশকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের উৎকর্ষ প্রশংসনীয়। আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রীড়াবিদদের পাশে থাকার।'

'সঠিক বিদায় সংবর্ধনা প্রাপ্য বিরাট-রোহিতদের'

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পূজারাদের অবদান অনস্বীকার্য। যদিও টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সময় সেই প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি বিরাটদের। পূজারার অবসর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ রীতিমতো উগরে দিলেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত।

শচীন তেন্ডুলকারের প্রথম ভারতীয় দলের অধিনায়ক শ্রীকান্তের দাবি, দেশের হয়ে ১০০টি টেস্ট খেলা তারকাদের যোগ্য বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া উচিত। বিরাট, রোহিতদের টেস্ট অবসরের সময় বোঝাপড়ার অভাব বেশ দৃষ্টিকটূ ছিল। বোর্ডের উচিত ছিল দুইজনের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু তা হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য যা মোটেই ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

শ্রীকান্ত বলেছেন, 'বিরাটের অন্তত আরও ২ বছর খেলা বাকি ছিল। ফলে ভালোভাবে ওর ফেয়ারওয়েল টেস্টের পরিকল্পনা করা যেত। যেহেতু শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ইয়ং ব্রিগেড ইংল্যান্ডে গিয়ে ড্র করে এসেছে, তাই বিরাটকে নিয়ে কেউ এখন কথা বলছে না। কিন্তু সবার মাথায় রাখা উচিত বিরাটের মতো ক্রিকেটার সহজে আসে না।'

পূজারাকে নিয়েও বোর্ডকে বিঁধলেন শ্রীকান্ত

চেতেশ্বর পূজারার ক্ষেত্রেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, কার্যত আড়ালে থেকেই সরে যাওয়া। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য শ্রীকান্ত বলেছেন, 'পূজারার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। যখন ও দলে ছিল, খেলছিল, তখনই অবসর পরিকল্পনা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের বুঝতে হবে তাদের কোথায় থামতে হয়। মূল কথা, পূজারার অনেক যোগ্য বিদায় সংবর্ধনা প্রাপ্য ছিল। দরকার ছিল ক্রিকেটার, নির্বাচক, বোর্ডের মধ্যে সঠিক বোঝাপড়ার। যদিও বিরাট, রোহিত, পূজারা, কারও ক্ষেত্রে সেই বোঝাপড়া চোখে পড়েনি।'

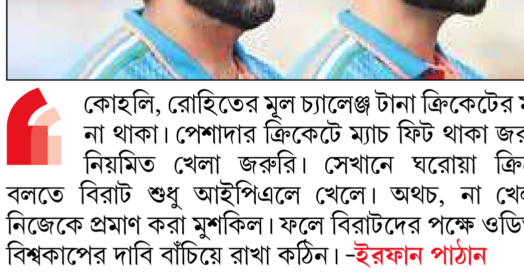

কোহলি, রোহিতের মূল চ্যালেঞ্জ টানা ক্রিকেটের মধ্যে না থাকা। পেশাদার ক্রিকেটে ম্যাচ ফিট থাকা জরুরি। নিয়মিত খেলা জরুরি। সেখানে ঘরোয়া ক্রিকেট বলতে বিরাট শুধু আইপিএলে খেলে। অথচ, না খেললে নিজেকে প্রমাণ করা মুশকিল। ফলে বিরাটদের পক্ষে ওডিআই বিশ্বকাপের দাবি বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। -ইরফান পাঠান

এদিকে ইরফান পাঠানের দাবি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছে পূরণ করা সহজ হবে না বিরাট, রোহিতের। যুক্তি, 'কোহলি, রোহিতের মূল চ্যালেঞ্জ টানা ক্রিকেটের মধ্যে না থাকা। পেশাদার ক্রিকেটে ম্যাচ ফিট থাকা জরুরি। নিয়মিত খেলা জরুরি। সেখানে ঘরোয়া ক্রিকেট বলতে বিরাট শুধু আইপিএলে খেলে। অথচ, না খেললে নিজেকে প্রমাণ করা মুশকিল। ফলে বিরাটদের পক্ষে ওডিআই বিশ্বকাপের দাবি বাঁচিয়ে রাখা কঠিন।'

ইরফানের কথায়, রোহিত এবং বিরাট দুজনেরই পাখির চোখ ওডিআই বিশ্বকাপ। দুজনেই প্র্যাকটিসের মধ্যে রয়েছেন। ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করছেন। কিন্তু নির্বাচকরা-হেডকোচ কী চাইছেন, তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। প্রাক্তন অলরাউন্ডার আশাবাদী, রাখঢাক সরিয়ে বিরাট-রোহিতের বিশ্বকাপ ভাগ্য নিয়েও নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করবেন গৌতম গম্ভীররা।

শীর্ষে থেকে সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেওয়ার পর ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৩
(ডেভিড, গুইতে, শ্যামল)
কালীঘাট মিলন সংঘ-১ (দেবদত্ত)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : সহজ ম্যাচ, কঠিন জয়।

কালীঘাট মিলন সংঘকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্স নিশ্চিত করল ইস্টবেঙ্গল। যদিও ফলাফল দেখে ইস্টবেঙ্গলের জন্য ম্যাচটা যতটা সহজ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আদতে তা হয়নি।

কোনও ঝুঁকি না নিয়ে এদিন সিনিয়ার-জুনিয়ার মিশেলেই দল সাজান লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। ম্যাচের ৬ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাপা সেন্টার পিভি বিষ্ণু গোল লক্ষ্য করে মাথা দিয়ে নামিয়ে দিলেও তা বাঁচিয়ে দেন কালীঘাট এমএস গোলরক্ষক। ২৫ মিনিটে গোলমুখ খোলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। মাঝমাঠ থেকে সৌভিক চক্রবর্তীর লম্বা পাস বক্সে পেয়ে গোলে ঠেলে দেন তিনি। মাঝে বিষ্ণু থাকলেও তিনি বলে পা না ছোঁয়ানোয় সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই লক্ষ্যভেদ ডেভিডের।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দর্শনীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান ভানলালপেকা গুইতে। ডেভিডের সেন্টার বক্সের মুখ থেকে বাঁ পায়ের শটে টপ কর্নার দিয়ে জালে পাঠান তিনি। শুধু গোলই করলেন না। গুইতে মাঠে নামার পর এদিন প্রাণ পেল ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ। উলটোদিকে প্রথম গোল হজমের পর থেকেই পালটা লাল-হলুদ রক্ষণে চাপ তৈরি করছিল কালীঘাট। দ্বিতীয় গোলের পর যা আরও বাড়ল। এরইমধ্যে ৬৯ মিনিটে বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে কালীঘাটকে পেনাল্টি উপহার দেন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদার। তা থেকেই গোল শোধ করেন দেবদত্ত এস। অবশেষে ৮৭ মিনিটে কালীঘাটের প্রত্যাবর্তনের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেন শ্যামল বেসরা। প্রায় ২২ গজ দূর থেকে ডান পায়ের শটে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে স্বস্তি দেন তিনি। এই জয়ের সুবাদে সুপার সিক্স যেমন নিশ্চিত হল তেমন গ্রুপে শীর্ষস্থানটাও ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, তন্ময় (সঞ্জয়), প্রভাত, জোসেফ, সোনম (চাকু), আমন (গুইতে), শ্যামল, সৌভিক, সায়ন (আশিক এস), ডেভিড (এডমুন্ড) ও বিষ্ণু।

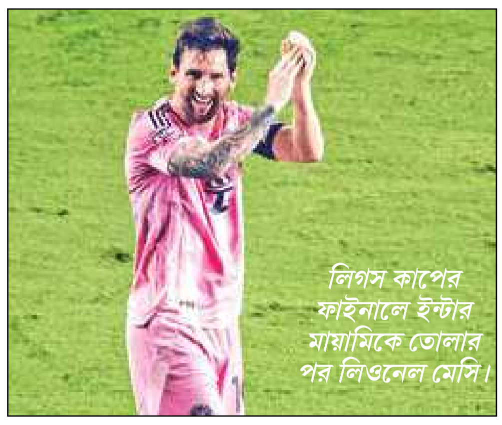

লিগস কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামিকে তোলার পর লিওনেল মেসি।

৫ সেপ্টেম্বর দেশে হয়তো শেষ ম্যাচ মেসির

মায়ামি, ২৯ অগাস্ট : ৫ সেপ্টেম্বর বুয়েনস আয়ার্সে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে ভেনেজুয়েলার। আগেই বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করা নীল-সাদা ব্রিগেডের জন্য এই ম্যাচটাই স্পেশাল হয়ে উঠেছে লিওনেল মেসির বার্তার পর। বৃহস্পতিবার লিগস কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামিকে তোলার পর মেসি বলেছেন, 'আমার জন্য স্পেশাল ম্যাচ। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এটাই আমাদের শেষ ম্যাচ।' এরপর কোন প্রীতি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত না নিলে বিশ্বকাপের আগে দেশের মাটিতে ৫ সেপ্টেম্বরই শেষবার খেলবে আর্জেন্টিনা। যা ঘরের মাটিতে মেসিরও কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ হতে পারে। তিনি বলেছেন, 'জানি না (ভেনেজুয়েলা ম্যাচ) এরপর দেশে আর কোনও প্রীতি ম্যাচ আমরা খেলব কি না? ওইদিন আমার স্ত্রী, ছেলে, বাবা-মা, ভাই-বোন স্টেডিয়ামে থাকবে। আমরা একসঙ্গে উপভোগ করতে চাই। তারপর কী হবে, জানি না।'

চ্যাম্পিয়ন বর্মন ব্লাস্টার

মেখলিগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে ডাঙ্গারহাট এনএন ইয়ুথ একাদশের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি বর্মন ব্লাস্টার। ফাইনালে তারা টসের মাধ্যমে কুচলিবাড়ি এফসি-কে হারিয়েছে। ফুলকাডাবড়ি নবীনচন্দ্র হাইস্কুল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি না হওয়ায় টসের মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হয়। ফাইনালের সেরা কুচলিবাড়ি এফসি-র সাগর রায়। প্রতিযোগিতার সেরা উজ্জ্বল শীল। সেরা গোলকিপার সোনাই সরকার।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস বর্মন ব্লাস্টারের। ছবি : দীপেন রায়

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে হাঁটা প্রতিযোগিতা

দিনহাটা, ২৯ অগাস্ট : জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে দিনহাটা ভেটেরান্স স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ক্লাবের তরফে শুক্রবার ১ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ৩০-৬০ বছর ও তার ঊর্ধ্বের পুরুষ ও মহিলারা অংশ নিয়েছিলেন।

সবুজ সংঘের ফুটবল শুরু

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ অগাস্ট : বাবুরডাঙ্গা সবুজ সংঘের ব্রজেন দাস ট্রফি ফুটবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ফালাকাটা চুয়াখোলা মডার্ন ক্লাব ২-০ গোলে এসএসএসি খারিজা কাকরিবাড়িতে হারিয়েছে। সকিকুল ইসলাম ও ম্যাচের সেরা বাপ্পা কার্জি গোল করেন। সোমবার খেলবে অসমের তুফান ও খাকড়িবাড়ি সাজেরপাড় একাদশ।

জোড়া খেতাব আলিপুরদুয়ারের

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অগাস্ট : সল্টলেকে রাজ্য স্কুল গেমস উশুতে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে সার্বিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ার জেলা। মেয়েদের বিভাগে তারা ৩৬ পয়েন্ট পেয়েছে। ছেলেদের বিভাগে আলিপুরদুয়ারের পয়েন্ট ৮৫। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ৫৬ কেজিতে পূজা টোপ্পো প্রথম হয়েছে। ৬০ কেজিতে প্রথম এষা কার্জি। ৬৫ কেজিতে তৃতীয় হয়েছে সিমরাম বিশ্বকর্মা। ৫২ কেজিতে তৃতীয় নিশা ওরাওঁ। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ৫৬ কেজিতে তৃতীয় জেসমিন এক্কা।

উত্তরের খেলা

কোচবিহার কাবাডি দল

মাথাভাঙ্গা, ২৯ অগাস্ট : রাজ্য স্কুল গেমেসের কাবাডির জন্য কোচবিহার জেলার অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের দল শুক্রবার কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে পৌঁছাল। জোরপাটকি হাইস্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক জগদীশচন্দ্র দফাদার জানিয়েছেন, দলে রয়েছে অস্মিতা বর্মন, মাসুদা খাতুন, মামনি দাস, লাইজু পারভিন, হিমান্তি দাস ও মৌসুমী পারভীন, স্মৃতি রায়, পারুল খাতুন, জুই বর্মন, মুর্শিদা খাতুন, সুস্মিতা মহন্ত ও তৃষা বর্মন। কোচ ও ম্যানেজার হিসেবে রয়েছেন ভবতোষ দে, জগদীশ দফাদার, উমর ফারুক মিয়াঁ ও নীলাঞ্জনা বর্মন।

পল্লি যুব সংঘের ফুটবল শুরু

হলদিবাড়ি, ২৯ অগাস্ট : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের জয়চাঁদলাল লাহোটি, ভগবান লাহোটি ও কিষান লাহোটি ট্রফি মহিলা ফুটবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্প টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয় পায় ময়নাগুড়ি রায় কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। দেওয়ানগঞ্জের লক্ষী বর্মন ও ময়নাগুড়ির কল্যাণী রায় গোল করেন। শনিবার খেলবে জনি কোচিং সেন্টার ও মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা।

গোল্ড কাপ শুরু কাল

হলদিবাড়ি, ২৯ অগাস্ট : টাউন ক্লাবের ৮ দলীয় জয়চাঁদ লাল এবং শ্রীভগবান ও শ্রীকিষান লাহোটি ট্রফি গোল্ড কাপ ফুটবল রবিবার শুরু হবে। টাউনের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে জয়গাঁর দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও খাপরাইলের সৈনিকপুরি যুব সংঘ। প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলি হল জলপাইগুড়ি উদয়ন ক্লাব, হলদিবাড়ি টিম্বার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, শিলিগুড়ি কেএফসি, রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, নিমতার মিলন সমিতি ও দার্জিলিংয়ের ঘোষপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব।

চ্যাম্পিয়ন নিউ গ্রিন ইয়ং স্টার

পারডুবি, ২৯ অগাস্ট : নিউ গ্রিন ইয়ং স্টার ক্লাবের ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। শুক্রবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে কোচবিহার ফাইভ স্টার একাদশকে হারিয়েছে। পশ্চিম পারডুবি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা ইয়ংয়ের সুব্রত বর্মন। প্রতিযোগিতার সেরা কোচবিহারের মেহেবুব ইসলাম। সেরা গোলকিপার বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। সেরা ডিফেন্ডার টোটন বর্মন।

ট্রফি নিয়ে নিউ গ্রিন ইয়ং স্টার। ছবি : দেবাশিস দত্ত

ফ্রিডম কাপে সেরা অফিসপাড়া

সাহেবগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : বিবেকানন্দ ক্লাবের ফ্রিডম কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সাহেবগঞ্জ অফিসপাড়া ফুটবল দল। শুক্রবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে হরিণচওড়া প্রভাতি ক্লাবের বিরুদ্ধে। সাহেবগঞ্জ ফুটবল মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা পূণ্য মালি।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে অফিসপাড়া ফুটবল দল। -শুভদীপ চক্রবর্তী

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন মিগ রসাইলি। ছবি : শতাব্দী সাহা

ফাইনালে তেলিপাড়া

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ অগাস্ট : দেবী কলোনি কালীপুজো কমিটির এমএলএ কাপ নৈশ ফুটবলে ফাইনালে উঠল তেলিপাড়া সেভেন স্টার্স। দেবী কলোনি ফুটবল মাঠে শুক্রবার রাতে সেমিফাইনালে তারা ৩-১ গোলে মহামায়া ডুয়ার্স এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা মিগ রসাইলি।

জেতালেন আনোয়ার

মাথাভাঙ্গা, ২৯ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার গোবিন্দ পাল ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ১-০ গোলে এটিম গ্রাউন্ড জুনিয়ার দলকে হারিয়েছে। এটিম মাঠে গোল করেন আনোয়ার হোসেন। শনিবার খেলবে গোপালপুর নবীন সংঘ ও মাথাভাঙ্গা ইউনাইটেড প্লেয়ার্স 'এ' কোচিং সেন্টার।